

দম্পতি

চুয়াডাঙ্গা যাইবার বড় রাস্তার দু'পাশে দুইখানি গ্রাম—দক্ষিণপাড়াও উত্তরপাড়া। দক্ষিণপাড়ায় মাত্র সাত-আটঘর ব্রাহ্মণের বাস, আর বনিয়াদী কায়স্থ বসু-পরিবার এ-গ্রামের জমিদার। উত্তরপাড়ার বাসিন্দারা বিভিন্ন জাতির। ইঁহাদের জমিদারও কায়স্থ। উপাধি—বসু। উভয় ঘরই পরস্পরের জ্ঞাতি। বসুগণ গ্রামের মধ্যে বর্ধিষু, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের কাহারও মধ্যে সদ্ভাব নাই। রেষারেষি ও মনোমালিন্য লাগিয়াই আছে।

দক্ষিণপাড়ার নীচে কুসুম বানীর দ' নামে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন জলাশয়ের ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া উভয়ঘরের মধ্যে আজ প্রায় দশ বৎসর পূর্বে প্রথম ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। বড়-তরফের সত্যনারায়ণ বসু একদিনসকালে লোকজন লইয়া সেখানে মাছ ধরিতে গিয়া দেখিলেন, ছোট-তরফের গদাধর বসু অপর পাড়ে তাঁহার পূর্বেই আসিয়া জেলে নামাইয়া মাছ ধরিতেছেন। সত্যনারায়ণ বসু কৈফিয়ত চাহিলেন—তিনি বর্তমানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া গদাধরের এমন আচরণের হেতুকি? গদাধর তদুত্তরে যাহা বলিলেন, সত্যনারায়ণ বসুর পক্ষে তা সম্মানজনক নয়। কথার মধ্যে একটা শ্লেষ ছিল, সত্যনারায়ণ বসুর বড় ছেলেকলিকাতায় লেখাপড়া করিতে যাইয়া বকিয়া গিয়াছিল—তাহার শখের দেনা মিটাইতে সত্যনারায়ণকে সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয় কোবালা করিয়া চুয়াডাঙ্গায় কুণ্ডদের গদি হইতে প্রায়হাজার দুই টাকা সংগ্রহ করিতে হয়।

বসু-বংশের এই শৌখিন ছেলোটর কথা ঘুরাইয়া গদাধর এমনভাবে বলিলেন যাহাতে সত্যনারায়ণের মনে বড় বাজিল। দুজনের মধ্যে সেই হইতে মনোমালিন্যের সূত্রপাত—তারপর উভয় তরফে ছোটবড় মামলা-মোকদ্দমা, এমন কি ছোটখাটো দাঙ্গা পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখা দেখি অনেকদিন হইতে বন্ধ।

গদাধর বসুর বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চেহারা, রং শ্যামবর্ণ, তবে বসুবংশের দৈহিক ধারা অনুযায়ী বেশ দীর্ঘাকৃতি। ম্যালেরিয়ায় বছরের মধ্যে ছ'মাস ভুগিলেও গদাধরের শরীরে খাটিবার শক্তি যথেষ্ট। উভয় তরফের মধ্যে তাঁহারই অবস্থা ভালো। আশপাশের গ্রাম হইতে সুবিধাদরে পাট কিনিয়া মাড়োয়ারি মহাজনদের নিকট বেচিয়া হাতেবেশ দু'পয়সা করিয়াছেন। এই গ্রামেরই বাহিরের মাঠে তাঁহার টিনের চালাওয়ালা প্রকাণ্ড আড়ত। গ্রামের বাহিরে মাঠে আড়ত করিবার হেতু এই যে, আড়তটি যে স্থানে সেটি দুটি বড় রাস্তার সংযোগস্থল। একটি চুয়াডাঙ্গা যাইবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তা, অপরটি লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা, সেটি বাণপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত গিয়াছে। চুয়াডাঙ্গা ও কৃষ্ণনগরগামী পাটের গাড়ি এখান দিয়াই যায়—পথের ধারে গাড়ি ধরিয়া পাট নামাইয়া লইবেন—এই উদ্দেশ্যেই এই উভয় রাস্তার সংযোগস্থলে আড়ত-ঘর তৈরি।

গদাধর বসু বৎসরে বিস্তর পয়সা রোজগার করেন—অর্থাৎ কলিকাতার হিসাবে বিস্তর না হইলেও পাড়াগাঁ হিসাবে দেখিতে গেলে, বৎসরে পাঁচ-ছ'হাজার টাকার নিট মুনাফা সিদ্ধকাজ করার সৌভাগ্য যাহার ঘটে—প্রতিবেশী-মহলে সে ঈর্ষার ও সম্ব্রমের পাত্র।

গদাধরের প্রকাণ্ড পৈতৃক বাড়ি বট-অশ্বথ গাছ গজাইয়া, খিলান ফাটিয়া, কার্নিশ ভাঙিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেকালের অনেক জানালা-দরজায় চাঁচের বেড়া বাঁধিয়া আবার রক্ষাকরিবার বন্দোবস্ত। তবু সেই বাড়িতেই গদাধর পুত্র-পরিবার লইয়া চিরকাল বাস করিয়া আসিতেছেন। টাকা হাতে থাকাসত্ত্বেও গদাধর বাড়ি মেরামত করেন না কেন বা নিজের পছন্দমত নতুন ছোট বাড়ি আলাদা করিয়া তৈরি করেন না কেন ইত্যাদি প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক, বিশেষত যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে জিনিসটা দেখিবেন ইহার কারণ আর যাহাই হউক, গদাধরের কৃপণতা যে নয় ইহা নিশ্চিত, কারণ গদাধর আদৌ কৃপণ নহেন। প্রতি বৎসর তিনি জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গোৎসব ও কালীপূজা করিয়া গ্রামের শূদ্র-ভদ্র তাবৎ লোককে ভোজন করাইয়া থাকেন—গরিবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও করেন, সম্প্রতি 'কুসুম বামণীর দ'র উত্তরপাড়ে একটি বাঁধানো স্নানেরঘাট করিয়া দিয়াছেন—তাহাতে মিত্রপক্ষর মতে প্রায় তিনশতটাকা খরচ হইয়া গিয়াছে—তবে শত্রুপক্ষ বলে মেজ-তরফ নির্বংশ হইয়া যাওয়ায় উভয় ঘরের সুবিধা

হইয়াছে—ভিটারপুরাতন ইটগুলি সত্যনারায়ণ ও গদাধর মিলিয়া দশহাত বাড়াইয়া লুঠ চলাইতেছে। বিনামূল্যে সংগৃহীত পুরাতন ইটের গাঁথুনি বাঁধা-ঘাটে আর কত খরচ পড়িবে? ... ইত্যাদি।

যাক এসব বাজে কথা।

আসল কথা, গদাধর গ্রামের মধ্যে একজন সঙ্গতিশালী ওসাহসী লোক। একবার গদাধরের বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছিল। গদাধর হাঁকডাক করিয়া লোকজন জড়ো করিয়া, নিজে রামদাহাতে লইয়া হৈ-হৈ শব্দে গ্রাম মাতাইয়া ছুটিয়াছিলেন, কিন্তু ডাকাতদের টিকিও দেখা যায় নাই।

একদিন গদাধর আড়তে বসিয়া কাজকর্ম দেখিতেছেন, কাছে পুরাতন মুছরি ভড়মশায় বসিয়া কাগজপত্র লিখিতেছেন, আজ গদাধরের মনটা খুব প্রসন্ন, কারণ এইমাত্র কলিকাতার মহাজন বেলেঘাটার আড়ত হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছে যে, তাঁহার পূর্বের পাটের চালানে মণ-পিছু মোটা লাভ দাঁড়াইবে।

গদাধর মুছরিকে বলিলেন—ভড়মশায়, চালানটা মিলিয়ে দেখলেন একবার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সাড়ে-সাত আনা খরিদ দরের ওপর টাকায় দু'পয়সা আড়তদারি আর গাড়িভাড়া দু'আনা এই ধরুনআট-আনা—দশ আনা....

—ওরা বিক্রি করেচে কততে ?

—সাড়ে-চোদ্দ—ওদের আড়তদারি বাদ দিন টাকায় একআনা....

—ওইটে বেশি হচ্ছে ভড়মশায়। সিঙ্গিমশায়দের একটাচিঠি লিখে দিন আড়তদারিটার সম্বন্ধে...

—বাবু ও-নিয়ে আরবারে কত লেখালেখি হল জানেনতো ? ওরা ওর কমে রাজী হবে না—আমরাও অন্য কোনো আড়তে দিয়ে বিশ্বাস করতে পারবো না। সব দিক বিবেচনাকরে দেখলে বাবু ও-আড়তদারি আমাদের না দিয়ে উপায়নেই। ওদের চটালে কাজ চলবে না, পুজোর সময় দেখলেনতো ?

—বাদ দিন ও কথা। কত মণের চালান ?

—সাড়ে-পাঁচশো আর খুচরো সাতাশি....

বাহির হইতে আড়তের কয়াল নিধু সা আসিয়া বলিল— মুছরি মশায়, কাঁটা ধরাবো ? মাল নামচে গাড়ি থেকে।

ভড় মশায় বলিলেন—ক'গাড়ি ?

—দু'গাড়ি, এলো-পাট-কালকের খরিদ।

—ভিজে আছে ?

তা তো দ্যাখলাম না—আসুন না একবার বাইরে।

গদাধর ধমক দিয়া কহিলেন—মুছরিমশায় না গেলেভিজে কি শুকনো পাট দেখে নেওয়া যায় না ? দেখে নাওগেনা—কচি খোকা সাজচো যে দিন-দিন !

নিধু সা কাঁচা কয়াল নয়, কয়ালী কাজে আজ ত্রিশ বছর নিযুক্ত থাকিয়া মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিল। কাঁটায়মাল উঠাইবার আগে মালের অবস্থা যাচাই করাইয়া লওয়ার কাজটা আড়তের কোনো বড় কর্মচারির দ্বারা না করাইলে ভবিষ্যতে ইহা লইয়া অনেক কথা উঠিতে পারে—এমন কি, একবার দেখাইয়া লইলে পরে বিক্রেতার সহিত যোগসাজশে মণ-মণ ভিজা পাট কাঁটায় তুলিলেও আর কোনো দায়িত্ব থাকেনা—তাহাও সে জানে। বাবুরা

ইহার পর আর তাকে দোষদিতে পারিবে না। তবুও সে গদাধরের কথার প্রতি সমীহ করিয়া বিনীতভাবে বলিল—  
তা যা বলেন বাবু, তবে মুহুরিবাবু পাট চেনেন ভালো, তাই বলছিলাম।

গদাধর বলিলেন—মুহুরিমশায় পাট চেনে, আর তুমি চেননা? আর এত পাট চেনাচেনির কি কথাই বা হল? হাত দিয়ে দেখলে বোঝা যায় না, পাট ভিজে কি শুকনো?

নিধু কয়াল দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল।

মুহুরির দিকে চাহিয়া গদাধর বলিলেন—ভড়মশায়, নিধেটা দিন-দিন বড় বেয়াদব হয়ে উঠচে—মুখোমুখি তর্ককরে।

ভড় মহাশয় তাহার উত্তরে মৃদু হাস্য করিলেন মাত্র, কোনো কথা বলিলেন না। ইহার কারণ, গদাধরের চণ্ডালেরমতো রাগে ইফ্কন যোগাইলে এখুনি চটিয়া লাল হইয়া নিধুকয়ালকে বরখাস্তও করিতে পারেন তিনি। কিন্তু ভড় মহাশয়জানেন, নিধু সা চোর বটে, তবে সত্যই কয়ালী কাজে ঝুনালোক—গেলে অমনটি হঠাৎ জুটানো কঠিন।

সন্ধ্যা হইয়া গেল।

এই সময় কে একজন বাহিরে কাহাকে বলিতেছে শোনাগেল—না, এখন দেখা হবে না, যাও এখন।

গদাধর হাঁকিয়া বলিলেন—কে রে ?

নিধু কয়ালের গলার উত্তর শোনা গেল—কে একজন সন্নিসি ফকির, বাবু।

কথার শেষ ভালো করিয়া হইতে-না-হইতে একজনপাঞ্জাবী সাধু ঘরে ঢুকিল—হলদে পাগড়ি পরা, হাতে বই—সেধরনের সাধুর মূর্তির সঙ্গে পরিচয় সকলেরই আছে আমাদের। ইহারা সাধারণত রামেশ্বর তীর্থে যাইবার জন্য পাথেয়সংগ্রহ করিতে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া বাংলাদেশে আসিয়া গৃহস্থের ঘরে ঘরে হাত দেখিয়া বেড়ায় ও প্রবাল, পাকাহরিতকী, দুর্লভ ধরনের শালগ্রাম ইত্যাদি প্রত্যেক ভক্তকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া পাথেয় ও খোরাকি বাবদ পাঁচ টাকারকম লয় না।

গদাধর বলিলেন—কি বাবাজি? কাঁহাসে আস্তা হ্যায়?

সাধু হাসিয়া বলিল—কলকাতা—কালিমায়ীকি থান সে হাত দেখলাও।

—বোসো বাবাজি।

গদাধর হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন, সাধু বলিল—অঙ্গুষ্ঠিউতার লেও—

মুহুরি বলিলেন—আংটি খুলে নিতে বলছে হাত থেকে।

গদাধর তখনি সোনার আংটি খুলিয়া হাতের আঙুলপ্রসারিত করিয়া সাধুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

সাধু বলিল—চাঁদি ইয়ানে সোনা হাতমে রাখ্খো— হাতমে চাঁদি রাখ্খো ! নেই তো হাত কেইসে দেখেগা ?

এ-কথা শুনিয়া বাবু হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া হাতে রাখিয়া গদাধর সাধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সাধু হাতখানা ভালো করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়াগম্ভীর হইয়া বলিল—তেরা বহুৎ বরা দিন আতা—ইস্মালইয়ানে দুসর সাল-সে বহুৎ কুছ গড়বড় হো যায়গা।

গদাধর ভালো হিন্দি না বুঝিলেও মোটামুটি জিনিসটা বুঝিলেন। কিন্তু তিনি আবার একটু নাস্তিক-ধরনের লোক ছিলেন, কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখা যাক্।

সাধু বলিল—কেয়া ?

—কিছু না...বালতা হয়, বেশ।

সাধু বলিল—কুছ যাগ করনে হোগা। পরমাত্মাকৃপা-সে আছা হো যায়গা—করোগে ?

—ওসব এখন হোগাটোগা নেই বাবাজি, আবি যাও।

—তেরা খুশি।

বলিয়া খপ করিয়া হাতের টাকাটি তুলিয়া লইয়া বেমালুমবুলির মধ্যে পুরিয়া সাধু বলিল—আছা, রাম-রাম বাবু। গদাধর একটু অবাক হইয়া বলিলেন—টাকাটা নিলে যে ?

—দচ্ছিনা তো চাইয়ে বেটা। নেহি দচ্ছিনা দেনে-সেকোই কাম আছা নেহি বন্তা !

সাধু আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া ঘর হইতে বাহিরহইয়া গেল। গদাধর বেকুবের মতো বসিয়া রহিলেন।

ভড় মহাশয় বলিলেন—টাকাটা দিব্যি কেমন নিয়ে গেল !

গদাধর রাগত সুরে বলিলেন—সব জোছোর ! সাধু নাহাতি ! একটা টাকার ঘাড়ে জল দিয়ে গেল বিকেলবেলা। আরো বলে কিনা তোমার খারাপ হবে !

দু-একজন বলিল—তাই বললে নাকি বাবু ?

—শুনলে না, কি বললে ? তাই তো বললে।

তারপর ও-প্রসঙ্গ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টায় গদাধর মুহুরির দিকে চাহিয়া জোরগলায় বলিলেন— তারপর ভড়মশায়, বেলেঘাটার গদিতে একখানা চিঠি মুসোবিদে করে ফেলুন চট করে !

—কি লিখবো ?

—ওই আড়তদারির কথাটানিয়ে প্রথমে লিখুন—হারাধন সিঙ্গিকেই চিঠিখানা লিখুন যে, নমস্কারপূর্বক নিবেদনমিদং, আপনাদের এত নম্বর চালান যথাসময়েই হস্তগত হইয়াছে— আপনারা এতবার লেখালেখি সত্ত্বেও টাকায় এক আনা করিয়া আড়তদারি বজায় রাখিয়াছেন দেখিয়া—

এইসময় গদাধরের পত্নী মৌজা সুন্দরপুরের একটি প্রজা ঝাড়িতে কয়েকটি ছোট-বড় কপি আনিয়া গদির আসনেনামাইতে চিঠি লেখানো বন্ধ করিয়া গদাধর তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কিরে রতিকান্ত ? ভালো আছিস ? এতে কি ?

—আজ্ঞে কয়েকখানি কপি আপনার জন্য এনেলাম— এবার দশ কাঠা জমিতে কপি হয়েছে, তা বিষ্টির অবানেসে বাড়তি পারলো না বাবু। তার ওপর নেগেচে কাঁচকুমুরেপোকা—পাতা কেটে কেটে ফ্যালায় রোজ সকালে বিকালে এত এত—

রতিকান্ত হাত দিয়া কীটদ্বারা কর্তিত পাতার পরিমাণ দেখাইল।

গদাধর বলিলেন—না, তা ফুল মন্দ হয় নি তো বাপু! বেশ ফুল বেঁধেচে। যা বাড়িতে দিয়ে এসে একটু গুড়-জলখেয়ে আয় যে বাড়ি থেকে।

ভড় মহাশয় বলিলেন—তারপর আর কি লিখবো বাবু?

—আজ থাক ভড়মশায়। সন্দে হয়ে এলো। আমার একটু কাজ আছে মুখ্যে-বাড়ি। রতিকান্ত আয় আমার সঙ্গে— ভড়মশায় কপি একটা রাখুন।

—না, না বাবু, আপনার বাড়িতে থাক—আমি আবার কেন—

—তাতে কি ?আমরা কত খাবো ?রতিকান্ত দাওএকখানা ভালো দেখে ফুল নামিয়ে নিয়ে যান না!

রতিকান্তকে লইয়া চলিয়া যাইবার পূর্বে গদাধরবলিলেন—ক্যাশটা তাহলে আপনি নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে?না আমি নিয়ে যাবো ?

—তাহলে বাবু আর-একটু বসতে হয়। ক্যাশ বন্ধ এবার, মিলিয়ে দিই।

—বসি।

—বাবু, ওবেলা ও আট আনা হাওলাতে কার নামলিখবো?

—ও যা হয় করুন, ঢুলি-খরচ বলে লিখুন না ! ঢোলশহরৎ সে করতেই হবে—আজ না হয় কাল।

—আর এবেলার এই এক টাকা ?

—কোন্ এক টাকা ?এই যে সাধু নিয়ে গেল !

—ও! ওটা আমার নামে খরচ লিখুন। ব্যাটা আচ্ছাধাপ্লাবাজি করে টাকাটা নিয়ে গেল !

—ওইজন্যেই আংটি খুলতে বলেছিল বাবু, এইবারবোঝা যাচ্ছে।

—সেই তো ! কারণ সোনা তো আংটিতে রয়েছে, আবারচাঁদি কি হবে যদি বলি ?আংটি তো আর আঙুল থেকে টেনেখুলে নিয়ে সটকান দেওয়া যায় না। ডাকাত একেবারে ! এদেরকথা সব মিথ্যে।

কথাগুলো গদাধর যেরূপ জোর দিয়া বলিলেন, তাহাতেমনে হইল, তিনি তাঁহার বোকামির জন্য নিজে যেমন লজ্জিতহইয়াছেন, সাধু সম্বন্ধে ভড় মহাশয়ের নিকট হইতেও কটুক্তি শুনিতে পাইলে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হন। ভড় মহাশয় কিন্তুদেবদ্বিজে অসাধারণ ভক্তিমান বৃদ্ধ ব্যক্তি। মনিবের মনযোগাইবার জন্যও তিনি সাধুর প্রতি অবিশ্বাসসূচক কোনোকথা বলিতে রাজী নন। সুতরাং তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে গদাধর বাড়ি ফিরলেন।

স্ত্রী অনঙ্গমোহিনী রান্নাঘরে ছিল, স্বামীর সাড়া পাইয়াবাহিরে আসিয়া বলিল—আজ সকাল-সকাল যে ?কি ভাগ্যি !

—কাজ মিটে গেল তাই এলাম। একটু চা খাওয়াবে ? —ভাতটা চড়েছে—নামিয়ে করে দিচ্ছি।

—তুমি রাঁধচো নাকি ?

হ্যাঁ। আজ তো পিসিমার সন্দের পর থেকেই ভীষণ জ্বরএসেচে। তিনি উঠতেই পারেন না, তা রাঁধবেন কি ?

—তাই তো ! কাল একবার ডাক্তার ডাকি—প্রায়ই তোওঁর জ্বর হতে লাগলো...

—উনি ডাক্তারি-ওষুধ তো খাবেন না—ডাক্তার ডাকিয়ে কি করবে ?

—তুমিই বা কদিন এরকম রাঁধবে ?

—তা বলে কি হবে ?যে কদিন পারি। বাড়ির লোক কি নাখেয়ে থাকবে ?

গদাধর আর কোনো কথা না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন—কিছুক্ষণ পরে চাকর তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। এই চাকরটির ইতিহাস বেশ নতুন ধরনের।ইহার নাম—গৈবি।বাড়ি—নেপাল। গদাধরের বাবার আমলে একদিন সেএ-গ্রামে আসিয়া ইহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করে। সে আজসতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। সেই

হইতেই গৈবিএখানে থাকে এবং কথাবার্তায় সে পুরা বাঙালি। তাহাকেবর্তমানে নেপালী বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় নাই।

গদাধর বলিলেন—গৈবি, কাল একবার শরৎ ডাক্তারেরকাছে যেতে হবে। পিসিমার জ্বর হয়েছে। বড় ভুগছেন, এবারনিয়ে বার-পাঁচেক জ্বরে পড়লেন।

গৈবি বলিল—পিসিমা কারোকথা শুনবে না বাবু। আমি বলি, তুমি পুকুরে ছেন কোরবে না, করলেই তোমায় জ্বরে ধরবে। তা কারো কথা শুনবার লোক নয়। এখন যে জ্বরটি হল, এখন কে ভুগবে—হ্যাঁ ?

—ঠিক। তাই তুই কাল সকালেই যাবি ডাক্তারের কাছে।

—সকালে কেনো, এখন বন্ধে এখনই যেতে পারি—হ্যাঁ!

—না থাক্, এখন যেতে হবে না—তুই যা।

—বাবু ভালো কথা—এক সাধুবাবাজি আপনার আড়তেগিয়েছিলো ?

—হ্যাঁ গিয়েছিল, কেন বল্ তো ?

—ও তো এখানে আগে এলো। বলে, বাবু কোথায় ?বাবুর সাথে ভেট্ করবো। আমি বলে দিলাম, বাবু আড়তেআছে—সত্য গিয়েছিলো ঠিক তাহলে ?

—তা আর যাবে না ?একটা টাকার ঘাড়ে জল দিয়ে গেল।

—এক টাকা! কি হল বাবু ?

—হবে আবার কি ?ফাঁকি দিয়ে জোর করে নিয়ে গেলেযা হয় !

এই সময় অনঙ্গ চায়ের বাটি হাতে করিয়া ঢুকিতে ঢুকিতেবলিল—কে গা ?কে দিলে ফাঁকি ?

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ঠকবার মজা কি জানো ?যে ঠকে সে তো ঠকেই—আবার উপরন্তু পাঁচজনের কাছেকৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ যায় !

অনঙ্গ অভিমানের সুরে বলিল—বেশ, তাহলে দিয়ো নাকৈফিয়ত ! কে চায় শুনতে ?

—না না, শোনো।

—শুনি তো আমার বড় দিব্যি !

—না যদি শোনাই, তবে আমারও অতি-বড় দিব্যি। অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—বলো, কি হল শুনি ?

গদাধর সাধুর ব্যাপার বলিলেন। অনঙ্গ শুনিয়া কেমনএকটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল, পরে কি ভাবিয়া বলিল—তুমিযদি সাধুকে বাড়িতে আনতে তো বেশ হতো।

—কেন ?

—আমার হাতটা দেখাতাম।

—তোমার হাত কি দেখবে আবার! দিব্যি তো আছে !

—দেখালে দোষ কি ?

—ওরা কি জানে ?আমার বিশ্বাস হয় না।

—তুমি নাস্তিক বলে সবাই তো নাস্তিক নয়।

—কি দেখাবে ?আয়ু ?

—তাও দেখাতাম বৈকি। দেখাতাম তোমার আগে মরিকি না—

—এ শখ কেন ?

—এ শখ কেন, যদি মেয়েমানুষ হতে, তবে বুঝতে।

—যখন তা হই নি, তখন আপসোস করে লাভ নেই। এখন চা-টা খাবে ?জুড়িয়ে যে জল হয়ে গেল !

বলিয়া গদাধর চায়ের পেয়ালা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিলেন।

স্বামীর কথায় চা-টুকু শেষ করিয়া অনঙ্গ ঘরের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই গদাধর বলিলেন—একটু দাঁড়াও নাছাই !

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—বসলে চলে ?রান্নাবান্না সবইবাকি।

—তা হোক, বোসো একটু।

অনঙ্গ স্বামীর সংস্পর্শ হইতে বেশ কিছু দূরে বসিয়াবলিল—এই বসলাম।

অর্থাৎ সে এখন শুচি-বস্ত্র পরিয়া রান্না করিতেছে— নাস্তিক গদাধরের আড়ত-বেড়ানো কাপড় পরনে, সে এখনস্বামীর সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ি করিতে রাজি নয়।

গদাধর মুচকি হাসিয়া বলিলেন—ছুঁয়ে দিই ?

—তাহলে থাকলো হাঁড়ি উনুনে চড়ানো—সে হাঁড়ি আরনামবে না।

—ভালোই তো। কারো খাওয়া হবে না।

—কারো খাওয়ার জন্যে আমার দায় পড়েচে ভাববার। ছেলেমেয়েরা কষ্ট পাবে না খেয়ে সেটাই ভাবনার কথা।

—ও, বেশ।

—আমার কাছে পষ্ট কথা—পষ্ট কথার কষ্ট নেই। —সে তো বটেই।

অনঙ্গ হাসিতে লাগিল। তাহার বয়স এই সাতাশআঠাশ—প্রথম যৌবনের রূপ-লাবণ্য কবে ঝরিয়া গেলেওঅনঙ্গ এখনো রূপসী। এখনো তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেইচ্ছা করে। রং যে খুব ফর্সা তা নয়, উজ্জ্বল শ্যাম বলিলেইভালো হয়, কিন্তু অনঙ্গর মুখের গড়নের মধ্যে এমন একটাআলগা চটক আছে, চোখ এমন টানা-টানা, ভুরু দুটি এমন সরু ও কালো, ঠোঁট এমন পাতলা, বাহু দুটির গড়ন এমননিটোল, মাথার চুলের রাশ এমন ঘন ও ঠাস্‌বুনানো, হাসিএমন মিষ্ট যে মনে হয়, সাজিয়া-গুজিয়া মুখে স্নো-পাউডারমাখিয়া বেড়াইলে এখনও অনঙ্গ অনেকের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিতেপারে।

নারীর আদিম শক্তি ইহার মধ্যে যেন এখনো নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির গর্ভে সুপ্ত-অগ্নির মতোই বিরাজমান।

গদাধর বলিলেন—সাধু আজ আমার হাত দেখে কিবলেছে জানো ?

—কি গা ?

—আমার নাকি শীগগির খুব খারাপ সময় হবে!

অনঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—ওমা, সে কি গো!গদাধর হাসিয়া বলিলেন—তাই তো বললে।



—আচ্ছা, তোমার সব-তাতে হাসি আমার ভালো লাগে না। তুমি যেমন কিছু জানোনা, বোঝো না—সবাই তো তোমারমতো নয় ! কি কি বললে সাধুবাবা শুনি ?

—ওই তো বললাম।

—সত্যি এই কথা বলেছে ?

—হ্যাঁ, ভড়মশায় জানে, জিজ্ঞেস করো।

—ওমা, শুনে যে হাত-পা আসচে না!

—হ্যাঁঃতুমি রেখে দাও। ভণ্ড সাধু সব কোথাকার, ওদের আবার কথার ঠিক !

অনঙ্গ ঝাঁঝের সহিত বলিল—ওই তো তোমার দোষ। কাকে কি চটিয়েচো, কি বলে গিয়েছে—ওরা সব করতে পারে, তা জানো ? ওদের নামে অমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে আছে ? ওই দোষেই তোমায় ভুগতে হবে দেখচি! সাধুকে কিছু দাওনি ?

গদাধর হাসিয়া উঠিয়া হাতে চাঁদি-বসানো এবং সাধুরটাকা তুলিয়া লওয়ার বর্ণনা করিলেন।

অনঙ্গ বলিল—হেসো না। যাক তবুও কিছু দক্ষিণা প্রণামী পেয়ে গিয়েছেন তো তিনি ! আমার এখানে আগেএসেছিলেন—তখন যদি জানতাম, আমি ভালো করেসেবাতোগ দিতাম—মনটা খুশি করে দিতাম বাবার...ওঁরা সবপারেন।

বলিয়া অনঙ্গ হাত জোড় করিয়া কড়িকাঠের দিকে চোখতুলিয়া চাহিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিল।

গদাধরের দোষ এই, স্ত্রীর কাছে গস্তীর হইয়া থাকিতে পারেন না। অনঙ্গর কাণ্ড দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখা গদাধরেরপক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা হাসি চাপিতে গিয়াশেষকালে ফল ভালো হইল না—ঘরের মধ্যে মনে হইল যেন একটা হাসির বোমা বুঝি-বা ফাটিয়া পড়িল।

অনঙ্গ রাগে ফরফর করিতে করিতে ঘরের বাহির হইয়াগেল।

গদাধরের তখন আর-এক পেয়ালা হইলে মন্দ হইত না—কিন্তু স্ত্রীকে চটাইয়াছেন, সে-আশা বর্তমানে নির্মূল।

তিনি ডাকিলেন—গৈবি...।

গৈবি বাহির-বাড়ি হইতে উত্তর দিল—যাই বাবু !

—ওরে, শোন এদিকে। একটু তামাক দে—আরএকবার দেখে আয়, কলকাতা থেকে নির্মলবাবু এসেচে কিনামুখুয্যেবাড়ির।

—এখনি যাবো, বাবু ?

—তামাক দিয়ে তারপর গিয়ে দেখে আয়। যদি আসে তো ডেকে নিয়ে আসবি !

এই সময় অনঙ্গ আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কেন, নির্মলবাবুকে ডাকচো কেন শুনি ?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

—দরকার আছে। নির্মলবাবুর সঙ্গে তোমাকে মিশতেদেবো না আমি।

—আমি কি ছেলেমানুষ ?

—ছেলে-বুড়োর কথা নয়। সে এসে কেবল টাকা ধারকরে আর দেয় না। গাঁয়ের সকলের কাছেই নিয়েছে, এমন কিমিনিরবাপের কাছ থেকেও সাতটা টাকা নিয়ে গিয়েছে। তোমারকাছ থেকে তো অনেক টাকাই নিয়েছে, কিছু দিয়েচে ?

—দিক না-দিক, তোমার সে-সব খোঁজে দরকার কি ?তুমি মেয়েমানুষ—বাইরের সব কথায় থেকে না বলচি।

নির্মলের ব্যাপার লইয়া সেদিন ভড়মশায় আড়তেগদাধরকে দু'একটা কথা বলিয়াছিল।

গদাধর জেদী লোক—যাহাকে লইয়া ঘরে-বাহিরেতাঁর উৎপীড়ন, তাহাকে তিনি কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না

—করিবেনও না। আসলে নির্মল মুখুয্যে এ-গ্রামের ঁহরিগাঙ্গুলির জামাই। শ্বশুরকুল নির্মল হওয়াতে বর্তমানেশ্বশুরের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখল করিতেছে।লোকটি সর্বদাই অভাবগ্রস্ত, একথাও ঠিক—কারণ আয়েরঅনুপাতে তাহার ব্যয় বেশি।

নির্মল মুখুয্যে আসিয়া বাহির হইতে হাঁকিল—গদাধরআছো না কি হে ! আসবো ?

গদাধর উত্তর দিবার পূর্বেই অনঙ্গ বলিল—উত্তর দাওতো দেখিয়ে দেবো মজা !

গদাধর হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—তোমার সবতাতেই ভয়। জবাব দিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে না তো!

দৃঢ় চাপা-কণ্ঠে অনঙ্গ বলিল—না।

ভদ্রলোকের ছেলে বাড়িতে এসেছে....

—আসুক।

ইহাদের কথা শেষ হইবার পূর্বেই নির্মল মুখুয্যে একেবারেঘরের দোরের কাছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

—কি গো বৌ-ঠাকরুণ, আমাদের বাড়ি যাওয়া একেবারেছেড়ে দিলে যে—রাগ করলে নাকি গরিবদের ওপর?

অনঙ্গ নির্মলের কথার ভাবে হাসিয়া বলিল—কেন, রাগকরবো কেন ?

কাজ দেখেই লোক লোকের বিচার করে—তোমারকাজ দেখেই বলচি।

—না, রাগ করি নি।

—শুনে মনটা জুড়ুলো।

—থাক্ আর ঠাট্টায় কাজ নেই।

—এটা ঠাট্টা হল বৌ-ঠাকরুণ ?যাক্, এখন কি খাওয়াবে খাওয়াও তো সন্দেবেলা..

—সন্দেবেলা মানে, রাত্তিরে !

—রাত একে বলে না, এর নাম সন্দে।

—কি আর খাওয়ানো ?ঘরে কি-বা আছে ?আচ্ছা বসুন, দেখি।

গদাধর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। দুজনের মধ্যে একটা মিটমাট হইতে দেখিয়া নির্মলের দিকে চাহিয়াবলিলেন—কি মনে করে, এখন বলো ?তোমার সঙ্গে অনেককাল দেখা নেই।

—ব্যস্ত ছিলাম ভাই, আমাদের খেটে খেতে হয়।

—আমাদেরও উঠানে পয়সা ছড়ানো থাকে না—খুঁজেনিতে হয় !

—আমাদের যে খুঁজলেও মেলে না, সেই হয়েচেমুশকিল।

—সন্দেবেলাটা বড় কাজ পড়ে গিয়েচে আজকাল, নইলে তোমার ওদিকে যেতাম।

—আমারও তাই, নইলে আগে তো প্রায়ই আসতাম।

—দ্যাখো ভাই নির্মল, একটা কথা তোমায় বলি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে তোমার তো লোক আছে—আমায় কিছু কাজ পাইয়েদাও না ?

—নিজের কাজ ফেলে আবার পরের কাজ করতে যাবেকেন ?তাছাড়া ওতে বড় ঝঞ্ঝাট !

—ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে আর কি—টাকা রোজগার নিয়ে বিষয়। ওতে আমার অসুবিধে হবে না—তুমি চেষ্টা করো না ?

নির্মল কিছু ভাবিয়া বলিল—কিছু টাকা গোড়ায় ছাড়তেপারবে ?

—কি রকম ?

—তোমার কাছে আর ঢাকাটাকি কি, কিছু টাকা পান।খাওয়াতে হবে—এই... বোরো তো সব !

—কত ?

—সে তোমায় বলবো। আন্দাজ শ'পাঁচেক—কিছু বেশিওহতে পারে।

গদাধর সাগ্রহে বলিলেন—তুমি দ্যাখো ভাই নির্মল।এ-টাকা আমি দেবো—তবে আমার আবার পুষ্টিয়ে যাওয়া চাইতো ! বুঝলে না, ঘর থেকে তো আর দেবো না !

—আমি সব বুঝি। সে হয়ে যাবে। যেমন দান, তেমনিদক্ষিণে।

—কবে আমায় জানাবে ?ওরা কিন্তু টেন্ডার কল্লরেচে-পনেরোই তারিখের পরে আর টেন্ডার নেবে না।

—তাহলে কাল আমি একবার যাই—গিয়ে দেখে আসি, কি বলো ?

—বেশ ভাই, তাই যাও। যাতে হয়—বুঝলে তো, তোমাকে আর বেশি কি বলবো !

এই সময় অনঙ্গমোহিনী দু'খানি রেকাবিতে লুচি, আলুভাজা ও হালুয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দু'জনের সামনে রেকাবি দুটি রাখিল।

নির্মল হাসিমুখে বলিল—এই তো ! এতেই তো আমিবৌ-ঠাকরণকে বলি—চোখ পালটাতে না পালটাতে এত খাবার তৈরি হয়ে গেল !...তা এত লুচি কেন আমার রেকাবিতে।

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—খান, ও ক'খানা আপনি পারবেনএখন খেতে। চা খাবেন তো ?

—তা এক পেয়ালা হলে মন্দ হয় না।

স্বামীর দিকে চাহিয়া অনঙ্গ বলিল—তোমার কিন্তুদু'পেয়ালা হয়ে গিয়েছে, তোমাকে আর দেবো না।

গদাধর বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—তা যা হয় করো। তবে না হয় আধ পেয়ালা দিয়ো।

—কিছু না—সিকি পেয়ালাও না। রাত্রে তারপর ঘুম হবেনা—মনে নেই ?

অনঙ্গ মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল !

নির্মল বলিল—টাকাটার তাহলে যোগাড় করে রেখো।

—শ'পাঁচেক তো ?ও আর কি যোগাড় করবো, গদিরক্যাশ থেকে নিলেই হবে—নিজ নামে হাওলাত লিখে।

—তাহলে কাল একবার যাই, কি বলো ?

—হ্যাঁ যাবে বই-কি—নিশ্চয় যাবে।

অনঙ্গ চা লইয়া আসিল। গদাধরের জন্য আনে নাই, শুধু নির্মলের জন্য। গদাধর জানেন তাঁহার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খুঁটিনাটি লইয়া স্ত্রী বড়ই নির্মম—এখন হাজার চাহিলেও চা মিলিবে না। সুতরাং তিনি এ-বিষয় আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। নির্মল বলিল—চলো বৌ-ঠাকরুণ, একদিন সবাই মিলে আড়ংঘাটায় 'যুগলকিশোর' দেখে আসি।

বেশ তো, চলুন না। গদাধর বলিলেন—সে এখন কেন? জষ্টি মাসে দেখতে হয় তো !

যুগল দেখিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে

পতিসহ থাকে স্বর্গবাসে।

স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—অতএব তোমায় যদি আমার সঙ্গে স্বর্গবাসে মন থাকে, তাহলে—

অনঙ্গ সলজ্জ মুখে বলিল—যাও, সব-তাতেই তোমারইয়ে ! আমরা এখুনি যাবো—চলো না ! পরে আবার জষ্টিমাসে গেলেই হবে। আমি কখনো দেখিনি—জষ্টি মাস পর্যন্ত বাঁচি কি মরি !

নির্মল বলিল—ও আবার কি অলুক্ষুণে কথা ! মরবেন কেন ছাই ! বালাই... ষাট...

অনঙ্গ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

নির্মল বলিল—আমিও ভাই এবার চলি, কাজ আছে, একবার শিবুর মায়ের কাছে যাবো। বুড়ি আজ কদিন ধরোরোজ ডেকে পাঠাচ্ছে, তার ছেলের সন্ধান করে দিতে হবে। দেখি গিয়ে।

—ভালো কথা, তার আর কোনো সন্ধান পাও নি ?

—সন্ধান আর কি পাবো ? কলকাতাতেই আছে, চাকরি খুঁজতে গিয়েচে। দুদিন পরে এসে হাজির হবে। এক্ষেত্রে যাহয়—মামার তাড়ায় আর বকুনিতে দেশ ছেড়ে পালিয়েচে। যেমন মামা, তেমনি মামী।—এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ।

মাঝে পড়ে শিবুর মা'র হয়েছে বিষম দায়। ভাইয়ের বাড়ি পড়ে থাকে, সহায়-সম্পত্তি নেই—এই বয়সে যায়ই বাকোথায় ? তার ওপর ছেলেটির ওই ব্যাপার !

—আচ্ছা, তাহলে আসি ভাই।

দাঁড়াও, দাঁড়াও।

দরজা পর্যন্ত যাইয়া গদাধর নির্মলের হাতে তিনটি টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

—এ আবার কেন, এ আবার কেন ? বলিতে বলিতে নির্মল টাকা ক'টি তাঁকে গুঁজিয়া চলিয়া গেল, গায়ে সে জামাদিয়া আসে নাই—মাত্র গেঞ্জি গায়ে আসিয়াছিল।

গদাধর বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেখিলেন, অনঙ্গ তখনো বসিয়া বসিয়া একরাশ লুচি ভাজিতেছে। একটু বিশ্বয়ের সুরে বলিলেন—এ কি গো, এত লুচির ঘট্টা কেন আজ বলো তো ?

—কেন আর, আমি খাবো। আমার খেতে নেই ? এসংসারে শুধু খেটেই মরবো, ভালো মন্দ খাবো না ?

—না, আজ এত কেন—তাই বলচি।

অনঙ্গ টানিয়া টানিয়া বলিল—তুমি খাবে, আমি খাবো, ভড়-মশায় খাবেন,—সবাইকে যে নেমস্তন্ন করেচি আজ, জানো না ?

বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমুখে চাহিতেই গদাধর বুঝিলেন, স্ত্রীর কথা সর্বৈব মিথ্যা। স্ত্রীর এই বিশেষ ভঙ্গিটি তিনি আজ তেরো বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছেন—কৌতুক করিয়া মিথ্যা বলিবার পরে ভঙ্গিকরিয়াই অনঙ্গ নিজের মিথ্যা নিজে ধরাইয়া আসিতেছে চিরকাল—অথচ খুব সম্ভব সে নিজে তাহা বুঝিতে পারে না।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ভালোই তো, আমি কি বারণকরেচি ?

—নাগো না, আজ শিবুর মাকে রাত্রৈ এখানে খেতে বলেচি। আহা, বুড়ির বড় কষ্ট ! ছেলেটা অমনি হল, ভাই-বউয়ের যা মুখ-ঝংকার ! ক্ষুরে নমস্কার, বাবা ! বুড়িকে দাঁতে পিষতে শুধু বাকি রেখেচে ! না দেয় দুটো ভালো করেখেতে, না দেয় পরনে একখানা ভালো কাপড়—কি করে যেমানুষ অমন পারে !

—তা বেশ, ভালো ভালো। খাওয়াও না। আমায় আগেবললে না কেন ? একদিনের জন্যে যখন খাওয়াবে, তখন একটু ভালো করেই খাওয়াতে হয়। রাখানগর থেকে সন্দেশ মিষ্টি আনিয়া দিতাম—হল-বা একটু দই...

দই ঘরে পেতেছি। খাসা দই হয়েছে। খেও একটু—পাতে দেবো এখন। মিষ্টিততা পেলাম নো-নারকোলের সঙ্গে ক্ষীর মিশিয়ে সন্দেশ করবো ভাবচি।

—এখনো করবে ভাবচো ? কত রাত্রৈ বুড়িকে খেতে দেবে ?

—সব তো হয়ে গেল। লুচি ক'খানা ভাজা হয়ে গেলেই নারকোল কুরে বেটে সন্দেশ চড়িয়ে দেবো। ক্ষীর করে রেখেচি—ওগো, আমায় একটু কপ্পুর আনিয়া দাও না।

—এখন কি কপ্পুর পাওয়া যাবে ? আগে থেকে সব বলো না কেন ? এ কি কলকাতা শহর ? রাখানগর ভিন্ন জিনিসমেলে ? দেখি, বিষ্ণুর দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েচে কিনা। যদি পাওয়া যায়, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গদাধরের পৈতৃক আমলের ছোট একখানি তালুক ছিল। সেখানে হাঁহাদের একটি কাছারিঘর ও বহুকালের পুরানোগোমস্তা বিদ্যমান।

বেশ শীত পড়িয়াছে—একদিন গদাধর স্ত্রীকে একখানা চিঠি দেখাইয়া বলিলেন—ওগো, আজ সকাল সকাল রান্নাকরে ফেল তো—আমপাড়া-চবচবির গোমস্তা পত্র লিখেচে, কিছু আদায়-তশিল দেখে আসি।

অনঙ্গ পছন্দ করে না, স্বামী কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকে। কথা শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কতদিন থাকবে ?

—তা ধরো যে কদিন লাগে—দিন ছ'সাত হবে বোধহুচে।

—এতদিন তো কোনো কালে থাকোনা। আমপাড়া-চবচবি শুনেচি অতি অজপাড়াগাঁ। খাবে-দাবে কি ? থাকবে কোথায় ?

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—সে ভাবনা তোমার চেয়ে আমার কম নয়, কারণ আমি সেখানে থাকবো। আমাদের সেখানে কাছারিবাড়ি আছে, ভাবনা কি ? গাঙ্গুলিমশাই বহুকালের গোমস্তা, সব ঠিক করে রাখবেন।

অনঙ্গ চিন্তিত মুখে বলিল—এই সেদিন অমন সর্দি-কাশিগেল, এখনো তেমন সেরে ওঠো নি। ভারি তোমাদের কাছারিঘর। টিনের বেড়া, খড়ের ছাউনি। গন্ গন্ করে হিমআসে—কি করে কাটাবে তাই ভাবচি—এখন না গেলেই নয় ?

—কি করে না গিয়ে পারা যায় ?পৌষ-কিস্তির সময় এসে পড়লো, যেতেই হবে।

—আজই কেন, কাল যেয়ো।

—যখন যেতেই হবে, তখন আজ আর কাল করে কিলাভ ?বরং যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়...

—আমায় নিয়ে চলো।

—গদাধর বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—তোমাকে! চবটবিরকাছারিবাড়িতে। সে জায়গা কেমন ভুমি জানো না, তাইবলচো। পুরুষমানুষে থাকতে পারে—মেয়েমানুষ থাকবেকোথায় ?একখানা মোটে ঘর—সে হয় কি করে ?

—অতদিন লাগিও না, দু’তিন দিনের মধ্যে এসো তবে।

—কাজ শেষ হলে আমি কি সেখানে বসে থাকবো—চলেআসবো!

গদাধর বেলা দুইটার পরে গরুরগাড়ি যোগে আমপাড়ারওনা হইলেন। ছ’সাত ক্রেশ পথ—মাঠ ও বিলের ধার দিয়ারাস্তা—ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার দিকে বেশ শীত করিতে লাগিল।

গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—সামনে তোকাপাসডাঙ্গা, তারপর নদী পেরুবি কি করে ?জল কত ?

—জল নেই। হেঁটে পার হওয়া যায়।

নদীর ধারে ছোট্ট দোকান। অনঙ্গ পাঁচ-ছ’দিনের মতোচাল, ডাল, মশলা, তেল, ঘি কিছুই দিতে বাকি রাখে নাই, তবুওগদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—দেখ তো, সোনামুগের ডাল আছে কিনা দোকানে ?

জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া গাড়োয়ান জানাইল, ডাল নাই।

—তবে দেখ, ভালো তামাক আছে ?

জানা গেল তামাক আছে—তবে চাষি লোকের উপযুক্ত, ভদ্রলোক সে তামাক খাইতে পারিবে না।

গদাধর বিরক্ত-মুখে বলিলেন—পার হ দেখি, সাবধানেগাড়ি নামা নদীতে। আমি কি নেমে যাবো ?

—নামবেন কেন বাবু, গাড়িতে বসে থাকুন। ভয় নেই।

গাড়ি পার হইয়া ওপারে গেল। লম্বা শিশু-গাছের সারি... তলা দিয়া রাস্তা।

অন্ধকার নামিয়া আসিল। গদাধর গাড়োয়ানকে বলিলেন—হুঁশিয়ার হয়ে চল, এ পথ ভালো নয়।

গাড়োয়ান পিছন ফিরিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াইআবার সামনের দিকে মুখ ফিরাইয়া গরুর লেজ মলিতেমলিতে বলিল—কোন্ ভয়ডার কথা বলচেন বাবু ?ভূতির, নামানুঘির?

—ভূতটুত নয় রে বাপু ! মানুষের ভয়ই বড় ভয়।

—কোনো ডর করবেন না বাবু—সে-সব এদানি আর নেই।

—তুই তো সব জানিস ! আর-বছর চন্ডির মাসে এ-পথেরাধানগরের সাতকড়ি বসাককে খুন করে, মনে নেই?

গাড়োয়ান চুপ করিয়া রহিল। তাহাতে গদাধর যেন বেশিভয় পাইলেন, বলিলেন—কি, কথা বলছিচ্ নে যে বড়?

—কথাডা মনে পড়েচে, বাবু।

—তবে ?হুঁশিয়ার হয়ে চল !

—চলুন বাবু, যা কপালে থাকবার, হবে।

—বুঝলাম। নে, একটু তামাক সাজ দিকি ! চকমকি আছে, সোলা আছে, নে..

সতাই ঘোর অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। গদাধরের হাতে টাকাকড়ি নাই সত্য—কিন্তু সোনার আংটি আছে, বোমআছে—সামান্য দশ-বারো টাকা নগদও আছে। পল্লীগ্রামেলুটেরা-ডাকাতের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ইহার অপেক্ষা অনেককম অর্থের জন্যও তাহারা মানুষ খুন করিয়াছে বলিয়া শোনাগিয়াছে।

গাড়েয়ানটা কথা বলে না কেন ? গদাধর বলিলেন—কি রে, জ্বাল্লি ?

—আজ্ঞে বাবু, সোলা ভিজে।

—তোমার মুণ্ডু ! দে, আমার কাছে দে দিকি !

গদাধরের আসল উদ্দেশ্য তামাক খাওয়া নয়, কথাবার্তায়ও হাতের কাজ লইয়া ভয়ের চিন্তা ভুলিয়া অন্যমনস্ক থাকা। তামাক ধরাইয়া নিজে খাইয়া গাড়েয়ানকে কলিকা দিবার সময়যেন তাঁহার মনে হইল রাস্তার পাশেই গাছের সারির মধ্যেসাদামতো কি নড়িতেছে !

গাড়েয়ানকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন—কি রে গাছেরপাশে?

গাড়েয়ান ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল—ও কিছু না বাবু। আপনি ভয় পাবেন না—এ-পথে গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে বুড়ো হয়ে মরতি গ্যালাম, ভয়-ভীত কিছু নেই বাবু। শুয়েপড়ন ছইয়ের ভেতর।

কিন্তু গাড়েয়ানের কথায় গদাধরের ভয় গেল না। তিনিছইয়ের ফাঁক দিয়া একবার এদিক, একবার ওদিক দেখিতেদেখিতে দূর হইতে সোনামুড়ির ডোমপাড়ার আলো দেখিলেন। আর ভয় নাই, সোনামুড়িতে লোকজনের বাস আছে—মধ্যেএকটা বড় মাঠ—তারপরই ঢবঢবির বিল চোখে পড়িবে।

সোনামুড়ি গ্রামে ঢুকিতেই দেখা গেল, তাঁহার কাছারির পিয়াদা মানিক শেখ লণ্ঠন হাতে আসিতেছে তাঁহাদের আগাইয়াইতে।

মানিক সেলাম করিয়া বলিল—বাবু আসছেন ?

—হ্যাঁ রে... গোমস্তামশায় কোথায় ?

—কাছারিতে বসে আছেন। বাবুর খাওয়ার জোগাড়করতি পাঠালেন মোরে—দুধের বন্দোবস্ত করতি এয়েলাম ডোমপাড়ায়।

—চ গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে।

কাছারি পৌঁছিয়া গাড়ি রাখা হইল। গদাধর নামিয়া কাছারির মধ্যে ঢুকিতেই গোমস্তা গাঙ্গুলিমশায় লাফাইয়া উঠিয়াবলিলেন—আসুন বাবু, আসুন। আপনার জন্যে সন্দে থেকে বসে আছি—এই আসেন, এই আসেন ! বড্ড দেরি হয়ে গেল বাবুর। খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করে রেখেছি।

—নমস্কার গাঙ্গুলিমশায়, ভালো আছেন ?

—কল্যাণ হোক, বসুন। ওরে বাবুর হাত-পা ধোয়ার জলএনে দে বাইরে।

গদাধর হাত-মুখ ধুইয়া নিশ্চিত হইয়া বসিয়া আদায়পত্রসম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন।

রাত বেশি হইল, নিকটেই ব্রাহ্মণপাড়ায় গাঙ্গুলিমশায়েরবাড়ি হইতে খাবার আসিল। আহাৰাদি সারিয়া শুইবার সময়গদাধর বলিলেন—রাত্রে এখানে মানিক শেখকে থাকতে বলুন গাঙ্গুলিমশায়। একা থাকা, মাঠের মধ্যে কাছারি...

গাঙ্গুলিমশায় হাসিয়া বলিলেন—কোনো ভয়-ভীত নেইএখানে। মানিকও থাকবে এখন—আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে শুয়েপড়ুন।

গদাধর গৃহস্থ মানুষ। নিজের বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্রশুইতে খুব বেশি অভ্যস্ত নহেন, তাঁহার কেমন ফাঁকা-ফাঁকাঠেকিতে লাগিল। এ-ধরনের ঘরে মানুষ শুইতে পারে ?টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়া হিম আসিতেছে দস্তুরমতো। অনঙ্গকাছে নাই—ছেলে-মেয়ের কথা মনে পড়িয়া বিশেষ করিয়া কষ্ট হইতে লাগিল ! অনেকক্ষণ পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করিবার পরে গভীর রাত্রে তন্দ্রাবেশ হইল। শেষরাত্রে আবার ঘুমভাঙিয়া গেল। কোথায় শুইয়া আছেন—চবচবির কাছারিবাড়িতে ?কেমন একটু ভয়-ভয় হইল। ডাকিলেন—মানিক, ওমানিক...

মানিক সম্ভবত গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সাড়া পাওয়া গেল না।গদাধর আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ভোর হইলে গদাধর উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া কাছারিতেবসিলেন। প্রজাপত্র আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ একটাপাঁঠা, কেহ-বা গোটাকতক ডিম, কেহ বড় একটা লাউ প্রভৃতিআনিয়াছে জমিদারবাবুকে ভেট দিতে। নানাবিধ জিনিসপত্রেকাছারি-ঘর ভরিয়া গেল—তার মধ্যে তরি-তরকারিই বেশি।বেলা এগারোটার মধ্যে প্রায় সাতশত টাকা আদায় হল।

গাঙ্গুলিমশায় বলিলেন—বাবু আপনি এসেছেন বলে এই আদায়টা হল। নইলে এ টাকা আদায় হতে একমাস লাগতো।আপনাদের নামে যা হবে, আমার হাজার-বার তাগাদাতেও তাহবে না।

—আজ বাড়ি ফিরতে পারি তো ?

—আরো ক’দিন থাকুন। হাজার-তিনেক টাকা এবারআদায় হয়ে যাবে—প্রজার অবস্থা এবার ভালো।

গদাধর প্রমাদ গণিলেন। একটা রাত যে কষ্টেকাটাইয়াছেন প্রবাসে, আরো কয়েক রাত কাটাইতে হইলেই তো তিনি গিয়াছেন ! এমন ঘরে বেশি দিন বাস করা যায়?বিশেষ এই শীতকালে ?গদাধরের পিতাঠাকুর বৎসরে দু’বারকরিয়া এখানে তাগাদায় আসিতেন—তিনি এই বছর-পাঁচেকপরলোকগত হইয়াছেন—ইহার মধ্যে গদাধর আসিয়াছেনবছর-দুই পূর্বে একবার, আর একবার এই এখন। গোমস্তাপত্র লিখিয়া আসিতে পীড়াপীড়ি না করিলে তিনি বড় একটা এখানে আসিতে চাহেন না। আরামে মানুষ হইয়াছেন, এমনধরনের কষ্ট তাঁহার সহ্য হয় না !

আরো তিন দিন কাটাইয়া প্রায় দেড় হাজার টাকা আদায়হইল। গাঙ্গুলিমশায় খুব খুশি। কাছারিতে একদিন ভোজেরবন্দোবস্ত করিলেন। মাতব্বর প্রজারা জমিদারের নিমন্ত্রণেকাছারিবাড়ি আসিয়া পাত পাড়িয়া খাইয়া গেল। গদাধর। নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের খাওয়ানোর তদারককরিতে লাগিলেন।

সব মিটিয়া গেলে গদাধর গাঙ্গুলিমশায়কে ডাকিয়াবলিলেন—তাহলে আমার যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন এবার।

—আজ হয় না বাবু, আজ রাত্রে আমার বাড়িসত্যানারায়ণ পূজো—আপনাকে একবার সেখানে যেতে হবে।

—বেশ, তবে কাল সকালেই গাড়ির ব্যবস্থা রাখবেন।

—কাল আপনি যাবেন, সঙ্গে আমিও যাবো। অতগুলোটাকা নিয়ে আপনাকে একলা সেখানে যেতে দেবো না বাবু।

—বেশ, তবে কাল সকালেই গাড়ির ব্যবস্থা রাখবেন।



সন্ধ্যার পরে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি বেশ সমারোহেরসহিত সত্যনারায়ণের পূজা হইল। গ্রামের সকলের মধ্যেপ্রসাদ বিতরণ শেষ করিয়া গাঙ্গুলিমশায় উঠানে গ্রাম্যতর্জা-দলের আসর পাতিয়া দিলেন। ঘুমে চোখ ভাঙিয়া আসা সত্ত্বেও গদাধরকে রাত বারোটা পর্যন্ত বসিয়া তর্জা শুনিতে হইল—পাঁচ টাকা বকশিশও করিতে হইল, জমিদারিচাল বজায় রাখিতে।

সকালে রওনা হইয়া গদাধর বেলা দশটার মধ্যে বাড়িপৌঁছিয়া গেলেন। পাঁচ দিন মাত্র বাহিরে ছিলেন—যেন কতকাল বাড়ি ছাড়িয়াছেন, যেন কতকাল দেখেন নাইস্ত্রী-পুত্রকে ! ছোট ছেলে টিপুকে দেখিয়া কাছে বসাইয়াআদর করিয়া তবে মনে হইল, নিজের বাড়িতেই আসিয়াছেনবটে—কতকাল পরে যেন !

অনঙ্গ আসিয়া বলিল—এতদিন থাকতে হবে বলে গেলে না তো ?ভালো ছিলে ?আমি কাল-পরশু কেবল ঘর-বারকরেচি,—এই তুমি আসছো, ...এই তুমি আসচো! তা একটাখবরও তো দিতে হয় !

দুজনে কেহ কখনো কাহাকে ফেলিয়া দীর্ঘদিন থাকে নাই, থাকিতে অভ্যস্ত নয়। নিতান্ত ঘরকোণা গৃহস্থ বলিয়া—পাঁচদিনের অদর্শন ইহাদের পরস্পরের পক্ষে পাঁচ মাসের সমান !

অনঙ্গ এই পাঁচ দিনের সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জিজ্ঞাসা করিতে বসিল। সেখানে কি-রকম খাওয়া-দাওয়া, কেরাঁধিল, থাকার জায়গায় সুবিধা কেমন—ইত্যাদি। গদাধরও সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন এই পাঁচ দিনের ব্যাপার—যেন তিনিকাস্মীর ভ্রমণ সাজ করিয়া ফিরিলেন।

অনঙ্গ বলিল—কদিন ভালো খাওয়া-দাওয়া হয় নি, আজ কি খাবে বলো ?

—যা হয় হবে, আগে একটু চা।

—এত বেলায় ?সেখান থেকে চা খেয়ে বেরোও নি—গা ছুঁয়ে বলো তো !

—ওই অমনি এক পেয়ালা।

—এখন আর চা খায় না।

—ওই তোমার দোষ ! গরুরগাড়িতে এলাম শরীর ব্যথাকরে,—একটু গরম চা না হলে—

—আচ্ছা তবে আধ-পেয়ালা দেবো, তার বেশি কক্ষনোপাবে না।

গদাধর এ-কথা বলিলেন না যে, গত পাঁচদিনকাছারিবাড়িতে মনের সাধ মিটাইয়া এবেলা চার পেয়ালা, ওবেলা চার পেয়ালা প্রতিদিন চলাইয়াছেন ! আজও সকালেআসিবার আগে দুটি পেয়ালা উজাড় করিয়া তবে গাড়িতেউঠিয়াছিলেন !

অনঙ্গ চা আনিয়া দিয়া বলিল—নির্মল, তোমায় খুঁজেখুঁজে হয়রান্ !

—কেন ?

—তা আমায় বলেনি, রোজ এসে বলে—বৌদি, আজ এখাওয়াও, বৌদি, আজ ও খাওয়াও—বিরক্ত করেছে।

—তাতে কি হয়েছে ?বন্ধুলোক—খাবে না ?আদর করেকেউ খেতে চাইলে...।

—সে আমি জানি গো জানি ! তোমার বন্ধু খেতে পায় নিতা নয়—আমি তেমন বাপের মেয়ে নই। খেতে চেয়ে কেউপায় না, এমন কখনো হয় নি আমার কাছে।

—সে কথা যাক্। এখন আমাকে কি খেতে দেবে বলো?

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—এখন বলবো না, খেতে বসে দেখবে !

—কি শুনি না ?

—পিঠে-পুলি, পায়েস।

—খুব ভালো। সেখানে বসে বসে ভাবতাম, শীতকালে একদিন পিঠে মুখে ওঠেনি এখনো।

—যত খুশি খেও এখন।

স্ত্রীর সেবা-যত্নের হাত ভালো। অনঙ্গ কাছে বসিয়াস্বামীকে যত্ন করিয়া খাওয়াইল, পান সাজিয়া ডিবায় আনিয়াবিছানার পাশে রাখিয়া বলিল—ঘুমোও একটু। গাড়িতে আসতে বড় কষ্ট হয়েছে, না ?

গদাধর আদর কড়াইবার জন্য বলিলেন—পিঠটায় যাব্যথা হয়েছে—একেবারে শিড়দাঁড়ায়। গাড়ির ঝাকুনিতে...

অনঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বলিল—এতক্ষণ বলো নি ?দাঁড়াওতেল গরম করে আনি।

—এখন থাক। ঘুমিয়ে উঠি, তারপর।

—আমি যাই, মশারি ফেলে দিয়ে আসি। মাছি লাগবে।

গদাধরের ঘুম ভাঙিল বৈকালের দিকে। সত্যি গায়ে ব্যথা হইয়াছে বটে, তিনি যে স্ত্রীকে নিতান্ত মিথ্যা বলিয়াছেন— এখন দেখা যাইতেছে তাহা নয়। সেদিন সন্ধ্যার দিকে গদাধরেরজ্বর আসিল। রাত্রে কিছু খাইলেন না—অনঙ্গ ডাক্তার ডাকাইল, কুইনাইনের ব্যবস্থা হইল। কারণ ডাক্তারের মতে এটা খাঁটিম্যালেরিয়া-জ্বর ছাড়া আর কিছু নয়।

পরদিন সকালে নির্মল দেখা করিতে আসিল। অনঙ্গ তখন সেখানে ছিল না, গদাধর বলিলেন—ওদিকে কিছু হল ?

এবার কিছু টাকা ছাড়ো... হয়েছে একরকম।

—কত—

—তা আমি অনেক কষ্টে শ'পাঁচেকে দাঁড় করিয়েছি।

—কাজ কেমন পাওয়া যাবে ?

টেন্ডার পাঠিয়ে দিয়েছি—হাজার পাঁচ-ছয় টাকার কাজহবে, মনে হচ্ছে।

—তাহলে একরকম পোষাতে পারে। তবে একটা কথা, তোমার বৌদিদি যেন না টের পায়!

নির্মল ধূর্তের হাসি হাসিয়া বলিল—আমি এত কাঁচাছেলে, তুমি ভেবো না। কাকপক্ষীতে জানতে পারবে না।

—কাল বিকেলের দিকে এসো। টাকা যোগাড় করে রেখে দেবো।

## দুই

দুই মাসখানেক কাটিয়া গেল।

একদিন গদিতে গদাধর উপস্থিত আছেন, ভড়মশায়জিজ্ঞাসা করিলেন—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজ তো সব বিলি হয়ে গেল বাবু, আজ আমার শালার কাছে খবর পেয়েচি ! আপনার কিছু হয়েছে ?

—হয়েচে, তবে খুব বেশি নয়। হাজার দুই টাকার কাজ পাওয়া গিয়েচে।

—যা হয় তবু কিছু আসবে-এখন।

গদাধর অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—তা তো বটেই।

ইতিপূর্বেই তিনি মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন—এ-কাজে তাঁহার বিশেষ কোনো লাভ হইবে না। পাঁচশত টাকামুখ দিয়াও নির্মল ইহার বেশি কাজ যোগাড় করিতে পারেনাই—সে যত বলিয়াছিল, তাহার অর্ধেক কাজও পাওয়া যায়নাই।

নির্মল নিজেও সেজন্য খুব লজ্জিত। কথাটা অবশ্যগদাধর কাহাকেও বলেন নাই—নির্মল বন্ধুলোক, সে যদি চেষ্টা করিয়াও কাজ না পাইয়া থাকে তবে তাহার আর দোষ কি ?

কিন্তু চতুর ভড় মহাশয় একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসাকরিলেন—বাবু, একটা কথা বলবো ভাবচি। যদি কিছু মনে নাকরেন তো বলি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলুন ?

—নির্মলবাবুকে কি কিছু টাকা দিয়েছিলেন ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কাজের জন্যে ?

—না, কে বললে ?

—আমি এমনি জিগ্যেস করচি বাবু। তাহলে কথাটা সত্যিনয়। যাক, তবে আর ও-কথার দরকার নেই।

গদাধর চাহেন না, ইহা লইয়া নির্মলকে কেহ কিছু বলে। এ কথা শুনিলে অনেকে অনেক রকম কথা বলিবে, তিনিজানেন—সুতরাং এ-বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করিয়া তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। ভড় মহাশয়ও নিজের হিসাবের খাতায় মনোনিবেশ করিলেন।

গদাধর অভাবগ্রস্ত লোক হইলে হয়তো এ-সব কথায়তাঁহার খটকা লাগিত। কিন্তু ঈশ্বর-ইচ্ছায় এই পল্লীগ্রামে বসিয়াতাহার মাসে চার-পাঁচশো টাকা আয়। পল্লীগ্রামের পক্ষে এআয় কম নয়। সংসারে খরচও এমন কিছু বেশি নয়—কিছু দান-ধ্যানও আছে, টাকার যে মূল্য অপরে দিয়া থাকে, গদাধরের কাছে টাকার হয়তো তত মূল্য নাই।

অনঙ্গ একদিন বলিল—আচ্ছা, এবার আমাদেরবাসস্তীপূজাটা করলে হয় না ?

গদাধর বলিলেন—তোমার ইচ্ছা হয় তো করি।

—আমার কেন, তোমার ইচ্ছে নেই ?

—পূজা-আচ্ছা বিষয়ে তুমি যা বলো। আমি একটুঅন্যরকম, জানোই তো !

—পূজো হোক আর কাঙালী-ভোজন করানো যাক, কিবলো ?

—তাতে আমার অমত নেই।

ভালো কারিগর এনে ঠাকুর গড়াও...কেষ্টনগরেরকারিগর আনলে কেমন হয় ?

—তুমি যা বলো ! বলেচি তো, ও-বিষয়ে আমি কোনো কথা বলবো না।

গদাধর জানেন, স্ত্রীর ঝোঁক আছে এদিকে। লোককে খাওয়াইতে-মাখাইতে সে ভালোবাসে। এ পর্যন্ত তাঁহাদের বাড়ি অতিথি আসিয়া ফেরে নাই—যত বেলাতেই আসুক না কেন ! অনঙ্গ অনেক সময় মুখের ভাত অতিথিকে খাওয়াইয়া, মুড়ি খাইয়া একবেলা কাটাইয়াছে। কারণ অত বেলায় কেআবার রান্নার হাঙ্গামা করে ? এ-সব বিষয়ে গদাধর কোনো কথা বলিতেন না—স্ত্রী যা করে করুক।

অনেকদিন আগের কথা।

অনঙ্গ তখন ছেলেমানুষ—সবে নববধূরূপে এ-বাড়িতে পা দিয়েছে। একদিন কোথা হইতে দুটি ভিক্ষুক আসিয়া অনঙ্গপ্রার্থনা করিল। বেলা তখন দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গদাধরের মা বলিয়া পাঠাইলেন, এমন অসময়ে এখানে কিছু হইবে না।

অনঙ্গ শাশুড়িকে বলিল—মা, একটা কথা বলবো ?

—কি বৌমা?

—আমার ভাত এখনো রয়েছে। মাথাটা বড্ড ধরেচে, আমি আর এবেলা খাবো না ভাবচি, ওই ভাত ওদেরকেই দিয়েদিন না !

বধুর এ-কথায় শাশুড়ি কিন্তু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, —ও আবার কি কথা বৌমা ? মুখের ভাত ধরে দিতে হবে, কোন্ জগন্নাথ-ক্ষেত্রের পাণ্ডা আমার এসেচেন ? রঙ্গ দেখেআর বাঁচিনে। এবেলা না খাও, ওবেলা খাবে—ঢেকে রাখো, মিটে গেল।

কিন্তু অনঙ্গ পুনরায় বিনীতভাবে বলিল—তা হোক মা, আপনার পায়ে পড়ি, ওদের দিয়ে দিই। আমার খিদে নেইসত্যি।

শাশুড়ি অগত্যা বধুর কথামতো কার্য করিলেন।

গদাধর অনঙ্গকে এ-সব বিষয়ে কখনো বাধা দেন নাই, তবে অতিরিক্ত উৎসাহও কখনো দেন নাই—তাহাওঠিক। নিজে তিনি ব্যবসায়ী লোক, অর্থাৎ ছাড়া অন্য কিছু বড় বোঝেন না। আগে আগে পড়াশুনার বাতিক ছিল, কারণ গদিয়ান ব্যবসাদার হইলেও তিনি গোয়াড়ি কলেজ হইতে আই. এ. পাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি টাকা উপার্জনের নেশায় জীবনের অন্য সব বাতিক ধামাচাপা পড়িয়াছে।

অনঙ্গ নিজেও বড়-ঘরের মেয়ে। তাহার পিতানফরচন্দ্রমিত্র একসময়ে রাধানগর পরগণার মধ্যে বড়তালুকদার ছিলেন। ভূসিমালের ব্যবসা করিয়াও বিস্তর পয়সারোজগার করিয়াছিলেন—কিন্তু শেষের দিকে বড় ছেলোটি উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির হইয়া নানারকম বদখেয়ালে টাকা নষ্ট করিতে থাকে, বৃদ্ধও মনের দুঃখে শয়্যাগত হইয়া পড়েন। ক্রমে একদিকের অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যায়। গত বৎসরতাহার মৃত্যু হইয়াছে।

অনঙ্গ তাহার এই দাদাকে খুব ভালোবাসিত। নানারকমে তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াও শেষ পর্যন্ত কিছু হইল না—তাই সে এখন মনের দুঃখে বাপেরবাড়ি যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। তাহার দাদাও ভগ্নীপতির গৃহে কালে-ভদ্রে পদার্পণ করে।

গদাধর বোঝেন ব্যবসা, পয়সা উড়াইবার মানুষ তিনিনহেন। কোনোপ্রকার শৌখিনতাও নাই তাঁহার। এমন কি, হাতের পয়সা থাকা সত্ত্বেও বাড়ি-ঘর কেন সারাইতেছেন। না—ইহা লইয়া ঘরে-পরে বিস্তর অনুযোগ সহ্য করিয়াও তিনিঅটল। তাঁর নিজের মত এই যে, চলিয়া যখন যাইতেছে, তখন এই অজ পাড়াগাঁয়ে ঘর-বাড়ির পিছনে কতগুলো টাকা ব্যয়করিয়া লাভ নাই !

একদিন তাঁহার এক আত্মীয় কী কার্যোপলক্ষে তাহার বাড়ি আসিয়াছিল। বাড়ি-ঘর দেখিয়া বলিল—গদাধর, বাড়ি-ঘরএমন অবস্থায় রেখেচো কেন ?

—কেন বলো তো ?

—জানালা নেই—চট টাঙিয়ে রেখেচো, দেওয়াল পড়েগিয়েচে, দরমার বেড়া—তোমার মত অবস্থার লোকে কি এরকম করে ?

—তুমি কি বলো ?

—ভালো করে বাড়ি করো, পুজোর দালান দাও, বৈঠকখানা ভালো করো—তবে তো জমিদারের বাড়ি মানাবে।

—হ্যাঁ, পাগল তুমি ! কতকগুলো টাকা এখানে পুঁতেরাখি !

তা বাস করতে গেলে করতে হয় বইকি। এতে লোকেবলে কি !

—যা বলে বলুকগে। তুমিই ভেবে দ্যাখো না ভাই, এইবাজারে কতকগুলো টাকা খরচ করে এখানে ওসব ধুমধামেরকি দরকার আছে ?

—এই বাড়িতে চিরকাল বাস করবে ?পৈতৃক-বাড়িভালো করে তৈরি করো—দশজনের মধ্যে একজন হয়ে বাসকরো।

—এখানে আর বড় বাড়ি করে কি হবে ?চলে তো যাচ্ছে—সে টাকা ব্যবসায়ে ফেললে কাজ দেবে। ইট গেড়ে টাকা খরচ করা আমার ইচ্ছে নয়।

তবে গদাধরের একটা শৌখিনতা আছে এক বিষয়ে। পায়রা পুষিতে তিনি খুব ভালোবাসেন। ছাদে বাঁশ চিরিয়াপায়রার জায়গা করিয়া রাখিয়াছেন—নোটন পায়রা, ঝোটনপায়রা, তিলে খেড়ি, গিরেবাজ-সাদা, রাঙা, সবুজ সবরং—এ পায়রার দিনরাত ডানার ঝাপট, উড়ন্ত পালকের রাশিও অবিশ্রান্ত বক্বক্ব শব্দে গদাধরের ভাঙা অট্টালিকার কার্নিশ, থামের মাথা ও ছাদ জমাইয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার বিশ্বাস পায়রা যেখানে, লক্ষ্মী সেখানে বাঁধা।

পায়রার শখে বছরে কিছু টাকা খরচ হইয়াও যায়।পায়রার প্রধান দালাল নির্মল—সে কলিকাতা হইতে ভালো পায়রার সন্ধান মাঝে মাঝে আনিয়া টাকা লইয়া গিয়া কিনিয়া আনে। অনঙ্গ এজন্য নির্মলের উপর সন্তুষ্ট নয়। সে পায়রারকিছু বোঝে না, ভাবে নির্মল ফাকি দিয়া স্বামীর নিকট হইতেটাকা আদায় করে।

দুপুরের দিকে অনঙ্গ স্বামীর কাছে বসিয়া বলিল—তুমিআজকাল আমার সঙ্গে কথাও বলো না—

—কে বলেচে বলিনে ?

—দেখতেই পাচ্ছি। কাছে বসলে বিরক্ত হও।

—ওটা বাজে কথা। আসল কথাটা বলো কি—মতলবটাকি?

—আমাকে পঞ্চাশটি টাকা দাও।

—অনেকক্ষণ বুঝেছি, এইরকম একটা কিছু হবে।

—দেবে ?

—কি হবে শুনি ?

—তা বলবো না।

গদাধর হাসিয়া স্ত্রীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন— তবে যদি আমিও বলি, দেবো না ?

অনঙ্গ ডান হাতে ঘুষিপাকাইয়া তক্তপোষের উপর কিলমারিয়া বলিল—আলবৎ দিতেই হবে।

—কখন দরকার ?

—আজই। এক জায়গায় পাঠাবো।

গদাধর বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—পাঠাবে ? কোথায় পাঠাবে ?

অনঙ্গ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ওবিমর্ষভাবে বলিল—দাদার কাছে।

গদাধর আর কোনো কথা কহিলেন না। শুধু বলিলেন— আচ্ছা, গদিতে গিয়ে পাঠিয়ে দেবো-এখন।

তাঁহার এই বড়শালাটি মানুষ নয়, টাকা ওড়াইতে ওস্তাদ। বাপের অতবড় বিষয়টা নষ্ট করিয়া ফেলিল এই করিয়া। ছোটবোনের কাছে মাঝে মাঝে হয়তো অভাব জানায়—স্নেহময়ীঅনঙ্গ মাঝে মাঝে কিছু দেয় দাদাকে—ইহা লইয়া গদাধর বেশিঘাঁটাঘাঁটি করিতে চান না।

কিন্তু একদিন এমন একটি ব্যাপার ঘটিল, যাহা গদাধর কখনো কল্পনা করেন নাই ! বৈকালের দিকে ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি গদির দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে একখানি গরুরগাড়ি তাঁহার বাড়ির দিকে যাইতে দেখিয়া পিছন ফিরিয়া সেখানারদিকে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ি তাঁর বাড়ির সামনে থামিল। দূর হইতে তিনি বেশ দেখিতে পাইলেন—একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক গাড়ি হইতে নামিল—পুরুষটিকে তাঁহার বড়শালা বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু স্ত্রীলোকটি কে ? বড় শালা তো বিপত্তীক আজ বছর-দুই... ও-বয়সের অন্য কোনো মেয়েও তো শ্বশুরবাড়িতে নাই !

গদাধর একবার ভাবিলেন, বাড়িতে গিয়া দেখিবেননাকি ? পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া গদির দিকে বসিলেন। দরকার নাই ওসব হাঙ্গামার মধ্যে এখন যাওয়ার। গদিতে গিয়াই লোকদিয়া পঞ্চাশটি টাকা স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

গদির কাজ শেষ হইতে রাত হইয়া গেল। গদাধর বাড়িফিরিবার পথে ভাবিলেন, যদি শালাটি বাড়িতে থাকে, তবে তো মুশকিল ! বড় শালাটি তাহার মধ্যে মধ্যে আসে বটে, কিন্তুগদাধরের সঙ্গে তার তত সত্তাব নাই। থাকিলেও আতিথ্যের খাতিরে কথাবার্তা বলিতে হইবে—কিন্তু তিনি সেটা অপ্রীতিকরকর্তব্য বলিয়া মনে করেন। তার চেয়ে নির্মলের বাড়ি বেড়াইয়া একটু রাত করিয়া ফেরা ভালো।

নির্মল বলিল—কি ভাই, বড় ভাগ্য যে আমার বাড়ি তুমিএসেছো।

—একটু দাবা খেলবে ?

—খেলো। চা খাবে ?

—নিশ্চয়ই। চা খাবো না কি-রকম ?

নির্মলের অবস্থা ভালো নয়। পাঁচিল-ঘেরা উঠানেরতিনদিকে তিনখানি খড়ের ঘর, একখানি ছোট রান্নাঘর—পিছনদিকে পাতকুয়া ও গোয়াল। ঘরের আসবাবপত্রের অবস্থাহীন, তক্তপোশের উপর ময়লা কাঁথাপাতা বিছানা। এতখানিরাত হইয়া গিয়াছে, অথচ এখনো বিছানা কেহ পাট করিয়া পাতে নাই—সকালবেলার দিকে যে লেপখানা উল্টাইয়া ফেলিয়া বিছানা ছাড়িয়া লোক উঠিয়া গিয়াছে—সেখানা এত রাত পর্যন্ত সেই একই অবস্থায় পড়িয়া। ইহাতে আরো মনেহয়, বাড়ির মেয়েরা, বিশেষ গৃহকর্তী অগোছালো।

গদাধরকে সেই তক্তপোশেরই একপাশে বসিতে হইল।

নির্মল বলিল—ওহে, একটা কথা শুনেচো ? মঙ্গলগঞ্জের কুঠী-বাড়ি বিক্রি হচ্ছে!

—কোথায় শুনলে ?

রাধানগর থেকে লোক গিয়েছিল আজ কোর্টেরকাজে—সেখানে কার মুখে শুনেচে।

—বেচবে কে ?

—মালিকের ছেলে স্বয়ং কিনে রাখো না বাড়িখানা !

—হ্যাঁ, আমি অত বড় বাড়ি কিনে কি করবো ? তার ওপর পুরানো বাড়ি। একবার ভাঙতে শুরু হলে, সারাতে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যাবে ! লোক নেই, জন নেই—নির্জন জায়গায়বাড়ি, ভূতের ভয়ে দিনমানেই গা ছম্ছম করবে।

—আরে, নানা—নদীর ওপর অমন খোলা আলোবাতাস ওয়ালা চমৎকার জায়গা। কিনে রাখো—সস্তায় হবে, আমারলোক আছে।

—কি রকম ?

—মালিকের ছেলের সঙ্গে আমার মামাতো-ভাইশচীনেরখুব আলাপ। তাকে দিয়ে ধরতে পারি।

—কত টাকায় হতে পারে মনে হয় ?

—তা এখন কি করে বলবো ? তুমি যদি বলো, তবে জিগ্যেস করি।

এই সময় নির্মলের স্ত্রী সুধা চা ও বাটিতে তেল-মাখা মুড়িলইয়া আসিল। গদাধর বলিলেন,—এই যে সুধা বৌঠাকরুণ, আজকাল আমাদের বাড়ির দিকে যাও-টাও না তো ?

সুধা একসময়ে হয়তো দেখিতে মন্দ ছিল না—বর্তমানসংসারের অনটনে ও খাটা-খাটুনিতে, তার উপর বৎসরে বৎসরে সন্তান প্রসবের ফলে যৌবনের লাভণ্য ঝরিয়া গিয়াদেহের গড়ন পাকসিটে ও মুখশ্রী প্রৌঢ়ার মতো দেখিতে হইয়াছে—যদিও সুধার বয়স এই ত্রিশ। সুধা হাসিয়াবলিল—কখন যাই বলুন ? সংসারের কাজ নিয়ে সকাল থেকে সন্দের পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলতে পারিনি ! শাশুড়ি মরে গিয়েঅবধি দেখবার লোক নেই আর কেউ। আপনার বন্ধুটি তো উঁকি মেরে দেখেন না, সংসারের কেউ বাঁচলো না মলো ! এতরাত হয়ে গেল—এখনো রান্না চড়াতে পারি নি, বিছানা করতে পারিনি ! আপনি এই বিছানাতেই বসেছেন—আমার কেমন লজ্জা করছে।

—না, না, তাতে কি, বেশ আছি।

—মুড়ি এনেছি, কিন্তু আপনার জন্যে নয়—ওঁর জন্যে। আপনি কি তেলমাখা মুড়ি খাবেন ?

—কেন খাবো না ? আমি কি নবাব খান্জা খাঁ এলামনাকি ? বৌ-ঠাকরুণ দেখছি হাসালে।

—তা নয়, একদিন মুড়ি খাইয়ে শরীর খারাপ করিয়ে দিলে, অনঙ্গ-দি আমায় বকে রসাতল করবে !

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—দোহাই বৌ-ঠাকরুণ, তাকে আর যাই বলো বলবে—কিন্তু এই চা খাওয়ানোর কথাটায়েন ককখনো তার কানে না যায়, দেখো ! তাহলে তোমারও একদিন—আমারও একদিন !

আরো ঘণ্টাখানেক দাবা খেলিবার পরে গদাধর বাড়ি ফিরিলেন। বাড়ির চারিধারে বাঁশবনের অন্ধকারে ভালো পথ দেখা যায় না। বাড়ি ঢুকিবার পথে সেই গরুরগাড়িখানা দেখিতে পাইলেন না।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলেন, অনঙ্গ বসিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছে—ঘরে কেহ নাই। গদাধর বলিলেন—রান্না হয়ে গিয়েচে ?

অনঙ্গ মুখ তুলিয়া বলিল—এসো। এত রাত ?

নির্মলের বাড়ি দাবা খেলতে গিয়েছিলুম।

—হাত-মুখ ধোবার জল আছে বাইরে, দোরটা বন্ধ করেদাও—বড্ড শীত।

গদাধর আড়চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার অনাহৃত অতিথির চিহ্নও নাই কোনো দিকে। তবে কি চলিয়াগেল ? কিংবা বোধহয় পাশের ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে ! কিন্তু বস্ত্রপরিবর্তনের অছিলায় পাশের ঘরে গিয়া, সেখানেও কাহাকে দেখিলেন না।

অনঙ্গ ডাকিল—খাবে এসো।

গদাধর এ-সন্দ ও-সন্দ করিতে করিতে খাইয়া গেলেন। নিজ হইতে তিনি কোনো কথা তুলিলেন না বা অনঙ্গও কিছু বলিল না। আহালাদি শেষ করিয়া গদাধর শয়্যায় শুইয়া ভাবিতেলাগিলেন, ব্যাপারখানা কি ? বড় শালা কাহাকে লইয়া বাড়িতে আসিল..সে গেলই বা কোথায়....তাহার আসিবার উদ্দেশ্যই বা কি...অনঙ্গ কিছু বলে না কেন ?

সে রাত্রি এমনি কাটিয়া গেল।

পরদিন গদাধর চা খাইতে বসিয়াছেন সকালে, অনঙ্গসামনে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—ওগো, একটা কাজ করে ফেলেচি—বকবে না বলো !

—কি ?

—আগে বলো, বকবে না ?

—তা কখনো হয় ? যদি মানুষ খুন করে থাকে, তবে বকবো না কি-রকম ?

—সে-সব নয়। কাল দাদা এসেছিল, তার একশো টাকারনাকি বড্ড দরকার। তোমাকে লুকিয়ে দিতে বলে। আমি তোমাকে লুকিয়ে কখনো কোনো কাজ করেচি কি ? এ-টাকাটা আমি দিয়েছি কিন্তু।

—খুব অন্যায় কাজ করেচো। এ-টাকা সেই পঞ্চাশ টাকাবাদে ?

—হ্যাঁ—না-হ্যাঁ, তা বাদেই।

গদাধর আশ্চর্য হইয়া গেলেন। পঞ্চাশ টাকা তিনি স্বেচ্ছায় দিয়া গেলেন, ইহাই যথেষ্ট। আবার তাহা বাদে আরো একশো টাকা লোকটা ঠকাইয়া আদায় করিয়া লইয়া গেল ? তিনি গরুরগাড়ি হইতে শালাকে নামিতে দেখিয়া তখনই ফিরিয়া আসিলে পারিতেন—তাহা হইলে এই একশো টাকা আক্কেল-সেলামি দিতে হইত না ! বলিলেন—সে গুণটা একাছিল ?



ও আবার কি ধরনের কথা দাদার ওপর ? অমন বলতে নেই, ছিঃ ! হাজার হোক, আমার দাদা, তোমার গুরুজন। আমাদের আছে, আত্মীয়-স্বজনের বিপদে-আপদে হাত পেতে যদি কেউ চায়, দিতে দোষ নেই। দাদার সম্বন্ধে অমন বলতে আছে ? তার বুঝ সে বুঝবে—আমরা ছোট হতে যাই কেন ?

গদাধর আরো রাগিয়া বলিলেন—টাকা আমার গুণ্ডাবদমাইশদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্যে হয় নি তো ? কেন বলবো না, একশোবার বলবো ! এ কেমন অত্যাচার শুনি ? আছে বলেই ভগ্নিপতির কাছ থেকে তার সিন্দুক ভেঙে টাকানিয়ে যাবে ?

—সিন্দুক ভেঙে তো নেয় নি—কেন মিছে চেষ্টামিচিকরচো !

—আমি এসব পছন্দ করি নে। সৎকাজে টাকা ব্যয় করতে পারা যায়—তা বলে এই সব জুয়োচোর আর গুণ্ডাকে...

—আবার ওই সব কথা দাদাকে ? ছি, অমন বলতে নেই ! টাকা গেল গেল, তবু তো লোকের কাছে ছোট হলাম না।

—এ আবার কেমন বড় হওয়া ? তোমাকে মেয়েমানুষপেয়ে ঠকিয়ে নিয়ে গেল টাকাটা ! আমি থাকলে...

যাক্, আর কোনো খারাপ কথা মুখ দিয়ে বার করো না ! হাজার হোক, আমার দাদা...

—একা ছিল ?

—কেন ?

—বলো না।

—সে কথা বললে আরো রাগ করবে। সঙ্গে কে একজন মাগী ছিল, আমি তাকে চিনি। আমার মনে হল, ভালো নয়। আমি তাকে ঘরে-দোরে ঢুকতে দিই নি। অমন ধরনের মেয়েমানুষ দেখলে আমার গা ঘিন্-ঘিন্ করে। সে বাইরে বসেছিল, ভদ্রতার খাতিরে চা আর খাবার পাঠিয়ে দিলাম—বাইরে বসে খেলে।

—কোথেকে তাকে জোড়ালে তোমার দাদা ?

—কি করে জানবো ? তবে আমার মনে হল, টাকাটা ওই মাগীকেই দিতে হবে দাদার। ভাবে তাই মনে হল। দাদা দেনাদার, মাগী পাওনাদার—দাদার মুখ দেখে মনে হল, টাকা না দিলে তাকে অপমান হতে হবে।

—ওসব ঢং অনেক দেখেছি। ছি ছি, আমার বাড়িতে এইসব কাণ্ড ! আর তুমি কি না...

—লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। আমার কি দোষ, বলো ? আমি কি ওদের ডেকে আনতে গিয়েছি ? আমি তাই দেখে দাদাকে এখানে থাকতে খেতে পর্যন্ত অনুরোধ করি নি। টাকাপেয়ে চলে গেল, আমি মুখে একবারও বলি নি যে রাতটা থাকো। আমার গা কেমন করছিল, সত্যি বলছি, মাগীটাকে দেখে !

যাক্, খুব হয়েছে। আর কোনোদিন যেন তোমার ওইদাদাটিকে..

—আচ্ছা সে হবে। তুমি কিন্তু কোনো খারাপ কথা মুখ দিয়ে বার করো না, পায়ে পড়ি—চুপ করে থাকো।

গদাধর আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে মঙ্গলগঞ্জের কুঠী সম্বন্ধে নির্মলকয়েকবার তাগাদা করতে একদিন তিনি নৌকাযোগে কুঠীবাড়ি দেখিতে গেলেন—সঙ্গে রহিল নির্মল ! নৌকাপথে দুই ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা কুঠীবাড়ির ঘাটে গিয়া পৌঁছিলেন। সে-কালের আমলের বড় নীলকুঠীঘাট হইতে উঠিয়া দু'ধারে বাউগাছের সারি, মস্ত বাঁধানো চাতাল—বাঁ-

ধারে সারি সারি আস্তাবলও চাকর-বাকরদের ঘর। খুব বড় বড় দরজা-জানলা। ঘরদোরের অন্ত নাই—ঘোড়দৌড়ের মাঠের মতো। সুবিস্তীর্ণ ছাদেউঠিলে অনেকদূর পর্যন্ত নদী, মাঠ, গ্রাম সব নজরে পড়ে।

দেখিয়া-শুনিয়া গদাধর বলিলেন—জায়গা খুব চমৎকারবইকি !

—দেখলে তো ?

—সে-বিষয়ে কোনো ভুল নেই যে, পাঁচ হাজারের পক্ষেবাড়ি খুব সস্তা।

—এর দরজা-জানলা যা আছে, তারই দাম আজকালকারবাজারে দেড় হাজার টাকার ওপর—তা ছাড়া কড়িবরগা,লোহার থাম, এসব ধরে...

—সবই বুঝলাম, কিন্তু এখানে কোনো গ্রাম নেই নিকটে, হাট নেই, বাজার নেই—এখানে বাসকরবে কে ?এত ঘর-দোর যে গোলকধাঁধারমতোতুকলে সহজে বেরুনো যায় না—এখানে কি আমাদের মতো ছোট গেরস্ত বাস করতে পারে ?দাসদাসীচাই, দারোয়ান সহিস চাই, চারিদিকে জমজমাট চাই, তবে এখানে বাস করা চলে। নীলকুঠীর সাহেবদের চলেছে—তাবলে কি আমার চলে, না তোমার চলে ?

নির্মল যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—তাহলে নেবে না?

—তুমিই বুঝে দেখ না। নিয়ে আমার সুবিধে নেই। ভাড়াও চলবে না এখানে।

—তবু একটা সম্পত্তি হয়ে থাকতো !

—নামেই সম্পত্তি। যে সম্পত্তি থেকে কিছু আসবারসম্পর্ক নেই, সে আবার সম্পত্তি—রেখে দাও তুমি।

কুঠীবাড়ি হইতে ফিরিবার পথে নির্মল এমন একটা কথা বলিল, যাহা গদাধরের খুব ভালো লাগিল। অনেক বাজে কথারমধ্যে নির্মল এবার এই একটা কাজের কথা বলিয়াছে বটে !

গদাধরের কি একটা কথার উত্তরে নির্মল বলিল—ব্যবসাতাহলে কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে চলো, সেখানে বাড়ি করো— ভাড়া হবে, থাকাও চলবে।

কোনু সময়ে কি কথায় কি হয়, কিছু বলা যায় না। নির্মলহয়তো কথাটা বিদ্রূপের ছলেই বলিল; কিন্তু গদাধরের প্রাণে লাগিল কথাটা। গদাধর নির্মলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারমনে হইল, মঙ্গলগঞ্জের কুঠীবাড়ি একগাদা টাকা দিয়া কিনিতে আসিবার পূর্বে তাঁহার এ-কথা বোঝা উচিত ছিল যে, এখানে টাকা ঢালা আর টাকা জলে ফেলা সমান। কিন্তু কলকাতায়অনায়াসেই বাড়িও করা যায়... ব্যবসাও ফাঁদা যায়। এখানে এইম্যালেরিয়া জ্বরে বারোমাস কষ্ট পাওয়া—একটা আমোদ নেই, দুটো কথা বলবার লোক নেই... তার চেয়ে কলকাতায় যাওয়াভালো। সেখানে ব্যবসাফাঁদলে দু'পয়সা সত্যিকার রোজগারহয়।

নির্মল বলিল—তাহলে কুঠীবাড়ি ছেড়ে দিলে তো ?

—হ্যাঁ, এ একেবারে নিশ্চয়।

সারাপথ নির্মল ক্ষুণ্ণমনে ফিরিল।

বাড়ি ফিরিলে অনঙ্গ আগ্রহের সুরে বলিল—হ্যাঁগো, হল?কি-রকম দেখলে কুঠীবাড়ি।

—বাড়ি খুব ভালো। তবে সে কিনে কোনো লাভ নেই।মস্ত বাড়ি, কাছে লোক নেই, জন নেই। আর সে অনেক ঘর-দোর, আমরা এই ক'টি প্রাণী সে-বাড়িতে টিম্-টিম্ফরবোলোক-লশকর, চাকর-বাকর নিয়ে যদি সেখানে বাস করাযায়, তবেই থাকা চলে।

অনঙ্গ বলিল—সেখানে বাস করবার জন্যই ও-বাড়িকিনছিলে নাকি ? তা কি করে হয় ? এখানে সব ছেড়ে কোথায় মঙ্গলগঞ্জে বাস করতে যাবো ? এমন বুদ্ধি না হলে কি আর ব্যবসাদার ? আমি ভেবেছি, কুঠীবাড়ি সস্তায় কিনে রাখবো ! তা ভালোই হয়েছে, তোমার যখন মত হয় নি, দরকার নেই।

গদাধর ভাবিয়া-চিন্তিয়া কথা বলেন ! হঠাৎ কোনো কাজ করা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নয়। রাত্রে তিনি স্ত্রীকে কলিকাতায় যাওয়ার কথাটা বলিলেন।

অনঙ্গ বিস্ময়ের সুরে বলিল—কলিকাতায় যাবে ! এসব ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় সুবিধে হবে ?

—কেন হবে না ? ব্যবসা সেখানে ভালো জমবে।

—বাসও করবে সেখানে ?

—এখানে বাড়িসুদ্ধ ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরচি, বছরে তিন-চার মাস সবাই ভুগে মরি। ছেলেদের লেখাপড়া শেখা, মানুষের মতো মানুষ হবার সুবিধা, আমার মনে হয় সেই ভালো। কাল আমি কলিকাতায় ওদের আড়তে চিঠি লিখি, তারপর দু'এক দিনের মধ্যে নিজে গিয়ে একবার দেখে আসি।

—যা ভালো বোঝো করো। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো?

—কি ?

—এ গ্রামের বাস ছেড়ে আমাদের কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। বাপ-পিতেমোর আমলের বাস এখানে...

—বাপ-পিতেমোর ভিটে আঁকড়ে থাকলে চলবে না তো, সবদিকে সুবিধে দেখতে হবে। এখানে টাকা থাকলেও, খাটাবার সুবিধে নেই। ছেলেরা বড় হলে ওদের লেখাপড়া শেখানো—তাছাড়া অন্যরকম অসুবিধেও আছে। আমার মনে লেগেচে নির্মলের কথাটা, সেই প্রথমে এ কথা তোলে।

—নির্মল-ঠাকুরপোর সব কথা শুনো না—এ আমি তোমায় অনেকদিন বলে দিয়েছি। বড্ড ওর পরামর্শে তুমি চলো !

—কই আর শুনলুম, তাহলে তো ওর কথায় কুঠীবাড়িই কিনে ফেলতুম। মিথ্যে অপবাদ দিয়ে না বলচি।

অনঙ্গ হাসিয়া ফেলিল।

বছর কাটিয়া গিয়া বৈশাখ মাস পড়িল।

বছরের শেষে পাট ও তিসির দরুন হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, প্রায় নিট ছ'হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। ভড়মহাশয় হিসাব করিয়া মনিবকে লাভের অঙ্কটা বলিয়া দিলেন। আড়তে একদিন কর্মচারীদের বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হইল।

অনঙ্গ বলিল—একদিন গ্রামের বিধবাদের ভালো করে খাওয়ানো আমার ইচ্ছে—কি বলো ?

গদাধর খুশি হইয়া বলিলেন—ভালোই তো। দাও না খাইয়ে। কি কি লাগবে, বলো ?

সে কার্য বেশ সুচারুরূপেই নিষ্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ-বিধবা যাঁরা, তাঁরা গদাধরের বাড়িতে খাইবেন না—অন্যত্র তাঁহাদের জন্য জিনিসপত্র দেওয়া হইল—তাঁহারা নিজেরা রাঁধিয়াবাড়িয়া খাইবেন। বাকি সকলের জন্য অনঙ্গ নিজের বাড়িতেই ব্যবস্থা করিল।

সেই রাত্রেই গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—সব ঠিক করে ফেলি, বলো—তুমি কথা দাও !

অনঙ্গ বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি ঠিক করবে ? কি কথা ?

—এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে আড়ত খুলি ! দ্যাখো, এবারকার লাভের অঙ্ক দেখে আমার মনে হচ্ছে, এই আমাদেরঠিক সময় ! সামনে আমাদের ভালো দিন আসচে। পাড়াগাঁয়েপড়ে থাকলে ছোট হয়ে থাকতে হবে। কলকাতায় যেতেইহবে।

—আচ্ছা, এ পরামর্শ কে দিলে বলো সত্যি করে ?

—অবিশ্যি নির্মল বলছিল, তাছাড়া আমারও হচ্ছে।

—তুমি যা ভালো বোঝো করবে, এতে আমার বলবার কিছু নেই—কিন্তু গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে চলে যাবে, তাইবলছিলুম ! এই দ্যাখো না কেন, আজ সব এ-পাড়ার ও-পাড়ার বিধবারা এখানে খেলেন, কি খুশিই সব হলেন খেয়ে ! ধরো ওইমান্তীর মা, খেতে পায় না—স্বামী গিয়ে পর্যন্ত দুর্দশার একশেষ। তার পাতে গরম গরম লুচি দিয়ে আমার যেন মনে হল, এমনআনন্দ তুমি আমায় হাজার থিয়েটার-যাত্রা দেখালেও পেতুমনা ! আহা, কি খুশি হল খেয়ে ! দেখে যেন চোখে জল আসে ! এদের ছেড়ে যাবো—কোথায় যাবো, সেখানে গিয়ে কিভাবেথাকবো, তাই কেবল ভাবচি !

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—নতুন কাজ করতে গেলে সাহস করতে হয় মনে, নইলে কি হয় ? এতে ভাবনার কিছুনেই। আমি একটা ছোটখাটো বাড়ির সন্ধান পেয়েছি, বায়না করে ফেলি, তুমি কি বলো ?

—যা তোমার মনে হয়। যদি বোঝো, তাতে সুবিধে হবে, তাই করো।

পরদিন নির্মলকে কলকাতায় গিয়া বাড়ি বায়না করানোর জন্য গদাধর পাঠাইয়া দিলেন এবং বৈশাখ মাসের শেষে এখানহইতে কলিকাতায় যাওয়ার সব ঠিকঠাক হইয়া গেল।

ভড় মহাশয় একদিন বলিলেন—বাবু, একটা কথাবলবো ?

—কি বলুন ?

—আমার এতদিনের চাকরিটা গেল ?

—কেন, গেল কি-রকম ?

—এখানে আড়ত রাখবেন না তো ?

—তা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু আপনি তো কলকাতায়যাবেন !

—এখানে আমায় মাপ করতে হবে বাবু। কলকাতায়গিয়ে আমি থাকতে পারবো না। অভোসই নেই বাবু—মাঝেমাঝে আপনার কাজে বেলেঘাটা-আড়তে যাই—চলে আসতেপারলে যেন বাঁচি।

—কেন বলুন তো ভড়মশায়?

—ওখানে বড়শব্দ দিন-রাত। আমার জন্মে অভোস নেই বাবু, অত শব্দের মধ্যে থাকা। আমরা পাড়াগাঁয়ে মানুষ, ওখান থাকা কি আমাদের পোষায় ? আমার বেয়াদবি মাপ করবেনবাবু, সে আমার দ্বারা হবে না।

নির্মল আসিয়া একদিন বলিল,—ওহে, তাহলে দু'খানালরি করে মালপত্র ক্রমশ পাঠাই কলকাতায় ?

গদাধর বলিলেন—কিন্তু তোমার বৌ-ঠাকরুণ বলচেন, এখানে কিছু জিনিস থাক। এ-বাড়ির বাস একেবারে উঠিয়ে দিচ্ছিনে তো আর—মাঝে মাঝে আসবো-যাবো...

—সে তো রাখতেই হবে। তবে সামান্য কিছু রাখোএখানে। জিনিসপত্র এখানে থাকলে দেখবার লোকের অভাবেনষ্ট হবে বই তো নয় !

—তাই বলছিল তোমার বৌ-ঠাকরুণ। এখানে পৈতৃকবাড়ি বজায় রাখা আমারও মত।

শুভদিন দেখিয়াসকলে কলিকাতায় রওনা হইলেন। নির্মলসঙ্গে গেল। ঠিক হইল, ভড় মশায় আপাতত কয়েক মাসের জন্য কলিকাতার আড়তে থাকিয়া কাজকর্ম গুছাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিবেন—তবে উপস্থিত নয়, মাসখানেক পরে আড়তের কাজ অল্প একটু চালু হইলে তার পর।

## তিন

লালবিহারী সা রোডে ছোট্ট দোতলা বাড়ি। চারখানা ঘর, এ-বাদে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর আছে।

গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—বাড়ি কেমন হয়েছে ?

—ভালোই তো। কত টাকায় হল ?

সাড়ে দশ হাজার টাকা। বন্ধক ছিল—খালাস করতেআরো দু'হাজার লেগেছে।

—এত টাকা বাড়ির পেছনে এখন খরচ না করলেইপারতে।

—কিন্তু কলকাতায় বাড়ি... একটা সম্পত্তি হয়ে রইলো, তা ভুলে যেয়ো না।

—আমি মেয়েমানুষ কি বুঝি, বলো ?তুমি যা বোঝো, তাইভালো।

গদাধরের আড়তের কাজও এখনো ভালো চলে নাই।

ভড় মহাশয় পুরানোলোক, তিনি একদিন বলিলেন—এখানে কাজ দাঁড়াবে ভালো বাবু।

ভড় মহাশয়কে গদাধর বিশ্বাস করিতেন খুব বেশি, তাঁরকথার উপর নির্ভর করিতেন অনেকখানি। উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—দাঁড়াবে বলে আপনার মনে হয় ভড়মশায়?

—আমার কথাটা ধরেই রাখুন বাবু—চুল পাকিয়েফেললাম এই কাজ করে। মুখপাতেই জিনিস বোঝা যায়, মুখপাত দেখা দিয়েচে ভালো।

—আপনি বললে অনেকটা ভরসা পাই।

—আমি আপনাকে বাজে কথা বলবো না বাবু।

কলিকাতায় আসিয়া অনঙ্গ খুব আনন্দে দিনকতক কালীঘাট ইত্যাদি দেখিয়া কাটাইল। দক্ষিণেশ্বরে দু'দিন মন্দিরদর্শন ও গঙ্গাস্নান করিল—দূর-সম্পর্কের কে এক পিসতুতোভাই ছিল এখানে, তাহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহারস্ত্রীর সঙ্গে কি একটা পাতাইয়া আসিল। বৌবাজারের দোকানহইতে অসবাবপত্র আনাইয়া মনের মতো করিয়া ঘর সাজাইল।

ছেলে দুটিকে কাছের এক স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল; বাড়িতে পড়ানোর জন্য মাস্টার রাখা—এক কথায় ভালো করিয়াই এখানে সংসার পাতিয়া বসা হইল।

একদিন নির্মল আসিয়া আড়তে দেখা করিল। প্রায় মাসখানেক দেখাই হয় নাই তার সঙ্গে। গদাধর খুশি হইয়া বলিলেন—আরে এসো নির্মল ! দেশ থেকে এলে এখন ?খবরভালো ?

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি অনেকদিন, তাই এলামএকবার।

—খুব ভালো করেচো। যাও, বাড়িতে যাও—তোমারবৌ-ঠাকরুণ আছেন, গিয়ে ততক্ষণ চা-টা খাওগে, আমিআসচি।

নির্মলনীচু গলায় বলিল—কিন্তু তোমার কাছে এসেছিলাম আর এক কাজে। আমার কিছু টাকার বড় প্রয়োজন ভাই।

—কেন, হঠাৎ টাকার কি প্রয়োজন হল?

—বাকি খাজনার দায়ে পৈতৃক জমি বিক্রি হতেবসেচে—দেখাবো এখন সব তোমায়।

—কত টাকা ?

—শতিনেক।

—কবে চাই ?

—আজই দাও। তোমাকে হ্যান্ডনোট দেবো তার বদলে।

—কিছুই দিতে হবে না তোমায়। যখন সুবিধে হবে দিয়েদিয়ে।

নির্মল যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। করিবারই কথা।সে-দিনটা গদাধরের বাড়িতে থাকিয়া আহালাদি করিয়াসন্ধ্যাবেলা বলিল—চলো গদাই, তোমাকে বায়োস্কোপ দেখিয়েআনি।

গদাধর বিশেষ শৌখিন-প্রকৃতির লোক নহেন। এতদিনকলিকাতায় আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনো এক দিনের জন্যকোনো আমোদ-প্রমোদের দিকে যান নাই—নিজের আড়তেকাজকর্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। নির্মলের পীড়াপীড়িতে সেদিনসন্ধ্যাবেলাটা বায়োস্কোপ দেখিতে গেলেন। ‘প্রতিদান’ বলিয়াএকটা বাংলা ছবি... গদাধরের মন্দ লাগিল না। অনেকদিনতিনি থিয়েটার বা বায়োস্কোপ দেখেন নাই, বাংলা ছবি এমনচমৎকার হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্ধানই তিনি রাখেন না।

বায়োস্কোপ হইতে বাহির হইয়া নির্মল বলিল—চা খাবে ?

—তা মন্দ হয় না।

—চলো, কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি, তোমায় আলাপ করিয়ে দিই।

মিনিট-পাঁচেক-রাস্তা-দূরে একটা গলির মোড়ে বেশ বড়একখানা বাড়ির সামনে গিয়া নির্মল বলিল—দাঁড়াও, আমিআসচি।

কিছুক্ষণ পরে একটি সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে নির্মল ফিরিয়া আসিল। হাসিয়া বলিল—এই যে, আলাপ করিয়ে দিই, ঐরইনাম গদাধর বসু, বাড়ি—

গদাধর অবাক হইয়া চাহিয়া বলিলেন—আরে শচীন যে! তুমি এখানে ?

এসো ভাই এসো। ....নির্মল আমাকে বললে, ‘কেএসেচে দ্যাখো ! তুমি যে দয়া করে এসেচো....আমি ভাবলুম না-জানি কে ?তা তুমি—সত্যি ?

—এটা কাদের বাড়ি ?

—আরে এসেই না ! অনেকদিন দেখাশুনা নেই—সবকথা শুনি।

সম্পর্কে শচীন তাহার জ্যাঠাতুতো ভাই—অর্থাৎবড়-তরফের সত্যনারায়ণ বসুর বড় ছেলে—আর-বারে‘কুসুম-বামনীর দ’র ভাগবাঁটোয়ারার সময় ইহারই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় গিয়াছিল। শচীন বকিয়া গিয়াছে, এ-কথা গ্রামের সকলেই জানিত—তবে গদাধর শুনিয়াছিলেন, আজকাল সে ভালো হইয়াছে—কলিকাতায় থাকিয়া কি চাকুরিকরে।

গদাধর বলিলেন—নির্মলের সঙ্গে তোমার দেখাশুনো হয়নাকি ?

শচীন হাসিয়া বলিল—কেন হবে না ?তুমি তো আরদেশের লোকের খোঁজ নাও না—শুনলুম বাড়ি করেচকলকাতায়...

—হ্যাঁঃ, সে আবার বাড়ি ! কোনো রকমে ওই মাথা গোঁজবার জায়গা...।

—বৌদিদিকে এনেচো নাকি ?

—অনেকদিন।

—আমাদের তো আর যেতে বললে না একদিন ! সন্ধানইকি রাখো....

—আমি কি করে সন্ধান রাখি, বলো ?নির্মল নিয়ে এলোতাই তোমাকে চক্ষে দেখলুম এই এতকাল পরে। তুমি তো গ্রামছাড়া আজ তিন বছরের ওপর।

শচীনের সঙ্গে গদাধর বাড়ির মধ্যে ঢুকিলেন। বাহিরের ঘর পার হইয়া ছোট একটি হলঘর। হলঘরের চারিপাশে কামরা—সামনে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। একটা বড় ক্লকঘড়িহলের একপাশে টিক্‌টিক্‌ করিতেছে, কাঠের টবে বড় বড়পামগাছ। শচীন উহাদের লইয়া দোতলার সিঁড়িতে উঠিতেউঠিতে ডাক দিল—ও শোভা, কাদের নিয়ে এলুম দেখ ! শচীনের ডাকে একটি মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াসিঁড়ির মুখে দাঁড়াইল, তার পরনে সাদাসিদে কালোপাড় ধুতি, অগোছালো চুলের রাশ পিঠের উপরে পড়িয়াছে, মুখে-চোখেমুদু কৌতূহল। মুখে সে কোনো কথা বলিল না। ত্রিশের বেশি বয়স কোনোমতেই নয়—খুব রোগা নয়, দোহারা গড়ন—রং খুব ফর্সা।

শচীন বলিল—বলো তো শোভারানি, কে এসেচে ?

মেয়েটি বলিল—কি করে জানবো ?

আশ্চর্য এই যে, মেয়েটি কাহাকেও অভ্যর্থনাসূচকএকটা কথা বলিল না বটে, তবু তাহাকে অভদ্র বলিয়া মনেহইল না গদাধরের। এমন মুখশ্রী কোথায় যেন দেখিয়াছেন !দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, বেশ চমৎকার মুখ ! কিন্তু কোথায়দেখিয়াছিলেন কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না।

সকলে উপরে উঠিলেন। বারান্দায় বেতের চেয়ারখানকতক গোল করিয়া পাতা—মাঝখানে একটা বেতের টেবিল। সেখানে শচীন তাঁহাদের বসাইয়া মেয়েটির দিকেচাহিয়া বলিল—ইনি শ্রীযুক্ত গদাধরচন্দ্র বসু, আমার খুড়তুতোভাই—আমাদের বয়স একই, দু-এক মাসের ছোট-বড়।মার্চেন্ট। গাঁয়ে পাশাপাশি বাড়ি।

গদাধর অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। নির্মল ও শচীন একোথায় তাঁহাকে আনিল ?শচীনের কোনো আত্মীয়ের বাড়ি হইবে হয়তো ! মেয়েটি কে ?গৃহস্থ-বাড়ির মেয়ে কি সকলের সামনে এভাবে ডাক দিলে বাহির হইয়া আসে ?তিনি নিজের গ্রামে তো দেখেন নাই—তবে কলিকাতার ব্যাপারই আলাদা।

শচীন বলিল—পরিচয় করিয়ে দিই এঁর সঙ্গে—ইনিপ্রখ্যাতনামা ‘স্টার’-শোভারানি মিত্র—নাম শোনো নি ?

নির্মল বলিল—এইমাত্র দেখে এলে, ‘প্রতিদান’ ফিল্ম—সেই ফিল্মের কমলা !

গদাধর এতক্ষণ পরে বুঝিলেন। সেইজন্যই তাঁহারমনে হইতেছিল, মেয়েটির মুখ বড় পরিচিত—কোথায় যেনদেখিয়াছেন ! মেয়েটি ‘ফিল্ম-স্টার’শোভারানিমিত্র—‘প্রতিদান’ফিল্মে যে কমলা সাজিয়াছে। গদাধর ব্যবসায়ী মানুষ, ফিল্ম-স্টারদের নামের সঙ্গে তাঁর খুব পরিচয় নাই, তবে এবারকলিকাতায় আসিয়া অবধি বাড়ির দেওয়ালে পাঁচিলে যত্রতত্রপ্রতিদান ছবির বিজ্ঞাপন এবং সেই সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে শোভারানি মিত্রের নাম গদাধর দেখিয়াছেন বটে।

গদাধর একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন—তাঁহারা গেলোলাক, ফিল্ম-স্টারদের সঙ্গে কথা বলিবার কি উপযুক্ত। নির্মলের কাণ্ড দেখ, তাঁহাকে কোথায় লইয়া আসিল।



সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল হইল খুব। ফিল্ম-স্টাররা কি-ভাবেকথা বলে, কেমন চলে, কি খায়, কি করে সাধারণ লোকেইহার কিছুই জানে না। তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তিনি সে সুযোগ পাইয়াছেন। গিয়া অনঙ্গকে গল্প করিবার একটা জিনিস পাইলেন বটে। অনঙ্গ শুনিয়া অবাক হইয়া যাইবে।

মেয়েটি এবার বেতের টেবিলের ওপারে দাঁড়াইয়াহাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল—কোনো কথা বলিল না।

নির্মল বলিল—বসুন মিস্ মিত্র।

মেয়েটি উদাসীন ভাবে বলিল—হ্যাঁ, বসি। আপনাদেরবন্ধু চা খান তো ?ও রসি...রসি !

গদাধর বলিতে গেলেন, তিনি এখন আর চা খাইবেন —কিন্তু সন্ধ্যা পড়িয়া কথা বলিতে পারিলেন না। মেয়েটির আহ্বানে একটি ছোকরা চাকর আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। মেয়েটিবলিল—ওরে রসি, চা—এক, দুই, তিন পেয়ালা!

হাসিয়া নির্মল বলিল,—কেন, চার পেয়ালা নয় কেন ?

মেয়েটি বলিল—আমি একবারের বেশি চা খাইনে তো।আমার হয়ে গিয়েচে বিকেলে।

কর্তৃত্বের এমন দৃঢ় গাষ্ঠীর্যের সুরে কথা বাহির হইয়াআসিল মেয়েটির মুখ হইতে যে, তাহার প্রতিবাদে আর কোনোকথা বলা চলে না। অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটি ঘরের মধ্যেচলিয়া গেল এবং নিজের হাতে দুখানি প্লেটে কেক্, বিস্কুট, কমলালেবু ও সন্দেশ আনিয়া বেতের গোল টেবিলটিতেরাখিয়া বলিল—একটু খেয়ে নিন।

শচীন বলিল—আমার ?

মেয়েটির মুখে হাসি কম, আধ-গাষ্ঠীর মুখেই বলিল— দু-বার হয়ে গিয়েচে, আর হবে না।

নির্মল বলিল—এই আমরা ভাগ করে নিচ্ছি...এসো শচীন।

নির্মলের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল—না, ভাগ করতেহবে না, আপনারা খেয়ে নিন—চা আনি।

গদাধর ভাবিলেন, এ-ধরনের মেয়ে তিনি কখনোদেখেন নাই। বিনয়ে গলিয়া পড়ে না, অথচ কেমন ভদ্রতা ও কর্তব্যজ্ঞান ! কিন্তু শচীনের উপর এতটা আধিপত্য কেন ?বোধহয় অনেক দিনের আলাপ-বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।সে-ক্ষেত্রে এরকম হওয়া সম্ভব, স্বাভাবিক বটে।

সেই ছোকরা চাকরটি চা আনিয়া দিল—ট্রে'র উপরবসানো তিনটি পেয়ালা—মেয়েটি নিজের হাতে ট্রে হইতে উঠাইয়া পেয়ালাগুলি টেবিলে সাজাইয়া দিল—আগে গদাধরের সামনে, তারপরে নির্মলের ও সবশেষে শচীনেরসামনে।

গদাধরকে বলিল—চিনিটা দেখুন তো ?আমি দু'চামচ করে দিতে বলি সব পেয়ালায়—যদি কেউ বেশি খান, আবারদেওয়া ভালো।

গদাধর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, মেয়েটির ডাগর চোখের পূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর। কি সুন্দর মুখশ্রী, অপূর্ব লাভ্যভরা ভঙ্গি ঠোঁটের নীচের অংশে ! গদাধরের সারাদেহ নিজের অজ্ঞাতে শিহরিয়া উঠিল। নামজাদা অভিনেত্রী শোভারানি মিত্র...তাঁহাকে—গদাধর বসুকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছে, বিশ্বাস করা শক্ত !

গদাধর তখনই চোখ নামাইয়া লইলেন। বেশিক্ষণমেয়েটির মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ছবিতে এইমাত্রযাহাকে দেখিয়া আসিলেন—সেই নির্ধাতিতা মহীয়সীবধূকমলা রক্তমাংসের জীবন্ত দেহ লইয়া, তাহার অপূর্ব মুখশ্রী লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে...তাহাকেই...গদাধর বসুকে !বলিতেছে—আপনার চায়ে কি চিনি কম হয়েছে ?

এমন ঘটনা কিছুক্ষণ পূর্বেও তিনি কল্পনা করিতে পারিতেন না!

অথচ চিনি আদৌ ঠিক ছিল না। চিনির অভাবে চা তেতোবিস্বাদ। চায়ে চার চামচের কম চিনি তিনি কখনো খান নাবাড়িতে। ইহা লইয়া অনঙ্গ তাহাকে কত ক্ষেপাইত—“তোমারতো চা খাওয়া নয়, চিনির শরবৎ খাওয়া ! চিনির রসে কাপেরসঙ্গে ডিশের সঙ্গে এঁটে জড়িয়ে যাবে, তবে হবে তোমারঠিকমত চিনি !”

কিন্তু এ তো আর অনঙ্গ নয়, এখানে সমীহ করিয়া চলিতেহইবে বৈ কি !

শচীন বলিল—তোমরা এদিকে গিয়েছিলে কোথায় ?

হাসিয়া নির্মল বলিল—আমরা এইমাতুর ‘প্রতিদান’ দেখেফিরলুম।

—কেমন লাগলো ?

—বেশ লেগেছে, বিশেষ করে এঁর পাট—ওঃ !

মেয়েটি গদাধরের দিকে চাহিয়া সরাসরিভাবে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কেমন লাগলো ?

গদাধর সঙ্কুচিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন ধরনের সুন্দরী শিক্ষিত মহিলার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্যঘটা দূরের কথা—এর আগে এমন মহিলা তিনি চক্ষেও দেখেননাই ! শিক্ষিতা নিশ্চয়, কারণ ওই ছবির মধ্যে এঁর মুখে যে সব বড় বড় কথা আছে, যেমন সব গান ইনি গাহিয়াছেন, যেমনইহার চমৎকার উচ্চারণের ভঙ্গি, কথা বলিবার কায়দা, হাত-পানাড়ার ধরন ইত্যাদি দেখা গিয়াছে—শিক্ষিত না হইলে অমনটিকরা যায় না। গদাধর পল্লীগ্রামে বাস করেন বটে, কিন্তু মানুষচেনেন।

তিনি বলিলেন—খুব ভালো লেগেছে। ওই যে নির্মলবললে, আপনার পাট—ওরকম আর দেখিনি।

কোন্ জায়গাটা আপনার সব চেয়ে ভালো লেগেছে বলুন তো ? দেখি—আপনারা বাইরে থেকে আসেন, আপনাদেরমনে আমাদের অভিনয়ের এফেক্টটা কেমন হয়, সেটা জানাখুব দরকার আমাদের।

শচীন অভিমানের সুরে বলিল—কেন, আমরা বানেরজলে ভেসে এসেছি নাকি ? আমাদের মতের কোনো দাম...

—সেজন্যে নয়। আপনারা সর্বদা দেখছেন আর এঁরাগ্রামে থাকেন, আজ এসেছেন—কাল চলে যাবেন। এঁদেরমতের দাম অন্যরকম।

গদাধর আরো লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিলেন—আজ্ঞে না না, আমাদের আবার মত ! তবে আমার খুবভালো লেগেচে, যখন আপনাকে—মানে কমলাকে শ্বশুরবাড়িথেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল—আপনার সেই গানখানাগাছতলার পুকুরপাড়ে স্বামীর ঘরের দিকে চোখ রেখে—ওঃ, সেই সময় চোখের জল রাখা যায় না ! আরো বিশেষ করে ওই জায়গাটা ভালো লাগে—ওইখানটাতেই আপনার পরনেরশাড়ি...আপনার চোখের ভঙ্গি...কেমন একটা অসহায় ভাব...সব মিলিয়ে মনে হয়, সত্যিই পাড়াগাঁয়ের শাঙড়ির অভ্যাচারেঘরছাড়া হয়েছে, এমন একটি বৌকে চোখের সামনে দেখচি। বায়োস্কোপে দেখচি, মনে থাকে না। ওখানে আপনি নিজেকেএকেবারে হারিয়ে ফেলেছেন।

শচীন উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, ইয়ার্কির সুরে বলিল— বারে আমাদের গদাই, তোমার মধ্যে এত ছিল, তা তো জানিনে—একেবারে ‘আনন্দবাজার’-এর ‘ফিল্ম-ক্রিটিক’ হয়ে উঠলে যে বাবা !

মেয়েটি একমনে আগ্রহের সঙ্গে গদাধরের কথাশুনিতেছিল—শচীনকে দিকে গম্ভীর মুখে চাহিয়া ধমক দেওয়ারভঙ্গিতে বলিল—কি ও ?উনি প্রাণ থেকে কথা বলছেন...আমিবুঝেছি উনি কি বলছেন। আপনার মতো হালকা মেজাজেরলোক কি সবাই ?

মুখ ম্লান করিয়া শচীন আগেকার সুরের জের টানিয়াবলিল—বেশ বেশ, ভালো হলেই ভালো—আমার কোনো কথা বলার দরকার কি ?বলে যাও হে...

গদাধর সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া রহিলেন, কোনো কথাবলিলেন না।

মেয়েটি আবার গদাধরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—হ্যাঁবলুন, কি বলছিলেন...

গদাধর বিনীত ও লজ্জিত হাস্যে বলিলেন—আজ্ঞে, ওই।আমাদের মতো লোকের আর বেশি কি বলবার আছে বলুন !তবে শেষ-দিকটাতে, যেখানে কমলা কাশীর ঘাটে আবারস্বামীর দেখা পেলো, ও জায়গাটা আরো বিশেষ করে ভালোলেগেচে।

—আর ওই যে কি বললেন...

—মানে কমলার পরনের কাপড় ঠিক একেবারেপাড়াগাঁয়ের ওই ধরনের গেরস্ত-ঘরের উপযুক্ত—বাছল্য নেইএতটুকু!

আনন্দে ও গর্বের সুরে হাত নাড়িয়া মেয়েটি বলিয়া উঠিল—দেখুন, ওই কাপড় আমি জোর করে ম্যানেজারকে বলে আমদানি করি স্টুডিওতে। আমি বলি, স্বামী তো ছেড়ে দিয়েছে, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এমন ধরনেরপাড়াগাঁয়ের মেয়ের পরনে জমকালো রঙিন ব্লাউজ বা শাড়িথাকলে ছবি বুলে যাবে। এজন্যে আমায় দস্তুরমত ফাইট করতে হয়েছে, জানেন শচীনবাবু ?আর দেখুন, ইনি পাড়াগাঁ থেকে আসছেন—ইনি কতটা জানেন এ সম্বন্ধে...

সায় দিবার সুরে নির্মল বলিল—তা তো বটেই।

শচীন বলিল—যাক, ওসব নিয়ে তর্কের দরকার নেই।শোভা, একটা গান শুনিয়ে দাও ওকে।

গদাধর পূর্ববৎ বিনীতভাবেই বলিল—তা যদি উনি দয়াকরে শুনিয়ে দেন...

মেয়েটি কিন্তু এতটুকু ভদ্রতা না রাখিয়াই তাচ্ছিল্যেরসুরে বলিল—হ্যাঁ, যখন-তখন গান করলেই কি হয়?শচীনবাবুয়েন দিন দিন কি হয়ে উঠছেন !

গদাধর নির্বোধ নন, তিনি লক্ষ্য করিলেন, শচীন মেয়েটিরএ কথার উপর আর কোনো কথা বলিতে সাহস করিল না, যেন একটু দমিয়া গেল। এবার কি মনে করিয়া গদাধর সাহসদেখাইলেন।তিনি ব্যবসাদার মানুষ, পড়তি-বাজারে চড়াদামেরমাল বায়নাকরিয়া অনেকবার লাভ করিয়াছেন—তিনি জানেন, জীবনে অনেক সময় দুঃসাহসের জয় হয়। সুতরাং তিনিআগেকার নিতান্ত বিনয়ের ভাব ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত দৃঢ় অনুরোধের সুরে বলিলেন—আপনি হয়তো মেজাজ ভালো হলে গান গাইবেন, কিন্তু আমি আর তা শুনতে পাবো না।শচীনের কথা এবারটা রাখুন দয়া করে—একটা গান শুনিয়েদিন।

পাকা ও অভিজ্ঞ ব্যবসাদার গদাধর ভুল চাল চালেন নাই।মেয়েটি আগেকার চেয়ে নরম ও সদয় সুরে বলিল—আপনি শুনতে চান সত্যি ?শুনুন তবে...

ঘরের একপাশে বড় টেবিল-হারমোনিয়াম। মেয়েটি টুলে বসিয়া ডালা খুলিয়া, পিছনদিকে ফিরাইয়া হাসিমুখে বলিল—কি শুনবেন ?হিন্দি, না ফিল্মের গান ?

গদাধর কৃতার্থ হইয়া বলিলেন—কমলার সেই গানখানাকরুন দয়া করে, সেই যখন বাড়ি ছেড়ে...

মেয়েটি একমনে গানটি গাহিল। গানের মধ্যে আকাশ, বেদনাভরা বীণাধ্বনি, রুদ্র, জ্যোৎস্না, পথ-চলা প্রভৃতি অনেক সুমিষ্ট কথা ছিল এবং আরো অনেক ধোঁয়া-ধোঁয়া ধরনের শব্দ যার অর্থ পাটের আড়তদার গদাধর ঠিকমত অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তবু তিনি তন্ময় হইয়া গানটি শুনিলেন। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল—এইমাত্র ছায়াছবিতে যে নির্খাতিতা বধুটিকে দেখিয়া আসিলেন, সেই মেয়েটি রক্তমাংসের দেহে তাহার সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতেছে !

গান শেষ হইলে গদাধর উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন— চমৎকার ! চমৎকার !

নির্মল বলিল—বাস্তবিক যাকে বলে ফার্স্ট ক্লাস !

শচীন কোনো কথা বলিল না।

মেয়েটি হারমোনিয়ামের ডালা সশব্দে বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিল, কিন্তু গান সম্বন্ধে একটি কথা বলিল না। তাহার মুখেরভাব দেখিয়া মনে হইল, সে ভালো করিয়াই জানে, সে যাহা গাহিবে, তাহা ভালো হইবেই—এ বিষয়ে কতকগুলি সঙ্গীতসম্বন্ধে অজ্ঞ, অর্বাচীন ব্যক্তির মত জিজ্ঞাসা করিয়া মিথ্যা বিনয়প্রকাশ করিতে সে চায় না।

গদাধর হঠাৎ দেখিলেন, কথাবার্তার মধ্যে কখন রাত্রিহইয়া ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তিনি এতক্ষণখোয়াল করেন নাই।

এইবার যাওয়া উচিত—আর কতক্ষণ এখানে থাকিবেন? মেয়েটি কিছু মনে করিতে পারে, কিন্তু বিদায় লইবার উদ্যোগ করিতেই শচীন বলিল—আহা বোসোনা হে, একসঙ্গে যাবো—আমিও তো এখানে থাকবো না !

গদাধর বলিলেন—না, আমার থাকলে চলবে না, অনেককাজ বাকি। রাত হয়ে যাচ্ছে।

নির্মলও বলিল—আর একটু থাকো। আমিও যাবো।

উহাদের বসাইয়া রাখিয়া মেয়েটি পাশের ঘরে চলিয়াগেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিকে চাপা রংয়ের জর্জেট পরিয়া, মুখে হালকা-ভাবে পাউডারের ছোপ দিয়া, উঁচু গোড়ালিরজুতো পায়ে ঘরে ঢুকিয়া সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—এবারচলুন সবাই বেরুনো যাক।

শচীন বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—কোথায় যাবেআবার, সেজেগুজে এলে হঠাৎ ?

—সব কথা কি আপনাকে বলতে হবে ?

—না, তবু জিগ্যেস করছি। দোষ আছে কিছু ?

—স্টুডিওতে পার্টি আছে সাড়ে-আটটায়।

—তুমি এখন সেই টালিগঞ্জে যাবে, এই রাত্রে ?

—যাবো।

অগত্যা সকলে উঠিল। শচীনের মুখ দেখিয়া বেশ মনে হইল, সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এ-স্থান ত্যাগ করিতেছে। মেয়েটি আগে আগে, আর সকলে পিছনে চলিল। বারান্দায় যাইবার বা সিঁড়ি দিয়া নামিবার পথে মেয়েটি কাহারও সহিত একটা কথা বলিল না—রানির মতো গর্বে কাঠের সিঁড়ির উপরজুতার উঁচু গোড়ালির খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে চঞ্চলাহরিণীর মতো ক্ষিপ্ৰপদে নামিয়া গেল—কেবল অতি মৃদু সুমিষ্ট একটি সুবাস বারান্দা ও সিঁড়ির বাতাসে মিশিয়া তাহার গমনপথনির্দেশ করিল মাত্র।

গদাধর বাড়ি ফিরিয়া সে-রাতে হিসাবের খাতাদেখিলেন প্রায় রাত বারোটা পর্যন্ত। কিন্তু অনঙ্গ যখনকাজকর্ম শেষ করিয়া ঘরে ঢুকিল, তখন কি জানি কেন, শোভারানি মিত্র ফিল্ম-স্টারের যে গল্পটা জমাইয়া বলিবেনভাবিয়াছিলেন—সেটা কিছুতেই জিহ্বাগ্রৈ আনিতে পারিলেননা।

এই কথাটা গদাধর পর-জীবনে অনেকবারভাবিয়াছিলেন। যে গল্প অনঙ্গর কাছে করিবার জন্য কতক্ষণহইতে তাঁহার মন আকুলি-বিকুলি করিতেছিল—এতবড়মুখরোচক ও জমকালো ধরনের একটা গল্প,—অথচ কেনসেদিন সে-কথা স্ত্রীর কাছে বলিতে পারিলেন না ?

কি ছিল ইহার মধ্যে ?

সেদিন হয়তো কিছুই ছিল না, কিংবা হয়তো ছিল। গদাধরভালো বুঝিতে পারিলেন না।

অনঙ্গ বলিল—আজ কি শোবে, না খাতাপত্র নিয়ে বসেথাকবে ?রাত কাটা খেয়াল আছে ?

গদাধর হঠাৎ অনঙ্গর দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন। অনঙ্গও মেয়েমানুষ—দেখিতেও মন্দ নয়, কিন্তু কি ঠকাই ঠকিয়াছেন এতদিন ! সত্যিকার মেয়ে বলিতে যা বোঝায়, তা তিনি এতদিন দেখেন নাই। আজই অন্যত্র তাহা দেখিয়াআসিলেন এইমাত্র।

বলিলেন—এই যাই।

—আজ তো খেলেই না কিছু, শরীর ভালো আছে তো?

অনঙ্গ সুকণ্ঠী নয়। গলার স্বর আরো মোলায়েম হইলেও ক্ষতি ছিল না। মেয়েদের কণ্ঠস্বর মিষ্টি হইলেই ভালোমানায়—কিন্তু সব জিনিসের মধ্যেই আসল আছে, আবার মেকি আছে !

মশারি গুঁজিতে গুঁজিতে অনঙ্গ বলিল—আজ কোথাও গিয়েছিলে নাকি ?রাত করে ফিরলে যে ?

—হ্যাঁ, ওই বায়োস্কোপ দেখে এলুম কিনা।

অনঙ্গ অভিমানের সুরে বলিল—তা যাবে বৈকি ! আমায়নিয়ে গেলে না তো—কি দেখলে ?

—একটা বাংলা ছবি—সে আর একদিন দেখো। অনঙ্গ আবদারের সুরে বলিল—কি ছবি, বলো না ?বলোগো গল্পটা !

সেই পুরানো অনঙ্গ।বহুদিনের সুপরিচিত সেই আবদারেরসুর। কতবার কত গল্প এই স্ত্রীর সঙ্গে..রাত একটা-দুইটা পর্যন্তজাগিয়া থাকা গল্প করিতে করিতে। কিন্তু গদাধর বিস্ময়েরসহিত লক্ষ্য করিলেন, আজ অনঙ্গর সঙ্গে গল্পগুজব করিবার উৎসাহ যেন তিনি নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছেন না !

খাতাপত্র মুড়িয়া ঈষৎ নীরস কণ্ঠে গদাধর বলিলেন—কিএমন গল্প ! বাজে।

—হোক বাজে, কি দেখলে...বলো না...লক্ষীটি? —বড় খাটুনি গিয়েচে আজ, কথা বলতে পারচি নে।

অনঙ্গ ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—তা পারবে কেন ?খাতাপত্রঘাঁটবার সময় খাটুনি হয় না !—লক্ষীটি বলো না, কি দেখলে ?

কাল সকালে শুনলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। সত্যি বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

অনঙ্গ রাগ করিল বটে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতও হইল। স্বামীর এমন ব্যবহার যেঠিক নূতন, তাহানহে।ঝগড়াও কতবার হইয়াগিয়াছে দু-জনের মধ্যে—কিন্তু সে ঝগড়ার মধ্যে সত্যিকার ঔদাসীন্য বা তিক্ততাও ছিল না। আজ

গদাধর ঝগড়ার কথা কিছু বলিতেছেন না—খুব সাধারণ কথাই, অথচ তার নারীচিত্তযেন বুঝিল, ওই সামান্য সাধারণ অতি তুচ্ছ প্রত্যাখ্যানের পিছনে অনেকখানি ঔদাসীন্য এবং তিক্ততা বিদ্যমান।

অনঙ্গ চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

গদাধর কিন্তু শুইয়া শুইয়া ফিল্ম-অভিনেত্রী শোভারানির ভাবনা ভাবিতেছিলেন, এ কথা বলিলে তাঁহার উপর ঘোরঅবিচার করা হইবে। সত্যিই তিনি এক-আধবার ছাড়া তার কথা ভাবেন নাই। মেয়েদের কথা বেশিক্ষণ ধরিয়া ভাবিবারমতো মন গদাধরের নয়। তিনি ভাবিতেছিলেন অন্য কথা।

তিনি ভাবিতেছিলেন—জীবনটা তাঁর বৃথায় গেল ! মেকি লইয়া কাটাইলেন, আসল নারী কি বস্তু, তাহা কোনো দিন চিনিলেন না। আর একটি ছবি অন্ধকারে আধ-ঘুমের মধ্যেওবার-বার তাঁর চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল...

নির্ঘাতিতা সুন্দরী বধু কমলা শ্বশুরবাড়ি হইতে বিতাড়িতাহইয়া খরখর-কম্পিত-দেহে পুকুরপাড়ে একদৃষ্টে স্বামীর ঘরেরজানলার দিকে চাহিয়া আছে...

## চার

দিন-দুই পরে গদাধরকে দেশের আড়তের কাজে যাইতেহইবে, ভড়মহাশয়ও সঙ্গে যাইবেন। অনঙ্গ স্বামীকে বলিল, সেও সঙ্গে যাইবে। গদাধর বলিলেন, চলো, ভালো কথাই তো। ছেলেরাও যাবে—গিয়ে স্কুল কামাই হবে, উপায় নাই। তোমার কিন্তু ছেলেদের নিয়ে কলা থাকতে হবেকদিন। পারবে তো ?

—কেন তুমি কোথায় থাকবে ?

—আমি যাচ্ছি মোকামে পাটের সন্ধানে। নারানপুর, আশুগঞ্জ, ঝিকরগাছা—এসব জায়গা ঘুরতে হবে। পাঁচশো গাঁটসাদা পাট অর্ডার দিয়েছে ডগলাস জুট মিল। এদিকে মাল নেইবাজারে—যা আছে, দরে পোষাচ্ছে না, আমি দেখিগে যাইএখনমোকামে-মোকামেঘুরে। মাথায় এখন আগুন জ্বলছে, বাড়ি বসে থাকবার সময় আছে ?

—বাড়িতে মোটে আসবে না ?

—সেই মঙ্গলবারের দিকে যদি আসা ঘটে—তার আগেনয়।

অনঙ্গ যাইতে চাহিল না। শুধু ছেলেদের লইয়া একাসে দেশের বাড়িতে গিয়া কি করিবে ? স্বামী থাকিলে ভালোলাগিত। স্বামীকে ছাড়িয়া থাকা তার অভ্যাস নাই—বিবাহহইয়া পর্যন্ত কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে নাই—একা থাকিতে অনঙ্গর মন হু-হু করে। ছেলেদের লইয়া মনের শূন্যতা পূর্ণহইতে চায় না।

ভড়মহাশয়কে লইয়া গদাধর চলিয়া গেলেন। বিভিন্ন মোকামে ঘুরিয়া সমস্ত পাটের যোগাড় করিতে সারাদিনলাগিয়া গেল। ফিরিবার পথে একবার গ্রামের বাড়িতেগেলেন। ব্যবসায়-সংক্রান্ত কিছু খাতাপত্র এখানে পুরের ঘরের আলমারিতে ছিল। ক-মাস দেশ-ছাড়াইহার মধ্যেই বাড়ির উঠানে চিড়চিড়ে ও আমরুল গাছের জঙ্গল বাঁধিয়াগিয়াছে, ছাদের কার্নিসে বনমূলার চারা দেখা দিয়াছে, ঘরেরমধ্যে চামচিকার দল বাসা বাঁধিয়াছে। গ্রামের একটি বোষ্টমেরমেয়েকে মাঝে মাঝে ঘর-বাড়ি দেখিতে ও বাঁট দিয়া পরিষ্কাররাখিতে বলিয়াছিলেন—প্রতি মাসে দুটি করিয়া টাকা এজন্য সেপাইবে, এ ব্যবস্থা ছিল—অথচ দেখা যাইতেছে সে কিছুই করেনাই।

ভড়মহাশয় বলিলেন—সে বিন্দি বোষ্টমি তো একবারও ইদিকে আসেনি বলে মনে হচ্ছে বাবু, তাকে একবার ডেকে পাঠাই ! এই ও-মাসেও তার টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠানো হয়েছে। ধর্ম আর নেই দেখি কলিকালে ! পয়সা নিবি অথচকাজ করবি নে !

সন্ধান লইয়া জানা গেল, বিন্দি বোষ্টমি আজ কয়দিনহইল ভিন্-গাঁয়ে তাহার মেয়ের বাড়ি গিয়াছে। পাশের বাড়ির সিধু ভট্টাচার্যির মেয়ে হৈম আসিয়া বলিল—মা বলে পাঠালেন, আপনি কি এখন চা খাবেন কাকা ?

—এই যে হৈম মা, ভালো আছো ?তোমাদের বাড়ির সবভালো ?বাবা কোথায়?

—হ্যাঁ, সব একরকম ভালো। বাবা বাড়ি নেই। কাকীমাকেআনলেন না কেন ?

—এ তো মা, আড়তের কাজে একদিনের জন্যে আসা।আজই এখুনি চলে যাবো।

—তা হবে না। মা বলেছে, আপনি আর ভড়-জ্যাঠাএবেলা আমাদের বাড়ি না খেয়ে যেতে পাবেন না। মা ভাতচড়িয়েছে। আমায় বলে দিলে—তোমার কাকা চা খাবে কিনাজিগ্যেস করে আয়।

—তা যাও মা, নিয়ে এসোগে।

বৈকালে তিনটার ট্রেনে কলিকাতা যাওয়ার কথা—দুপুরেসিধু ভট্টাচার্যের বাড়ি দু'জনে খাইতে গেলেন। হৈমর মা হাসিমুখে বলিল—কি ঠাকুরপো, এখন শহুরে হয়ে পড়েআমাদের ভুলে গেলে নাকি ?বাড়িটা যে জঙ্গলহয়ে গেল—ওরএকটা ব্যবস্থা করো ! অনঙ্গকে নিয়ে এলে না কেন ?

আনবো কি বৌদি, একবেলার জন্য আসা। তাওএখানে আসবো বলে আসিনি, ঝিকরগাছায় এসেছিলামআড়তের কাজে। সে আসতে চেয়েছিল।

—এবার একদিন নিয়ে এসো ঠাকুরপো।কতদিন দেখিনি, দেখতে ইচ্ছে করে।

—তার চেয়ে আপনি কেন চলুন না, বৌদিদি, শহর ঘুরেআসবেন, দেখা-শোনাও হবে ?

—আমাদের সে ভাগ্যি যদি হবে, তবে হাড়ি ঠেলবেকে দু'বেলা ?ওকথা বাদ দ্যাও তুমি—যেমন অদেষ্ট করেএসেছিলাম, তেমনি তো হবে। তবে একবার কালীঘাটে গিয়েমা'কে দর্শন করার ইচ্ছে আছে। বোশেখ মাসের দিকে, দেখি কতদূর কি হয় !

—আমায় বলবেন, আমি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো, আমার ওখানে গিয়ে পায়ের ধুলো দেবেন।

বৈকালের ট্রেনে দুজনে কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামীকেদেখিয়া অনঙ্গ বড় খুশি হইল। কাছে বসিয়া চা ও খাবারখাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিল—উঃ, তুমি আসো না—কিকষ্ট গিয়েছে যে ! গ্রামে হয়, তবুও এক কথা ! এ ধরো, নিজেরবাড়ি হলেও বিদেশ—এখানে মন ছট্ফট্ করে। হ্যাঁ ভালো কথা, তোমাকে একদিনশচীন ঠাকুরপো খুঁজতে এসেছিল—কিএকখানা চিঠি দিয়েগিয়েচে।

—কই, কি চিঠি, দেখি ?

—অনঙ্গ একখানা খামের চিঠি আনিয়া স্বামীর হাতেদিল। গদাধর চা খাইতে খাইতে খাম খুলিয়া পড়িলেন। লেখাআছে—তোমার দেখা পেলামনা এসে।শুনলাম নাকিআড়তেরকাজে বারহয়েচো। দেশ থেকে বাবাচিঠি লিখেছেন, তাঁর শরীরঅসুস্থ—একবার দেশে যেতে হবে। একটা কথা, শোভারানি তোমার কথা সেদিন জিগ্যেস করছিল—সময় পেলে একদিনএসো না ?আমার ওখানে এসো, আমি নিয়ে যাবো। নির্মলএখনো কোল্লগর থেকে ফেরে নি। সে একটা গুরুতর কাজকরে গিয়েচে, সেজন্যে শোভারানির সঙ্গে একবার তোমারদেখা করা জরুরি দরকার। এলে সব কথা বলবো। সেইজন্যেই শোভা তোমার খোঁজ করেছে।

চিঠি পড়িয়া গদাধর বিস্মিত হইলেন। শচীন কখনোতাহার বাড়ি আসে না, আসার রেওয়াজ নাই। সে আসিয়া এমন একখানি জরুরি চিঠি দিয়া গেল! নির্মল কি করিয়াছে ?শোভারানি মস্ত-বড় অভিনেত্রী তাঁর সঙ্গে নির্মলের কি সম্বন্ধ ?তাহাকেই বা তাঁহার নিজের দরকার—ব্যাপার কি ?

স্বামীর মুখ দেখিয়া অনঙ্গ কৌতুহলের সহিত বলিল—কি চিঠি গা ?

—য়্যাঁ চিঠি !হ্যাঁ, ও একটা...

—কোনো খারাপ খবর নয় তো ?

—নাঃ এ অন্য চিঠি। ...আচ্ছা, আমি চলে গেলে নির্মলএখানে এসেছিল আর ?

—একদিন এসেছিল বটে। কেন বলো তো ?তার কিছুহয়েচে নাকি ?

—না, সে-সব নয়। সে বাড়ি যায় নি কিনা..

—সুধাদের সঙ্গে দেখা করেছিলে ?

—না, আমার সময় কোথায় ?কখন যাই ও-পাড়ার সুধাদের বাড়ি ?



—খেলে কোথায়? —সিধুদা'দের বাড়ি। হৈম এসে ডেকে নিয়ে গেল।

গদাধরের কিন্তু এসব কথা ভালো লাগিতেছিল না। কিএমন ঘটিল, যাহার জন্য শোভারানি খোঁজ করিয়াছেন। নির্মলগ্রামে ফিরে নাই, অথচ তিনদিনের মধ্যেই তাহার ফিরিবার কথা।

শোভারানিই বা তাহার খোঁজ করিলেন কেন? তাঁহারসহিত এসব ব্যাপারের সম্পর্ক কি?

গদাধর স্ত্রীকে বলিলেন—ক'টা বাজলো দেখ তো?

—এই তো দেখে এলাম সাতটা বাজে। কেন, এখন আবার বেরুবে নাকি?

—এক জায়গায় যেতে হবে এখনি। আড়তের কাজফিরতে দেরি হতে পারে।

আড়তের কাজ শুনিয়া অনঙ্গ আপত্তি করিল না—নহিলেক্লান্ত স্বামীকে সে কিছুতেই এখনি আবার বাহিরে যাইতে দিতনা।

গদাধর প্রথমে শচীনের বাসায় আসিয়া শুনিলেন, সেবাহির হইয়া গিয়াছে, কখন আসিবে ঠিক নাই। গদাধর ঘড়িদেখিলেন, আটটা বাজে। একা এত রাতে শোভারানির বাড়ি যাওয়া কি উচিত হইবে? অথচ নির্মলকি এমন গুরুতর কাজকরিয়াছে, তাহা না জানিলেও তো তাঁহার স্বস্তি নাই।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া গদাধর একাই শোভারানির বাড়িয়াইবেন স্থির করিলেন। বাড়ির নম্বর তিনি সেদিন দেখিয়াছেন,—নিশ্চয় বাহির করিতে কষ্ট হইবে না।।

বাড়ির যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, বুকের মধ্যেভীষণ টিপ্-টিপ্ করিতে শুরু করিল, জিভ যেন শুকাইয়া আসিতেছে, কান দিয়া ঝাল বাহির হইতেছে—বুকের ভিতরে তোলপাড় কিছুতে শান্ত হয় না। এমন তো কখনো হয় নাই! গদাধর খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা ভীত হইয়া উঠিলেন।

অনেকখানি আসিয়া ঠিক করিলেন, থাক আজ, সেখানে শচীনের সঙ্গে যাওয়াই ভালো। মহিলাদের সঙ্গে তেমন করিয়াআলাপ করা তাঁহার অভ্যাস নাই, কখনো করেন নাই—বড়বাধোবাধো ঠেকে। তাছাড়া তিনি যদি কিছু মনে করেন?

কিন্তু গদাধর ফিরিতে পারিলেন না। উত্তেজনা ও ভয়েরপিছনে মনের গভীর গহনে একটা আনন্দের ও কৌতূহলেরনেশা—সেটা চাপিয়া রাখা অসম্ভব।

বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিয়া গদাধর খানিকক্ষণ বন্ধ-দরজার সামনে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন। কড়া নাড়িবেন কিনাড়িবেন না? চলিয়া যাওয়াই বোধহয় ভালো! একবার চলিয়া যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং মরীয়া হইয়াসজোরে কড়া নাড়া দিলেন। প্রথম দু'একবার নাড়াতে কেহসড়া দিল না। মিনিট তিন-চার পরে ছোকরা চাকর আসিয়াদরজা খুলিয়া বলিল—কাকে চান আপনি?

গদাধর বলিলেন—মিস্ শোভারানি মিত্র আছেন?

তাঁহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। চাকর বলিল—হ্যাঁ, আছেন। আপনার কি দরকার?

—আমার বিশেষ দরকার আছে, একবার দেখা করবো।

—কি নাম বলবো?

—বলো, গদাধরবাবু, শচীনের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন।

একটু পরে চাকর আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল—চলুনওপরে।

উপরের হলঘর পার হইয়া সেদিনের সেই কামরাতেচাকর তাঁহাকে লইয়া গেল। গদাধর গিয়া দেখিলেন, শোভা একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া কি বই পড়িতেছেন—পাশেরটিপয়ের উপর পেয়ালা ও ডিশ, বোধহয় এইমাত্র চা-পান শেষকরিয়াছেন।

গদাধর ঢুকিতেই শোভা ইজিচেয়ার হইতে আধ-ওঠাঅবস্থায় বলিল—আসুন গদাধরবাবু, আসুন।

—আজ্ঞে, নমস্কার।

—নমস্কার। বসুন।

—গদাধর বসিলেন। শোভারানি পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কথা নাই। আন্দাজ পাঁচ-মিনিট পরেশোভা হাতের বইখানি পাশের টিপয়ে রাখিতে গিয়া সেখানেচায়ের পেয়ালা দেখিয়া বিরক্তির সুরে বলিল—আঃ, এগুলোফেলে রেখেচে এখনো ! ওরে ও গোবিন্দ।

গদাধর আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—এই এলাম। শচীন একখানা চিঠি লিখে রেখে এসেছিল আমার বাড়িতে। আপনার সঙ্গে দেখা করা দরকার নাকি, নির্মলের জন্যে—তাই।

এতক্ষণ পরে শোভার মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। সেবলিল—নির্মলবাবুর কথা ছেড়ে দিন। আপনি কি নির্মলবাবুরবিশেষ বন্ধু ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি ওর বাল্যবন্ধু।

—নির্মলবাবুর অবস্থা ভালো নয় বোধহয়?

—সেইরকমই বটে। কিন্তু সে কি করেছে, বলুন তো ? আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।

—সে-কথা আপনাকে বলে শুধু মনে কষ্ট দেওয়া। স্টুডিওর একটা চেক ভাঙাতে দিয়েছিলাম—দুশো টাকার চেক—তারপর থেকে আর দেখা নেই। আপনি যেদিন এখানে এসেছিলেন, তার পরের দিন। শুনেছি, কোল্লগরে আছে—চিঠি লিখেও শচীনবাবু উত্তর পায় না। অথচ আমার এদিকে টাকার দরকার।

গদাধর বুঝিলেন, শচীন যাহা গুরুতর ব্যাপার বলিতেছে।—তাহা এমন গুরুতর নয়। নির্মল মাঝে মাঝে এমন করিয়াথাকে। তাঁহার চেক ভাঙাইতে গিয়াও সে এমন করিয়াছে। তবেতিনি বাল্যবন্ধু—তাঁহার বেলা যাহা করা চলে, সব ক্ষেত্রে তাহা করা উচিত ? নির্মলটার বুদ্ধিসুদ্ধি যে কবে হইবে !

তিনি বলিলেন—তাই তো, ভারি অন্যায় দেখছি তার। আমার সঙ্গে একবার দেখা হলে আচ্ছা করে ধমকে দেবো।

—হ্যাঁ, দেবেন তো—দেওয়াই উচিত।

মুদু উদাসীন কণ্ঠস্বর শোভার। রাগ বা বাঁঝ তোলাই-ই—এমন কি, এতটুকু উদ্বেগের রেশ পর্যন্ত নাই ! গদাধর মুগ্ধ হইলেন। এক্ষেত্রে তাঁহাকে সামনে পাইয়া চোঁচামেচি করা এবং টাকার একটা কিনারা হওয়া সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রদর্শন, পরামর্শ আহ্বান করা ইত্যাদিই স্বাভাবিক। পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে ইহা অপেক্ষা অনেক তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া ভীষণ চিৎকার ওরাগারাগি করিতে দেখিয়া আসিতেছেন তিনি আজীবন। কিন্তুদুশো টাকার ক্ষতি সহ্য করিয়াও এমন নিরুদ্বেগ শান্ত ভাব তিনিকখনো দেখেন নাই, না মেয়েদের মধ্যে, না পুরুষদের মধ্যে।

গদাধর একটি সাহসের কাজ করিলেন। বিনীতভাবেবলিলেন—একটা কথা বলি—কিছু মনে করবেন না।

শোভা বলিল—কি, বলুন ?

—আপনার টাকার দরকার বলছিলেন,...ও টাকাটা আমি কাল সকালেই আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। নির্মলের কাছ থেকেচেকের টাকা আমি আদায় করে নেবো।

—আপনি ?না না, আপনি কেন দেবেন ?

—আজ্ঞে তা হোক। আপনি যদি কিছু মনে না করেন...

শোভা আর কোনো তর্ক না করিয়া বেশ নির্বিকার কণ্ঠে বলিল—বেশ, দেবেন।

গদাধর কৃতার্থ হইয়া গেলেন যেন। বলিলেন—কালসকালে কি থাকবেন ?

—আমি এগারোটা পর্যন্ত আছি।

—তাহলে আমি নিজেই ওটা নিয়ে আসবো।

—আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন কেন—কাউকেদিয়ে পাঠিয়ে দেবেন না হয়।

গদাধর দেখিলেন, এ জায়গায় অন্য কাহাকেও চেক্ দিয়া পাঠানো চলিবে না—নতুবা ভড় মহাশয়কে পাঠাইয়া দিলেচলিত। ভড়মহাশয় বা অন্য কেহ মুখে কিছু না বলিলেও, নানারকম সন্দেহ করিতে পারে—কথাটা পাঁচ-কান হওয়াওবিচিত্র নয় সে-অবস্থায়। সুতরাং তিনি বলিলেন—তাতে কি, কষ্ট করবার কি আছে এর মধ্যে ! আমি নিজেই আসবো এখন।

—কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন ?

—আজ্ঞে, লালবিহারী সা রোড, মানিকতলা।

—নির্মলবাবুকে চিনলেন কি করে ?

—আমার গাঁয়ের লোক...এক গাঁয়ে বাড়ি।গদাধরের অত্যন্ত কৌতূহল হইল, শোভারানির সঙ্গে নির্মলের কি ভাবে পরিচয় হইল জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ আবারদু'জনেই চুপ। গদাধর অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, এবার বোধ হয় যাওয়া ভালো—বেশিক্ষণ থাকা হয়তো বেয়াদপি হইবে। কিন্তু হঠাৎ ওঠেনই বা কি বলিয়া !

শোভাই হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চা খাবেন ?

গদাধর জানাইলেন, এখন তিনি চায়ের জন্য কষ্ট দিতেরাজী নন— এইমাত্র খাইয়া আসিলেন, শোভারানি আবার চুপকরিল।

কিছুক্ষণ উসখুস্ করিয়া গদাধর বলিলেন—তাহলে আমিএবার যাই, রাত হয়ে গেল।

শোভা বলিল—আচ্ছা,আসুন তবে।

গদাধর উঠিলেন, এবার শোভা এমন একটি ব্যাপারকরিল, তার মতো গর্বিতা মেয়ের নিকট গদাধর যাহা প্রত্যাশাকরেন নাই—শোভা ইজিচেয়ার হইতে উঠিয়া সিঁড়ির মুখপর্যন্ত তাঁহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। গদাধর সমস্ত দেহে এক অপূর্ব আনন্দের শিহরণ অনুভব করিলেন। নেশার মতোসেটা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল সারা পথ। গদাধরেরপক্ষে এ অনুভূতি এত নূতন যে, তিনি নিজের এই পরিবর্তনকেমন ভীত হইয়া পড়িলেন।

স্বামীকে সিঁড়িতে উঠিতে দেখিয়া অনঙ্গ বলিল—বাপরে!এত দেরি করবে তা তো বলে গেলে না—আমি বসে বসেভাবচি !

—ভাবার কি দরকার আছে ?ছেলেমানুষ তো নই যে পথহারিয়ে যাবো !

হঠাৎ সেই অপূর্ব অনুভূতি যেন ধাক্কা খাইয়া চুরমারহইয়া গেল। সাধারণ মানুষের মতোই দৈনন্দিন একঘেয়েমি ওবৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে গদাধর খাইতে বসিলেন।

পরদিন সকালে আটটার পরে গদাধর শোভারানির বাড়ি গিয়া কড়া নাড়িলেন। ছোকরা চাকরটি দরজা খুলিয়াতঁাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং উপরে লইয়া গিয়াবারান্দার বেতের চেয়ারে বসাইয়া বলিল—মাইজি নাইবারঘরে—আপনি বসুন।

একটু পরে ভিজে এলো-চুলের রাশি পিঠে ফেলিয়াসদ্যন্মাতা শোভা সিম্বলের সাদা শাড়ি পরিয়া ঘরে ঢুকিয়াবলিল—এই যে, এসেছেন ! নমস্কার। খুব সকালেই এসেপড়েছেন। বসুন, আমি আসচি।

শোভা পাশের ঘরে ঢুকিয়া দুখানা মাসিকপত্র, একখানালেটোরপ্যাড ও একটা ফাউন্টেন পেন লইয়া ইজিচেয়ারটিতেআসিয়া বসিল এবং চেয়ারের চওড়া হাতলের উপর সেগুলিরাখিয়া গদাধরের দিকে চাহিয়া বলিল—তারপর ?

তার মুখও অন্যান্য দিনের মতো উদাসীন অপ্রসন্ন নয়। বেশ প্রফুল্ল। এমন কি ঈষৎ মৃদু হাসিও যেন কখনো অধরপ্রান্তে আসিতেছে, কখনো মিলাইয়া যাইতেছে।

গদাধর পকেট হইতে চেকবই বাহির করিতে করিতেবলিলেন—সেই চেকখানা...।

শোভা হাসিমুখে বলিল—বসুন চা খান, আমি এখনো চাখাই নি। স্নান না করে কিছু খাই না। আপনার তাড়া নেই তো ?

—আজ্ঞে না, তাড়া নেই। চা কিন্তু একবার খেয়ে—

—সেটা উচিত হয় নি, এখানে যখন সকালে আসছেন। কোনো আপত্তি নেই তো ?

গদাধর তটস্থ হইয়া বলিলেন—আজ্ঞে না, আপত্তি কি?

শোভা বলিল—ওরে নিয়ে আয়, ও লালচাঁদ।

গদাধর দেখিলেন, এ অন্য-একজন চাকর। শোভারানিরঅবস্থা তাহা হইলে বেশ ভালো। তিনজন চাকর আছে, ঝাওএকটা ঘুরিতেছে—ঠাকুর নিশ্চয়ই আছে। ‘স্টার’ অভিনেত্রীশোভারানি নিশ্চয় নিজের হাতে রান্না করেন না !

লালচাঁদ দ্রুতে দু-পেয়ালা চা, আর দুখানা প্লেটেডিমভাজা, টোস্ট ও দুটি করিয়া কলা লইয়া দুটি টী-পয় সাজাইয়া দিয়াচলিয়া গেল।

শোভা বলিল—নুন দেয় নি দেখচি। আপনাকেও দেয়নি ?আঃ, এদের নিয়ে—ও লালচাঁদ !

আপনি তো অনেক বেলায় চা খান ! এখন নটা বাজে।

—আমি ?হ্যাঁ, তাই হয়। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েযায়, প্রায় সাড়ে-সাতটা—এক-একদিন তার বেশিও হয়।স্টুডিওতে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ হচ্ছে আজকাল—রাতএগারোটা হয় এক-একদিন ফিরতে।

গদাধর স্টুডিও কি ব্যাপার ভালো জানিতেন না, কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, সেখানে কিহয় ?ছবি তৈরি হয় বুঝি ?

শোভা বিস্ময়ের সহিত বলিল—আপনি জানেন না ?দেখেননি কখনো ?টালিগঞ্জের ওদিকে কখনো—ও !....

—আজ্ঞে, আমরা হলাম গিয়ে পল্লীগ্রামের লোক, আড়তদারি ব্যবসা নিয়েই দিন কেটে যায়। সত্যি কথা বলতে, কখনই বা সময় পাবো, আর কখনই বা সেই টালিগঞ্জে গিয়েস্টুডিও—

হাসিয়া শোভা বলিল—তা তো বটেই। বেশ, চলুন নাএকদিন—আমার গাড়িতে যাবেন আমার সঙ্গে, স্টুডিও দেখেআসবেন।

গদাধর কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, আমার গাড়ি !মানে ?তাহা হইলে মোটরও আছে। গদাধর যাহা মনেকরিয়াছিলেন তাহা নয়, এ মেয়েটির অবস্থা হয়তো তাঁহারঅপেক্ষাও ভালো। কলিকাতার লোককে বাহিরে দেখিয়া চেনাযায় না। তিনি এতদিন পাটের ব্যবসা করিয়া পাটের ফেঁসো খাইয়া মরিলেন, মোটরগাড়ির মুখ দেখিতে পাইলেন না। অথচ মেয়েটি এই অল্পবয়সে—দেখ একবার। বিনীতভাবে তিনিউত্তর দিলেন—আজ্ঞে, তা গেলেই হয়, আপনি যদি—তা বরং একদিন...

—আর এক পেয়ালা চা ?

—আজ্ঞে না, আর...

—আমার কিন্তু দু'পেয়ালার কমে হয় না। সারাদিনের মধ্যে দশ-বারো বার হয়ে যায়—স্টুডিওতে তো খালি চা আরখালি চা—না হলে পারিনে, হাঁপিয়ে পড়ি—যেমন পরিশ্রম, তেমনি গরম—

চাকর এক পেয়ালা চা আনিয়া শোভার পাশের টীপয়েরাখিয়া তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। শোভাতাহাকে বলিল—না, এখন যা—আপনি সত্যিই নেবেন নাআর-এক—

—আজ্ঞে না, আমার শরীর খারাপ হয় বেশি চা খেলে। তেমন অভ্যেস নেই তো !

—আপনার শরীর দেখে মনে হয় বোধহয় ম্যালেরিয়া হয়মাঝে মাঝে ?

—আগে হয়ে গিয়েচে, কলকাতায় আর হয় না।

—বাড়ি করেচেন তো এখানে ?বেশ, এখানেই থাকুন।শচীনবাবু আপনার ভাই হয় সম্পর্কে ?ও জানেন, আমাদেরস্টুডিওতে কাজ করে। আমার সঙ্গে আজ দেখা হবে এখন—বলবো আপনার কথা।

—শচীন স্টুডিওতে কাজ করে, তা তো জানতুম না।

—জানতেন না নাকি ?বেশ। সেই নিয়েই তো আমারসঙ্গে জানাশোনা হলো—এখানে আসে যায় মাঝে মাঝে।আমার গানগুলো একবার সুর দিয়ে ওর সঙ্গে সেট করে নিই।

শচীন বাজাইতে পারে, গদাধর আগেই জানিতেন— সখের যাত্রার দলে বাঁশি বাজাইয়া বেড়াইয়া লেখাপড়াশিখিল না, কখনো বিষয়-আশয় দেখাশুনা করিল না। সে যেকলিকাতায় আসিয়া 'এত বড়-বাজিয়েহইয়া উঠিয়াছে, ফিল্মতোলার স্টুডিওতে চাকরি করে—এত খবর তিনি রাখিতেন না। শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইলেন।

চা-পান শেষ হইলে গদাধর দু'এক কথার পরপুনরায় চেক্-বই বাহির করিলেন। একটু ইতস্তত করিয়াবলিলেন—তাহলে ক্রস্ চেক দেবো কি ?আপনার পুরোনামটা—

—ও, চেকখানা ?ও আপনাকে দিতে হবে না।

গদাধর এমন বিস্মিত হইলেন যে তাঁহার মনে হইল, তিনিকথার অর্থ ঠিক বুঝিতেছেন না। শোভার মুখের দিকে চাহিয়াপুনরায় বলিলেন,—না, মানে আমি বলছি, আপনার নামটাচেকে লিখে ক্রস্ করে দেবো কিনা ?

শোভা এবার বেশ ভালো ভাবেই হাসিল। মৃদুহাসি নয়, সত্যিকার আমোদ আর কৌতুকের হাসি। গদাধর মুগ্ধ হইয়াগেলেন সেই অতি অল্প দু'এক সেকেন্ডের মধ্যেই। হাসিলে, যে-সব মেয়ে যথার্থ সুন্দরী, তাদের চোখে-মুখে কি সৌন্দর্য ও মোহ ফুটিয়া উঠে—গদাধর পাটের বস্তা ওজন করিয়ামোকামে সোকামে ঘুরিয়া কাল কাটাইয়াছেন এতদিন—কখনো দেখেননাই !

হাসিতে হাসিতে শোভা বলিল—আপনি ভারি মজারলোক—বেশ লাগে আপনাকে—শুনতে পেলেন না, কিবলচি ?ও চেক্ দিতে হবে না আপনাকে।

—কেন বলুন তো ?

—আপনার বন্ধু নিয়ে গেল টাকা আমার কাছ থেকেঠকিয়ে—আপনি কেন দণ্ড দেবেন ?গেল, যাক্গে আমারইগেল।

—না না, তা কখনো নয় ?আমারতো বন্ধু, ও অভাবী লোক, ঠিক যে ঠকিয়ে নিয়েছে, তা নয়। ও টাকা আমি আদায়করবো। নিন্ আমার কাছ থেকে—আপনার পুরো নামটা—

শোভার মুখশ্রী ও চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সদয় হইয়াআসিয়াছে—সে গর্বিত ও উদাস ভাব আর মুখে-চোখেলাই। দুই হাত অদ্ভুত নাচের ভঙ্গিতে সামনের দিকে প্রসারিতকরিয়া সে বলিল—না, আমি বলচি, কেন দুশো টাকা মিথ্যেদণ্ড দেবেন ?যদি আদায় করতে পারি, আমিই করবো। আমিফিল্মে কাজ করি। অনেক লোকের সঙ্গে মিশি রোজ—মানুষচিনি। আপনার বন্ধুটি আপনার মতো ভালোমানুষ লোককেকখনো টাকা শোধ করবে না-কিন্তু আমার কাছে করবে।চেক্-বইটা পকেটে ফেলুন।

গদাধর চুপ করিয়া রহিলেন, আর কিছু বলা ভদ্রতা-সঙ্গতহইবে না হয়তো। জোর করিয়া কাহাকেও টাকা গছাইতেআসেন নাই তিনি।

শোভা বলিল—কিছু মনে করেন নি তো ?

—আজ্ঞে না, এর মধ্যে মনে করার কি আছে ?তবে...

শচীনবাবুকেকিছু বলবার থাকে তোবলুন—স্টুডিওতেদেখা হবে।

—আমি এখানে এসেছিলুম এই কথাই বলবেন, তাছাড়া আর কি ! তাহলে আমি উঠি আজ। নমস্কার।

গদাধর সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়, এবারও শোভাসিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা দিয়া বাহির হইবার সময়গদাধর দৈবাৎ একবার উপরের দিকে চাহিতেই শোভার সঙ্গেচোখাচোখি হইয়া গেল। গদাধর ভদ্রলোক, লজ্জিত হইলেন।অমনভাবে চাওয়া উচিত হয় নাই। কি উনি মনে করিলেন !

মেয়েটি অদ্ভুত। কাল বলিয়া দিল টাকা আনিতে, অথচ আজ কিছুতেই লইতে চাহিল না। টাকা এভাবে কে ফিরাইয়াদেয় আজকালকার বাজারে বিশেষ তিনি যখন যাচিয়াই দিতেগিয়াছিলেন।

সেদিন সারাদিন আড়তের কাজকর্মের ফাঁকে মেয়েটির মুখ কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না। সেইসদ্যস্নাতা মূর্তি, হাসি-হাসি সুন্দর মুখ,দয়ার্দ্র ভাগর চোখ দুটি।ছবির সেই বধূ কমলা !

বৈকালে চা ও লুচি খাইতে দিয়া অনঙ্গ বলিল—হ্যাঁগো, নির্মল ঠাকুরপো কোথায় ?

—কেন ?কি হয়েছে বলো তো ?

—সুধা আমায় একখানা চিঠি লিখেচে—তাতে সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েচে, লিখেচে, নির্মল ঠাকুরপোর কোনো পাত্তানেই—এতদিন দেশ থেকে এসেচে...

—কি করে বলবো, বলো ?ওসব কথার কি উত্তর দেবো ?সে তো আমায় বলে যায়নি ?

স্বামীর বিরক্তির সুর অনঙ্গ লক্ষ্য করিল। আজকাল যেন কি হইয়াছে, কথা বলিলে সব সময় রাগ-রাগ ভাব !কলিকাতায় আসিয়া এই কিছুদিন হইল এরূপ হইয়াছে স্বামীর। আগে সে কখনো এমন দেখে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়ানরম-সুরে সে জিজ্ঞাসা করিল—আজ রাত্রে কি খাবে ?

গদাধর স্পষ্টই বিরক্ত হইলেন। এসব জাতীয় মেয়েদের মুখে অন্য কোনো কথা নাই—কেবল খাওয়া আর খাওয়া !কি কথাই-বা জানা আছে যে বলিবে ?উত্তর দিলেন—সে হলরাতের কথা—যা হয় হবে-এখন, তা নিয়ে এখন মাথাব্যথাকিসের?

অনঙ্গ এবার রাগ করিল; বলিল—সব তাতেই অমন খিচিয়ে ওঠো কেন আজকাল, বলো তো ?মিষ্টি কথায়উত্তরদিতে ভুলে গেলে নাকি ?এমন তো ছিলে না দেশে ! কি হয়েছে আজকাল তোমার ?

গদাধর এ-কথার উত্তর দিলেন না। সংসার হঠাৎ তাঁহারকাছে নিতান্ত বিশ্বাদ মনে হইল। অনঙ্গ আধ-ময়লা একখানাশাড়ি পরিয়া আছে, মাথার চুল এখনো বাঁধে নাই, কেমন যেনঅগোছালো ভাব—তাছাড়া ওর মুখ দেখিলেই মনে হয়, এই বয়সে বুড়ি হইয়া পড়িয়াছে যেন!

কিসের জন্য তিনি এসব করিয়া মরিতেছেন ?কাহার জন্যপাটের দালালি আর দুপুরের রোদে-রোদে মোকামে-মোকামেঘুরিয়া পাটের কেনা-বেচা! সত্যিকার জীবনের আমোদ কি তিনি একদিনও পাইয়াছেন ?পুরুষমানুষের মন যা চায় নারীরকাছে—অনঙ্গ কেন, কোনো মেয়ের কাছেই কি এতদিন তাপাইয়াছেন ?জীবনে তিনি কি দেখিলেন, কি-বা পাইলেন ! এইকলতলায় এঁটো বাসনের স্থূপ, ওই আধময়লা ভিজে কাপড়েররাশি, ওই কয়লা-কাঠের গাদা, আলু-বেগুনের চুবড়িটা—এইসংসার ?এই জীবন ?ইহাই তিনি চিরকাল দেখিবেন ওজানিবেন ?

শচীনকে গ্রামের লোকে নিন্দা করে, কিন্তুশচীন তাঁহার চেয়ে ভালো। সে জীবনকে ভোগ করিয়াছে। তিনি কি করিয়াছেন ?কিছুই করেন নাই।

অনঙ্গ বলিল—বড় ঠাণ্ডা পড়েচে, আজ আর কোথাওবেরিয়ো না সন্দের পর।

—সন্দের এখন অনেক দেরি। আড়তের কাজ মেটে নি, সেখানে যেতে হবে এখনি।

—কখন আসবে ?

—তা কি করে বলি ?কাজ মিটে গেলেই আসবো।

—ভড়মশায় কি রাত্রে এখানে খাবেন ?

—কেন, সে খাচ্ছে কোথায় ?ওবেলা আসে নি ?

—আজ দুদিন তো আসেন না। একটু জিগ্যেস করো তো। দুদিন ভাত রান্না রইলো, অথচ লোক এলো না ! আরতুমিও দেরি করো না।

কথা শেষ করিয়াই অনঙ্গ আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়াবলিল—সত্যি, আমার ওপর তুমি রাগ করো নি ?আজ তুমিসকাল-সকালএসো। গাঁয়ে গেলে,কি-রকমদেখলে-না-দেখলেকিছুই শুনি নি। শুনবো-এখন। এসো সকাল-সকাল—কেমন তো ?

গদাধর আড়তে যাইবার পথে ভাবিলেন—কি বিশ্রীজীবন ! একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। আর ভালো লাগে না এ।

সেই রাত্রেই সন্ধ্যার পরে গদাধর শোভারানির বাড়িরদরজায় কড়া নাড়িলেন। চাকর আসিয়া বলিল—কে !

মিস্ মিত্র আছেন ?

—মাইজি স্টুডিও থেকে ফেরেননি।

—কখন আসেন ?

—আজ সকাল-সকাল আসবেন বলে গিয়েচেন—এই আটটা....

—ও ! আচ্ছা, থাক তবে।

—কিছু বলতে হবে, বাবু ?

—না—আচ্ছা—না, থাক। আমি অন্য একসময় বরং...

বলিতে বলিতে দরজার সামনে শোভারানির মোটরআসিয়াদাঁড়াইল এবং মোটরেরদরজাখুলিয়ানামিয়া গদাধরকেদেখিয়া শোভা বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনি এখন ?কি বলুনতো ?

গদাধর হঠাৎ যেন সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইয়া গেলেন। কেন এখানে আসিয়াছেন, তাহার কি উত্তর দিবেন ? নিজেইকি তাহা ভালো বুঝিয়াছেন ? বোঝেন নাই। কিন্তু তিনিকোনোকিছু উত্তর দিবার পূর্বেই শোভা অপেক্ষাকৃতনরমসুরে বলিল—আসুন, চলুন ওপরে। আপনি যে রকম মানুষ, তাতে পাটের আড়তদার হওয়া উচিত ছিল না, উচিত ছিল কবিহওয়া। আসুন।

এইদিন হইতে গদাধর আড়ত হইতে সন্ধ্যার পরে প্রায়ইদেরিতে বাড়ি ফিরিতে লাগিলেন। অনঙ্গ প্রথম প্রথম কতবকিত, রাগ করিত, এত রাত হইবার কারণ কি—শরীর খারাপ হইলে টাকায় কি হইবে ? এত পরিশ্রম শরীরে সইবে কেন ? ইত্যাদি। গদাধর প্রায়ই কোনো উত্তর দিতেন না। যখন দিতেন, তখন নিতান্তই সংক্ষপে। কি যে তার অর্থ, তেমন পরিষ্কার হইতনা। বাড়ি ফিরিয়া গদাধর সব দিন খাইতেনও না, না খাইয়াশুইয়া পড়িতেন। অনঙ্গ নিজেদের শোবার ঘরে খাবার আনিয়াত্ন করিয়া জাল দিয়া ঢাকা দিয়া, জাগিয়া বসিয়া থাকে, স্বামী কখন আসিয়া কড়া নাড়িবেন—কারো সাড়া না পাইলে রাগকরিয়া বসিবেন হয়তো !

শীত চলিয়া গেল। ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ।

এবার পাটের কাজে বেশ লাভ হইয়াছে—গদাধর সেদিনকথায় কথায় প্রকাশ করিয়াছেন স্ত্রীর কাছে।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি। অনঙ্গ বাড়িতে সত্যনারায়ণেরব্যবস্থা করিয়াছে—পূজা হইবার পরে আড়তের লোকজনখাওয়ানো হইবে, আশেপাশের দু'চারজন প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণকরা হইয়াছে। আড়তের কর্মচারীদের বসাইয়া লুচি খাওয়ানোহইবে, বাকি সকলকে সত্যনারায়ণের প্রসাদ ও ফলমূল মিস্ট্রান্ইত্যাদি দ্বারা জলযোগ করানো হইবে।

অনঙ্গ সারাদিন উপবাস করিয়া আছে, স্বামী ফিরিলেপূজা আরম্ভ হইবে এবং তাহার পর সকলকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। পাশের গলিতে সিধুর মা নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বিধবা খোলার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করেন, তাহার একটি মাত্র ছেলেসামান্য মাহিনার চাকরি করে। অনঙ্গ তাঁহাকে এবেলা খাইতেবলিয়াছে, তিনি আসিয়া পূজার নৈবেদ্য ইত্যাদি গুছাইয়াদিয়াছেন—অনঙ্গ তাঁহাকে একটু অনুরোধ করিয়াছিল সন্ধ্যারপরে একটু জলযোগ করিতে, তিনি বলিয়াছেন—এখন কেনমা, পুজো-আচ্ছা হয়ে যাক, বিধবা মানুষ, একেবারে সকলেরশেষে যা হয় কিছু মুখে দেবো। তুমি রাজ-রানি হও, ভাই, তোমার বড্ড দয়া গরিবের ওপরে। আমার ছেলে তো মাসিমাবলতে অঞ্জান।

সন্ধ্যার পরে পূজা আরম্ভ হইল। লোকজন একে একে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশের বাড়ির ভদ্রলোকেরাওআসিলেন। এখনো গদাধর আসেন নাই—তিনি আসিলেইনিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো শুরু হইবে।

অনঙ্গ আজ খুব ব্যস্ত। নিজে সে রান্নার তদারক করিয়াছে বৈকালহইতে। সবদিকে চোখ রাখিয়াচলিতে হইয়াছে, যাহাতেকোহ কোনো ত্রুটি না ধরে। পূজা শেষ হইয়া রাত পড়িল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, গৃহস্বামীএখনো আসেন নাই ! দু'একজন তাগাদাও দিলেন, তাঁহাদেরসকাল-সকাল বাড়ি ফিরিতে হইবে, কাজ আছে অন্যত্র।

হরিয়া চাকরকে ডাকিয়া অনঙ্গ বলিল—দ্যাখ তো, আড়তথেকে কেউ এসেচে ?



হরিয়াবাহিরেরঘর দেখিয়া আসিয়াবলিল—চার-পাঁচজনএসেচে মাইজি। তবে ভড়মশায় আসেন নি এখনো।

সিধুর মাকে ডাকিয়া অনঙ্গ বলিল—কি করবো দিদি, সব খেতে বসিয়ে দিই, কি বলেন ?উনি বোধ হয় কাজে আটকে পড়েছেন। ভড়মশায় যখন আসেন নি—তখন দু'জনে কাজশেষ করে চাবি দিয়ে একসঙ্গে আসবেন। এদের বসিয়ে রেখেকি হবে ?

সিধুর মা বলিলেন—তাই বসিয়ে দাও। আমি সব দিয়েআসচি গিয়ে—আমায় সাজিয়ে দাও।

বাহিরের লোক সব প্রসাদ খাইয়া চলিয়া গেল। আড়তেরলোকদের খাওয়াইতে বসানো হইল না, গদাধর ও ভড়মশায়ের অপেক্ষায়। রাত ক্রমে দশটা বাজিল। তখন আর কাহাকেও অভুক্ত রাখিলে ভালো দেখায় না, সিধুর মার পরামর্শেতাহাদেরও বসাইয়া দেওয়া হইল।

তাহাদের খাওয়া শেষ হইল, রাত তখন প্রায় এগারোটা, পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রি—গ্যাস ইলেকট্রিকের আলোর বাধা ঠেলিয়াও এখানে-ওখানে স্ব-মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এমনসময় ভড়মশায় আসিলেন—একা।

অনঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া ভড়মশায়কে বলিল—উনি কই ?এত দেরি কেন আপনাদের ?

ভড়মশায় বলিলেন—আমি হাটখোলায় তাগাদায়বেরিয়েছি ন'টার আগে। উনি তো তখনি বেরুলেন—আমিভাবচি এতক্ষণ বুঝি এসেছেন।

ভড়মশায়ের গলার স্বর গম্ভীর। তিনি কি একটা যেনচাপিতে চেষ্টা করিতেছেন।

অনঙ্গ ব্যস্ত ও ভীতকণ্ঠে বলিল—তাহলে উনি কোথায়গেলেন, তাঁর খবরটা একবার নিন—সঙ্গে টাকাকড়ি ছিলনাকি?

ভড়মশায় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—না, সে-সব ছিল না।ভয় নেই কিছু ! নইলে কি আমি চুপ করে বসে থাকি বৌমা?তিনি হারিয়েও যান নি বা অন্য কোনো কিছু না।

অনঙ্গ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—যাক্, তবুও বাঁচা গেল। কাজে গিয়ে থাকেন, আসবেন-এখন—তার জন্যেভাবনা নেই, কিন্তু এত রাত হয়ে গেল, বাড়িতে একটা কাজ, তাই বলচি।

ভড়মশায় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—একটা কথা মা, বলিতবে। ভেবেছিলাম, বলবো না—কিন্তু না বলেও তো পারিনে।

অনঙ্গ ভড়মশায়ের মুখের ভাবে ভীত হইয়া বলিল— কেন, কি হয়েছে ?কি কথা ?

—আমি বলেচি, এ-কথা যেন বাবুর কানে না ওঠে।আপনাকে মেয়ের মতো দেখি, তেরো বছরের মেয়ে যখন প্রথম ঘর করতে এলেন, তখন থেকে দেখে আসচি, কথাটা নাবলেও পারিনে। উনি আর সে বাবু নেই। এখন কোথায় গিয়ে যে রাত পর্যন্ত থাকেন, সকাল-সকাল আড়ত থেকে বেরিয়েযান—সন্দের আগেই চলে যান এক-একদিন। তারপর শুধু তাইনয়, এ সব কথা না বললে, বলবেই-বা কে, আমি হচ্ছি পুরানো লোক..এক-কলমে আজ পঁচিশ বছর আপনাদের আড়তেকাজ করচি আপনার শ্বশুরের আমল থেকে। আজকালব্যাকের টাকাকড়িরও উনি গোলমাল করচেন। সেদিন একটাএকহাজার টাকার চেক্ ভাঙতে গেলেন নিজে—কিন্তু খাতায়জমা করলেন না। নিজের নামে হাওলাত-খাতে লেখালেন।এই ক'মাসের মধ্যে প্রায় সাড়ে ছ'হাজার টাকা হাওলাত লিখেচেন নিজের নামে। এসব ঘোর অব্যবস্থা। উনি যেনকি হয়েচেন, সে বাবু আর নেই—এখন কথা বলতে গেলেই খিচিয়ে ওঠেন, তাই সাহস করে কিছু বলতেও পারি নে।

অনঙ্গ পাংশুমুখে সব শুনিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভড়মশায় বলিলেন—আমার মনে হয় বৌমা, আমাদের সেই গাঁয়েই আমরা ছিলাম ভালো। বেশি টাকার লোভেকলকাতা এসে ভালো করি নি।

অনঙ্গ উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বলিল—এখন উপায় কি বলুনভড়মশায়—যা হবার হয়েছে, সে-কথা ছেড়ে দিন।

—আমি তলায়-তলায় সন্ধান নিচ্ছি। এখনো ঠিক বুঝতে পারি নি, উনি কোথায় যান, কি করেন ! তবে লক্ষণ ভালো নয়সেই দিনই বুঝেছি, যেদিন বড়-তরফের শচীনবাবু গুঁর সঙ্গেমিশেচে। শচীন আর মাঝে মাঝে আসে নির্মল।

—তবেই হয়েছে ! আপনি ভালো করে সন্ধান নিন ভড়মশায়—আমার এ কলকাতা শহরে কেউ আপনার জন নেই—এক আপনি ছাড়া। আপনি নিজে বুঝেবুঝে ব্যবস্থাকরুন। আমিও দেখছি কমাস ধরে উনি অনেক রাত্রে বাড়িআসেন, আমি কাউকে সে কথা বলি নি। তা আমি ভাবি, আড়তের কাজ বেড়েছে, তাই বুঝি রাত হয়। মেয়েমানুষ কি বুঝি বলুন ?আসুন, আপনি আর কতক্ষণ বসে থাকবেন, খেয়ে নেবেন চলুন। ভগবান যা করবেন, তার ওপর হাতনেই—অদেষ্টি যা আছে, ও আর ভেবে কি করবো !

চোখের জলে অনঙ্গ কথা শেষ করিতে পারিল না।

ঠিক সেই রাত্রে বাগমারী রোড ছাড়াইয়া খালধারেরবাগানবাড়িতে জলসা বসিয়াছে। গদাধর সেখানে আটকাইয়া পড়িয়াছেন। এই কয় মাসের মধ্যেই শচীনের মধ্যস্থতায় আরোকয়েকটি মেয়ের সঙ্গে গদাধরেরআলাপ হইয়াছে। তাহাদেরসঙ্গে কথাকহিয়া গদাধরের মন ভরিয়া ওঠে। মনেহয়, এতকালগ্রামে পাটের বস্তা লইয়া কি করিয়াই না দিন কাটাইয়াছেন। যৌবনের দিনগুলো একেবারে নষ্ট হইয়াছে।

এখানে এইবিলাসের জগতেইহারামায়া-বিভ্রম জাগাইয়াতোলে। মনে হয় ব্যবসায় যদি করিতে হয় তো এই ফিল্মেরব্যবসায়। কতকগুলো ম্যানেজার, গোমস্তা সরকার, দারোয়ান কুলির কোনো সংস্রব নাই—এমন সব কিশোরী...তাহাদেরসঙ্গে আলাপ...গানের ঝরনাধারা...এমন অন্তরঙ্গতা করিতেজানে, মনে হয়, পৃথিবী যেন মায়াপুরী হইয়া ওঠে। ওইশচীন খুব আলগাভাবে কানে মন্ত্র দেয়—পাটের কারবারতো করেচো—পয়সা পিটছে—খুবই। চালু কারবার—পাকা মুছরি গোমস্তা আছে—সে-কাজ তারা অনায়াসে দেখতেপারে—আমি বলি কি ফিল্মের ব্যবসায় যদি নেমে যাও—এব্যবসায় সারা পৃথিবী কি টাকাটা অনায়াসে রোজগার করছে।এ কারবারে লোকসানের কোনো ভয় নাই, শুধু লাভ আরলাভ। তাছাড়া এই সব মেয়ে—তোমাকে একেবারে—

শচীন ওস্তাদ মানুষ...মানুষ চরাইয়া খায়। জানে, কোন্ টোপে কোন্ মানুষকে গাঁথা যায়।...শচীন বলে—কিছু না, সামান্য পুঁজি ফেলো—নিজে গ্যাঁট হইয়া সেখানেবসিয়া থাকো। দিনের কাজের হিসাব রাখো। স্টুডিও ভাড়াপাওয়া যায়—ফিল্মের রোল ধারে যত চাও—গ্যাঁট হইতেকিছু টাকা ছাড়া—ছবির তিন-ভাগ চার-ভাগ তোলাহইবামাত্র—ডিস্ট্রিবিউটর আসিয়া কমসে-কম আগাম ষাট সত্তর হাজার টাকা নিজের তহবিল হইতে বার করিয়া দিবে,—তার পাঁচ গুণ টাকা আদায় হইয়া আসিবে—ছবি তৈয়ারহইলে সে ছবি ঘুরিবে সারা বাঙলা মুল্লুকে—তার হিন্দী করো, হোল্ ইন্ডিয়া। একখানা ছবির বাঙলা-হিন্দী দু-ভার্সনে একবছরে নিট লাভ বিশ-পঁচিশ লাখ হইবে। দু-চারিটা দৃষ্টান্তওশচীন দিল—ঐসব কোম্পানির মালিক ফিল্ম কোম্পানিরঅফিসে কেরানীগিরি করিত দেড়শো-দুশো টাকা মাহিনায়।এদিকে নজর রাখিয়া চলিত—ফস করিয়া মাড়োয়ারিক্যাপিটালিস্ট ধরিয়া আজ অত বড় কোম্পানির মালিক ! মোটরছাড়া পথ চলে না—কি প্রকাণ্ড বাড়ি করিয়াছে আলিপুরোটাকার কুমির বনিয়াছে! কি মান, কি ইজ্জত, ছেলেকে বিলাতপাঠাইয়াছে...নিরেট ছেলে বিলাত ঘুরিয়া আসিলেই—বাস্।

গদাধর শোনে। গদাধরের মনে হয়, কারবার—ব্যবসা —লাভ—শুধু তা নয়, এমন মধুর সংসর্গ। নাচ-গান...হাসি-গল্প...এসবের সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না....। সেদিন শোভারানি একটা গান গাহিতেছিল...সে গানের কটি লাইনতাহার কানে-মনে সবসময়ে বাজিতেছে—

বসন্ত চলে গেল হয় রে,—

চেয়েও দেখিনি তার পানে।

গদাধরের কেবলই মনে হয়—ও গান তাহাঁরই মনেরকথা। জীবনের কতখানি কাটিয়া গেল..পৃথিবীতে এমনরূপ-রস-গন্ধ—তার কোনো পরিচয় তিনি পাইলেন না।

এখনো...এখনো যদি কিছু পান।

আজ এ আসরে শচীন তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়ানিয়াছে।—বলিয়াছে, ফিল্মের সকলে আসিবে।—সকলেরসঙ্গে আলাপ করো—মেলামেশা করো—ভালো করিয়া দেখো, শুধু ব্যবসার দিক দিয়া। শচীনের সঙ্গে কতবার কত স্টুডিওয়তিনি গিয়াছেন।

আরো কজন ফিল্মস্টারের সঙ্গে গদাধরের আলাপপরিচয় হইয়াছে। তাহাদের সকলকেই কত ভালো লাগে !তাহারা যেন অন্য লোকের জীব ! গান আর সুর দিয়া তৈরি।

তাহারা সকলেই আছে। দোল-পূর্ণিমার রাত। বারোমাস খাটিয়া একটা দিন আমোদ না করিলে চলে ?এখানে আজস্টুডিওর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আনন্দ-সম্মেলন। আজরাত্রে এইখানেই গদাধরের ফিল্ম স্টুডিও খুলিবার কথাবার্তাহইবে, ঠিক আছে।

বাগানটা বেশ বড়। বনেদী বহুকালের পুরানো প্রমোদ-কানন। মাঝখানে যে বাড়ি আছে—সেটা দোতলা। অনেকগুলি ঘর ওপরে নীচে, মেঝে মার্বেল পাথরে বাঁধানো।দেওয়ালে বিবর্ণপ্রায় বড় বড় অয়েলপেন্টিং—অধিকাংশইনগ্ন নারী-মূর্তির ছবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কোনো বিলাসী ধনীব্যক্তি শখ করিয়া বাগানবাড়ি করাইয়া থাকিবেন।সে অতীত ঐশ্বর্য ও শৌখিনতার চিহ্ন এর প্রতি ইষ্টকখণ্ডে। বাগানবাড়ির একটা ঘর তালাবন্ধ। তার মধ্যে অনেক পুরানোবাসনপত্র, ঝাড়, কাপেট, কৌচ, কেদারা, আয়না প্রভৃতি গাদাকরা। প্রবাদ এই, সেই ঘরে মাঝে মাঝে, ঊনবিংশ শতাব্দীরমধ্যভাগে আনন্দনারায়ণ ঘোষকে চোগাচাপকান ও শামলাপরিয়া একতাড়া কাগজ হাতেঘুরিতে-ফিরিতে দেখা গিয়াছে।সেকালের বিখ্যাত এটর্নি আনন্দনারায়ণ ঘোষের নাম এখনোঅনেকে জানেন।

পুকুর-ধারে শচীন বসিয়াছিল—পাশে গদাধর এবং রেখাবলিয়া একটি মেয়ে।

রেখা বলিতেছিল—আমাদের স্টুডিওতে আপনি রোজবলেন—যাবো, যাবো—কই, একদিনও গেলেন না তো !

গদাধর হঠাৎ জড়িতস্বরে বলিলেন—আড়ত থেকেবেরোই আর তোমাদের স্টুডিও বন্ধ হয়ে যায়—যাই কখনবলো, রেখা ?

—না, আমার পার্টটা না দেখলে আপনি আমায় নেবেনকি করে ?

—আরে, তোমায় এমনিই নিয়ে নেবো, পার্ট দেখতে হবে না। চমৎকার চেহারা তোমার, তোমায় বাদ দিলে কি করেহবে ?

—সুখমা দিদিকেও নিতে হবে।

—নেবো। তুমি যাকে যাকে বলবে, তাদের সবাইকেনেবো।

—সুখমা দিদির মতো গান কেউ গাইতে পারবে না, দেখলেন তো সেদিন, রুক্মিণীর গানে কেমন জমালে ?

—চমৎকার গান—অমন শুনি নি।

শচীন পাশ হইতে বলিল—তুমি যা শোনো, সব চমৎকার !গানের তুমি কি বোঝো হে ?আজ সুষমার গান শুনো এখন, বুঝতে পারবে। সত্যি, ওকে বাদ দিয়ে ছবির কাজ চলবে না।একটু বেশি মাইনে চাইচে, তা দিয়েও রাখতে হবে। নীলা,দীপ্তি—ওদেরও দ্যাখো-এখানে ডাক দাও না সব—মিনি, সুবালা, বড় হেনা, ছোট হেনা...

গদাধর ব্যস্তভাবে বলিলেন—না, না, এখানে ডেকে কিহবে ?থাক্ সব, আমি যাচ্ছি।

## পাঁচ

বাগানের বাড়িটার সামনেই পুকুর। পুকুরের ওপারে কলমের আমগাছ অনেকগুলি—ওদিকের অংশটা তারেরজাল দিয়া ঘেরা। কারণ এখন আমার বউলের গুটিরসময় আসিতেছে ইজারাদার ঘিরবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কলমবাগান ও পুকুরের মাঝখানে এখনো বেশ ভালো ভালোগোলাপহয়। এখানে বাঁধানো চবুতরায় একটা দল ভিড় করিয়া বসিয়া গল্পগুজব ও হল্পা করিতেছে।

শচীন বলিল—অঘোরবাবুকে তাহলে ডাকি। আজদোল-পূর্ণিমা, শুভ দিন—একটা ব্যবস্থা করে ফেল। যেমন কথা আছে।

—অঘোরবাবু এসেছেন ?

—এই তো মোটরের শব্দ হল,—এলেন বোধহয়। স্টুডিওয় মোটর আনতে গিয়েছিল কিনা।

—বেশ, করে ফেল সব ব্যবস্থা।

প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক শৌখিন প্রৌঢ় লোক—রঙ শ্যামবর্ণ, বেঁটে, একহারা চেহারা—মাথার চুলে এই বয়সে ওব্রিলেন্টাইন মাখানো, মুখে সিগারেট—আসিয়া ঘাটের সিঁড়িরমাথায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—এই যে, সব এখানে।

শচীন ও গদাধর দুজনে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আসুন, আসুন অঘোরবাবু, আপনার কথা হচ্ছিল।

রেখার দিকে চাহিয়া অঘোরবাবু বলিলেন—তাই তো, আমাদের একটা কথা ছিল। না হয় চলুন ওদিকে।

রেখা অভিমানের সুরে বলিল—বললেই হয় যে, উঠেযাও, অমন করে ভণিতা করবার কি অধিকার আপনার আছেমশাই?

হাসিয়া অঘোরবাবু বলিলেন—না রেখা বিবি, অধিকারকিছু নেই, জানি ! এখন লক্ষ্মীটি হয়ে দু'পা একটু কষ্ট করে এগিয়ে গিয়ে, ওই চাতালে বসে যারা স্ফূর্তি করচে, ওখানে যাও না। আমরা একটু পাতলা হয়ে বসি।

রেখা রাগ করিয়া বলিল—অমন রেখা-বিবি, রেখা-বিবিবলবেন না বলচি। ও কেমন কথা ! না, আমি অমন সব ধরনেরকথা ভালোবাসি নে।

রেখা উঠিয়া ফড়ফড় করিয়া চলিয়া গেল।

অঘোরবাবু বলিলেন—তারপর, আপনি তো এই আছেনদেখচি। একটা ব্যবস্থা তাহলে হয়ে যাক। আজ শুভদিন—দোলযাত্রা—পূর্ণিমা তিথি।

শচীন বলিল—আর এদিকে পূর্ণিমের চাঁদের ভিড়ও লেগে গিয়েচে ঘোষেদের বাগানবাড়িতে—আমার মত যদি নাও তবে...

অঘোরবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—অহো, তোমারসবতাতে ঠাট্টা আর ইয়ার্কি ভালো লাগে না। শোন না, কি কথাহচ্ছে।

গদাধর বলিলেন—আপনি হিসেবটা করেচেন মোটামুটি?

—হ্যাঁ, এখন এগারো হাজার আন্দাজ বার করতেহবে আপনাকে। সব হিসেব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজকে-বই এনেচেন ? পাঁচ হাজার আজই দরকার। বাগানটারলিজ রেজিস্ট্রি হবে সোমবারে—সেলামির টাকা আর একবছরের ভাড়া আজ জমা দিতেই হবে। অনেকখানি জমি আছে—স্টুডিওর উপযুক্ত জায়গা বটে। আর একটা

কাজকরতে হবে আজ—সব মেয়েদের আজ কিছু কিছু বায়নাদিয়ে হাতে রাখা চাই। এই ধরুন রেখা আছে, খুব ভালো নাচ অর্গানাইজ করে। ওকে রাখতে হবে। তারপর ধরুন সুষমা—ওবেঙ্গল ন্যাশনাল ফিল্ম স্টুডিওতে এখনও কাজ করে, ওকে আগে আটকাতে হবে। একবার ওদের সব ডাকিয়ে এনে যারযার নাচ-গান দেখে-শুনে নেবেন নাকি ?

শচীন বলিল—না, না, সেটা ভালো হয় না। ওরা সবাইনামজাদা আর্টিস্ট ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কাজ করচে, কেউ বাকরেচে—ওদের নাম কে না জানে ?এই ধরুন, সুষমা....

অঘোরবাবু আঙুলে টাকা বাজাইবার ভঙ্গি করিয়াবলিলেন—আরে রেখে দাও আর্টিস্ট—সবাই আর্টিস্ট। আমিইকি কম আর্টিস্ট ?টাকা খরচ করতে হবে যেখানে, সব বাজিয়ে নেবো—এই রকম করে বাজিয়ে নেবো। আমি বুঝি, কাজ। এই অঘোরনাথ হালদার সাতটা ফিল্ম কোম্পানি এই হাতে গড়েচে, আবার এই হাতে ভেঙেচে। ও কাজ আর আমায় তুমি শিখিয়ে না।

গদাধর বলিলেন—যাক, ওসব বাজে কথায় কান দেবেন না। আপনি যা ভালো বুঝবেন, করুন। কত টাকা চাই এখন বলুন ?

—তাহলে ওদের সব ডাকি। পৃথক পৃথক কন্ট্রাক্ট হোক—সোমবার সব রেজিস্ট্রি হবে—লিজের সেলামীদু'হাজার আর ভাড়া পাঁচশো—এ টাকাটি আলাদা করে রেখে বাকি ওদের দিয়ে দেবো।

—ওদের টাকা এখন দিতে হবে কেন ?কন্ট্রাক্ট রেজিস্ট্রিহবার সময় টাকা দিলেই চলবে।

—না, না, এ তো বায়না। অঘোর হালদার অত কাঁচা কাজকরে না স্যার।

—বেশ।

—রেখার ডাক পড়িল পুকুরঘাটে। অঘোরবাবু বলিলেন—রেখা বিবি, লেখাপড়া জানো তো ?ফর্ম সই করতেহবে এখুনি।

—আবার রেখা বিবি ?

—বেশ, কি বলে ডাকতে হবে, শিখিয়ে দাও না হয় !

—কেন, রেখা দেবী পোস্টারে লেখা থাকে দেখেন নি কখনো ?রেখা বিবি বললে আমি জবাব দিই নে।

বলিয়া রেখা নাক উঁচু করিয়া গর্বিতভাবে মুখ ঘুরাইয়াইয়া চমৎকারভাবে সপ্রমাণ করিল যে, সে একজন সুনিপুণঅভিনেত্রী—যদিও ভঙ্গিটা বিলিতি ছবির অভিনেত্রীদের ছবছনকল।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখানে সই করো, বেশ পষ্ট করেলেখো—

রেখা নিজের ব্লাউজের বুকের দিকটা হইতে ছোটএকটা ফাউন্টেন পেন বাহির করিতেই অঘোরবাবু বলিয়াউঠিলেন—আরে, বল কি ! তোমার আবার ফাউন্টেন পেনবেরুলো কোথা থেকে..য়্যাঁ। তুমি দেখচি কলেজের মেয়ে কিইস্কুলের মাস্টারনী বনে গেলে ! বলি, কালি-কলমের সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক, জিজ্ঞেস করি ?টাকাটা লেখো, টাকা !

—কত টাকা ?যথেষ্ট অপমান তো করলেন !

—মাছের মায়ের পুত্র-শোক ! অপমান কিসের মধ্যে দেখলে ?সত্তর টাকার মধ্যে বায়না আজ পাঁচ টাকা।

রেখা রাগ করিয়া কলম বন্ধ করিয়া বলিল—পাঁচ টাকা?চাই না, দিতে হবে না। পাঁচ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে যারা কাজকরে, তারা একস্ট্রা ভিড়ের সিনে প্লে করে—আর্টিস্ট নয়।আমাদের অপমান করবেন না।

—কত চাও রেখা দেবী, শুনি ?

—অর্ধেক—পঁয়ত্রিশ টাকা—থার্ট-ফাইভ-রুপিজ্।

—থাক থাক, আর ইংরেজি বলতে হবে না। দিচ্ছি আমি, তাই দিচ্ছি। আমাদের একটু নাচ দেখাবে তো ?লেখো টাকাটা।

—পরে হবে এখন।

—এখনই হবে, ক্যাপিটালিস্ট দেখতে চাচ্ছেন—ওঁরইচ্ছে এখানে সকলের বড়।

রেখা দ্বিরুক্তি না করিয়াই পেশাদার নর্তকীর সহজ ওবহুবার-অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পুকুরঘাটের চওড়া চাতালের উপর আধুনিক প্রাচ্য-নৃত্য শুরু করিল। রেখা কৃশাঙ্গি মেয়ে। নাচের উপযুক্ত দেহের গড়ন বটে—জ্যোৎস্নারাত্রে নৃত্যরতা তরুণীর বিভিন্ন লাস্যভঙ্গি দেখিয়া গদাধর ভাবিলেন—টাকা সার্থক হয় এই ব্যবসায় ! খরচ করেও সুখ, লাভ যদি পাই তাতেও সুখ। যে বয়েসের যা—আমার বয়েস তো চলে যায় নি এ-সবের !

অল্প একটু বিশ্রাম করিয়া রেখা বলিল—কথাকলিদেখবেন ?সেবার এম্পায়ারে এসেছিলেন সত্যভামাদেবী—মাদ্রাজী মেয়ে, অমন কথাকলি আর কখনো...কি পোজ্‌এক-একখানা। আমরা স্টুডিও সুদ্ধু নাচিয়ের দল এম্পায়ারেদেখতে গিয়েছিলুম কোম্পানির খরচে। দেখবেন ?

—তুমি একবার দেখেই অমনি শিখে নিলে ?

—কেন নেবো না—আমরা আর্টিস্ট লোক !

—আচ্ছা, থাক এখন কথাকলি। সুষমা দেবী কই ?তাঁকে ডেকে ফর্মটা সই করে নেওয়া দরকার।

ডাক দিতে সুষমা আসিল। দেখিতে ভালো নয়, দোহারা চেহারা—গলার স্বর বেশ মিষ্ট। বেশি কথা বলে না, তবে সে আসিয়া সমস্ত জিনিসটা একটা তামাশার ভাবে গ্রহণ করিল।

অঘোরবাবু বলিলেন—টাকাটা লিখুন আগে—চল্লিশটাকা।

সুষমা কোনো কথা না বলিয়া নাম সই করিয়া চেক লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অঘোরবাবু বলিলেন—  
উহুঁ, গানগাইতে হবে একটা—

সুষমা হাসিয়া বলিল—সে কি ?এখন কখনো গান হতেপারে?

—ক্যাপিটালিস্ট বলচেন,—ওঁর কথা রাখতে হবে। গানকরুন একটা।

গদাধর মোলায়েম ভাবে বলিলেন—না,না, থাক। উনি নামকরা গায়িকা—সবাই জানে। ওঁকে আর গান গাইতে হবেনা। ও নিয়ম সকলের জন্যে নয়।

রেখা কাছেই ছিল, সে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—নিয়মটাতবে কি আমার মতো বাজে লোকদের জন্যে তৈরি ?এ তোরীতিমত অপমানের কথা! না, এ কখনো...

ইহাদের কি করিয়া চালাইতে হয়, অঘোরবাবু জানেন।তিনি রেখার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের কাছেহাত ঘুরাইয়া বলিলেন—রেখা বি—মানে দেবী, চটো কেন?গান আমরা সর্বদা গ্রামোফোনে শুনচি, রেডিওতে শুনচি। কলকাতায় তো গান শোনবার অভাব নেই কিন্তু নাচ আমরা সর্বদা দেখি নে—তোমার মতো আর্টিস্টের নাচ দেখার একটা লোভও তো আছে—বুঝলে না ?

গদাধরের বেশ লাগিতেছিল। বাড়িতে থাকিলে এতক্ষণ তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—নয়তো বসিয়া গদির হিসাবপত্রদেখিতেছেন। এ তবু পাঁচজনের মুখ দেখিয়া আনন্দেআছেন—বিশেষ করিয়া এমন সঙ্গ, এমন একটা রাত ! একবার তাঁহার মনে হইল, অনঙ্গ আজ একটু সকাল-সকাল ফিরিতেবলিয়াছিল, বাড়িতে যেন কি পূজা হইবে। তা তিনি গিয়াকি করিবেন ? ভড়মশায় আছে, নিতাই আছে—দু'জন চাকরআছে—তাহারাই সব দেখাশুনা করিতে পারিবে এখন। তাঁহারঅত গরজ নাই।

একে একে অনেকগুলি মেয়ের কন্ট্রাক্ট-ফর্ম সই করা হইয়া গেল। তাহারা পুকুরের সামনের পাড়ে—যেখানেসাবেক কালের গোলাপবাগ, সেদিক হইতে আসে—আসিয়াসই করিয়া আবার গোলাপবাগে ফিরিয়া যায়—যেন একগাছি ফুলের মালা ঢল হইয়া গিয়াছে—এক-একটি করিয়া ফুল সরিয়া সরিয়া সুতার এদিক হইতে ওদিকে নাচের ভঙ্গিতে চলিতেছে..

গদাধর কি একটা ইঙ্গিত করিলেন একজন চাকরকে।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখন আর না স্যর, যদি আমায়মাপ করেন। কাজের সময় ইয়ে ওটা বেশি না খাওয়াইভালো। হ্যাঁ, আর-একটা কথা স্যর—যদি বেয়াদবি হয়, মাপকরবেন। আপনি ক্যাপিটালিস্ট, মালিক—একটু রাশভারিহয়ে চলবেন ওদের সামনে। ওরা কি জানেন, ‘নাই’ যদিদিয়োন, তবে একেবারে মাথায় উঠেচে ! ধমকে রাখুন, ঠিক থাকবে। ‘নাই’ ওদের কখনো দিতে নেই। ওই রেখা...আপনারসামনে অত সব কথা বলতে সাহস করবে কেন ? আমি এরআগে ছিলাম বেঙ্গল ন্যাশনাল ফিল্ম-এ—ক্যাপিটালিস্ট ছিলদেবীচাঁদ গোষ্ঠে, ভাটিয়া মার্চেন্ট। ক্রোড়পতি। গোষ্ঠে যখনস্টুডিওতে ঢুকতো—তার গাড়ির আওয়াজ পেলে সব থরহরিলেগে যেত। ওই শোভা মিত্তিরের মতো—নাম শুনেচেনতো ? অমন দরের বড় আর্টিস্টও গোষ্ঠেজির সামনে ভালোকরে চোখ তুলে কথা বলতে সাহস করতো না। শোভারানি মিত্তিরের কাছে রেখা-টেখা এরা সব কি ? শোভা এখন এদেরএই কোম্পানিতে কাজ করে শুনচি।

গদাধর চুপ করিয়া শুনিলেন।

চাকর আসিয়া এই সময় জানাইল, খাবার জায়গা হইয়াছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—সব ডেকে নিয়ে যা। আমি আরইনি এখন না—পরে হবে।

চাকর বলিল—জী আচ্ছা।

অঘোরবাবু বলিলেন—এখন খেতে বসলে, ওদেরসকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে হবে—সেটা ঠিক হবে না মশাই। নিজের চাল বজায় রেখে, নিজেকে তফাৎ রেখে চলতে হবে, তবে ওরা মানবে, ভয় করবে।

গোলাপবাগের মধ্যে যে দলটি ছিল, তাহারা হল্পা করিতেকরিতে খাইতে গেল। রাত দেড়টার কম নয়। একটু ঠাণ্ডাপড়িয়াছে, চাঁদের আলোয় বাগানের পুরানো চাতাল, হাতভাঙাপরীর মূর্তি, হাতল-খসা লোহার বেঞ্চি, শুকনো ফোয়ারা ইত্যাদি এক অদ্ভুত ছন্নছাড়া শ্রী ধারণ করিয়াছে। এ এমন একটা জগৎ, সেখানে যে-কোনো অসম্ভব ঘটনা যেন যে-কোনোমুহূর্তে ঘটতে পারে। এখন হঠাৎ যদি চোগা-চাপকান-পরা শামলা মাথায় আনন্দনারায়ণ ঘোষ মহাশয় একতাড়া কাগজ হাতে, তাঁহার ঊনবিংশ শতাব্দীর গান্ধীর্ষ ও মর্যাদা বজায় রাখিয়াওই হাতভাঙা পরীর মূর্তিটার আড়াল হইতে ধীর পদক্ষেপেবাহির হইয়া আসেন—তবে যেন কেহই বিস্মিত হইবে না।

গদাধর বলিলেন—আর কত টাকা লাগবে ?

—আরো দু'হাজার তো কালই চাই—মজুত রাখবেনস্যর; তাহলে আপনার হল এগারো হাজার।

—আমার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়?



—আপনার গদিতে।

—না। আমার গদিতে এখন যাবার দরকার নেই। এ ব্যাপারটা একটু প্রাইভেট রাখতে চাই।—তাহলে ওই দু'হাজারের চেকটা !...

—কাল আমায় ফোন করবেন—বলে দেবো, কোথায়গিয়ে নিতে হবে ?

—যে আঞ্জে, স্যর। আপনি যেমন আদেশ দেবেন, সেইভাবে কাজ হবে। আমার কাছে কোনো গোলমাল পাবেন না কাজের, আপনি টাকা ফেলবেন, আমি গড়ে তুলবো। এইআমার কাজ—এজন্যে আপনি আমায় মাইনে দেবেন, শেয়ারদেবেন—আপনি কাজ দেখে নেবেন। আমায় তো এমনিখাটাচ্ছেন না আপনি ?

চাকর আসিয়া বলিল—আসেন বাবুজী, আপনাদেরচৌকা লাগানো হয়েছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—কোথায় রে ?

—হলঘরের পাশের কামরামে।

—চলুন তবে স্যর, রাত অনেক হল, খেয়ে আসা যাক। তবে একটা কথা বলি। আপনি এদের অনেককে ভাঙিয়েনিচ্ছেন, এদের স্টুডিওর লোকেরা যেন না জানতে পারে।আজ তো ওদেরই পার্টি—শচীনবাবুকে বলবেন কথাটা গোপনরাখতে।

—না, কে জানবে ?শচীন খেতে গিয়েছে..এলেই বলেদেবো।

রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গদাধর দেখিলেন, এখনআর বাড়ি যাওয়া চলে না। গদিতে গিয়া অবশ্য শুইতেপারিতেন, সেও এখন সম্ভব নয়। ভড়মশায় গদিতে রাত্রেকা...সে কি মনে করিবে ?

সুতরাং বাকি রাতটুকুঅঘোরবাবুর সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতে হইবে।

অঘোরবাবুও দেখা গেল গল্প পাইলে আর কিছুই চাননা...কিংবা হয়তো তাঁহারও বাড়ি ফিরিবার উপায় নাই এখন।

সকাল হইয়া গেল।

গদাধর বাগানের পুকুরে স্নান সারিয়া চা-পান করিয়াএকটু সুস্থ হইলেন। স্টুডিওর অভিনেতা-অভিনেত্রীর দলশেষরাত্রের দিকে সব চলিয়া গিয়াছে।

অঘোরবাবু বলিলেন—তবে আমি যাই স্যর, বাড়ি গিয়েএকটু ঘুমোবো।

—চলুন, আমিও যাবো।শচীনকে দেখি নে, সে বোধহয়রাত্রেরে চলে গিয়েছে।

গদাধর বাগানবাড়ি হইতে বাহির হইলেন, কিন্তুনিজের বাড়ি বা গদিতে না ফিরিয়া, শোভারানির বাড়ি গিয়া হাজির হইলেন। শোভা সবে স্নান সারিয়া চা-পানের উদ্যোগ করিতেছে, গদাধরকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য হইয়াবলিল—আপনি কি মনে করে ?এত সকালে ?

গদাধর আগের মতো লাজুক ও নিরীহ পল্লীগ্রামের গৃহটি আর এখন নাই। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে অভ্যস্তহইয়া উঠিয়াছেন। তিনি প্রথমেই শোভার কথার কোনোউত্তর না দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। কোনোদিকে কেহ নাই। তখন সুর নীচু করিয়া তিনি বলিলেন—আমায় দেখে রাগ করেচো, নাখুশি হয়েচো শোভা ?

মুখ ঘুরাইয়া শোভা বলিল—ওসব ধ্যানের কথা এখনথাক্। আমার নষ্ট করবার মতো সময় নেই হাতে...কোনো কাজআছে?

গদাধর হাসি-হাসি মুখে বলিলেন...না, কোনো কাজনয়, তোমায় দেখতে এলাম।

—হয়েছে, থাক্।

—রাগ কিসের ?

—রাগের কথা তো বলিনি—সোজা কথাই বলছি।

এইসময় ভৃত্য শুধু শোভার জন্য চা ও খাবার আনিয়া, টী-পয় আগাইয়া শোভার ইজিচেয়ারের পাশে বসাইয়া দিল। শোভা ঞ্জকুণ্ণিত করিয়া বলিল—বাবুর কই ?

—আপনি তো বললেন না, মাইজি !

—যত সব উল্লুক হয়েচো ! বলতে হবে কি ? দেখতেপাচ্চো না ?

গদাধর ব্যস্ত হইয়া বলিতে গেলেন—আহা, থাক্ থাক্, আমার না হয়—আমি আর এখন চা খাবো না শোভা।

শোভা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল—তবে থাক্। সত্যিই খাবেননা?

—না, না—আমি—এখন থাক্।

শোভা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজেই চা-পান শুরুকরিয়া দিল।

গদাধর গলা ঝাড়িয়া বলিলেন—কাল সব কন্ট্রাক্ট হয়েগেল শোভা। আমার অনুরোধ, তোমায় আমার কোম্পানিতে আসতে হবে—কাল রেখা আর সুমমা কন্ট্রাক্ট করলে।

শোভা চায়ে চুমুক দিতে যাইয়া, চায়ের পেয়ালা অর্ধপথেধরিয়া, গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কোথায় হল ?

—কাল রাত্রে, ঘোষেদের বাগানবাড়িতে।

—অঘোরবাবু ছিল ?

হা, সেই তো সব যোগাড় করচে।

শোভা আর কোনো কথা না বলিয়া নিশ্চিন্দে চা খাইয়াচলিল—উদাসীন, নিস্পৃহভাবে। কোনো বিষয়ে অযথাকৌতূহল দেখানো যেন তাহার স্বভাব নয়। চা শেষ করিয়া সেপাশের ঘরে কোথায় অল্পক্ষণের জন্য উঠিয়া গেল, যাইবারসময় গদাধরকে কিছু বলিয়াও গেল না। পুনরায় যখন ফিরিল, তখন হাতে দু'খানা গ্রামোফোনের রেকর্ড। একখানা গদাধরেরহাতে দিতে দিতে বলিল—এই দেখুন, আমার গান বেরিয়েচে,এইচ. এম. ভি—কাল এনেচি।

গদাধর পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন—তাই তো ! বেশ ভালোগান?

—শুনবেন নাকি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা মন্দ কি ! বাজাও না।

শোভা রেকর্ডখানা গদাধরের হাত হইতে পাশের ঘরেবড় ক্যাবিনেট গ্রামোফোনে চড়াইয়া দিয়া আসিল। গদাধর গানের বিশেষ-কিছু বোঝেন না, ভদ্রতার খাতিরে একমনেশুনিবার ভান করিয়া বসিয়া রহিলেন। রেকর্ড শেষ হইলে মুখে কৃত্রিম উৎসাহের ভাব আনিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ, ভারিচমৎকার ! ওখানাও দাও, শুনি।

শোভা কিন্তু নিজে একবারও জিজ্ঞাসা করিল না, গানকি-রকম হইয়াছে। বোধহয় গদাধরের নিন্দা বা সুখ্যাতির উপর সে কোনো আস্থা রাখে না। রেকর্ড বাজানো শেষ হইয়া গেল। শোভা একবার ঘড়ির দিকে চাহিল। গদাধর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন। এইবার বোধহয় শোভা উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, দশটা প্রায় বাজে। অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে বলিতে হইল—আচ্ছা, আমি তাহলে আসি।

—আসুন।

—আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না তো ?

—কি কথা, বুঝলাম না !

—আমার ফিল্ম কোম্পানিতে কন্ট্রোল করার।

শোভা গম্ভীর মুখে বলিল—আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শকরে কাজ করুন, এ-কথা আমি আপনাকে বলচি নে। তবুও কন্ট্রোল করার আগে আমায় বললে পারতেন। আপনার টাকা গেল, তাতে আমার কিছুই নয়। আপনার টাকা আপনি খরচ করবেন, তাতে আমার কি বলার থাকতে পারে ! কিন্তু আপনি যে-কাজ জানেন না, সে-কাজে না নামাই আপনার উচিত ছিল। অবিশ্যি আমি এমনি বললাম। আপনাকে বাধাও দিচ্ছি নে বা বারণও করচি নে। আপনার বিবেচনা আপনি করবেন।

—তোমার কি মনে হয়, এ-ব্যবসা লাভের হবে না ?

—আমার কিছুই মনে হয় না। আমায় জড়াচ্ছেন কেন এ-কথায়?

—না, বললে কিনা কথাটা, তাই বলছি।

—আমার যা মনে হয়, তা আপনাকে আমি বললাম। ফিল্ম কোম্পানি খুলে সকলে যে লাভবান হয়, লক্ষপতি হয়, তা নয় বলেই ধারণা। অঘোরবাবু অবিশ্যি দু-তিনটে ফিল্ম কোম্পানিতে ছিলেন, কাজ বোঝেন—তবে অনেকটুকু কিনা জানি না। আপনি করেন অন্য ব্যবসা, এর মধ্যে আপনি না নামলেই ভালো করতেন !

—তুমি বড় নিরুৎসাহ করে দাও কেন লোককে ! নামচিএকটা শুভ কাজে—তুমি আসবে কিনা বলো !

দোহাই আপনার গদাধরবাবু, আমি কিছু নিরুৎসাহকরিনি। আপনি দমবেন না। তবে আমার কথা যদি বলেন, আমার আসা হবে না।

—এই উত্তর শোনবার জন্যে আজ সকালে তোমারএখানে এসেছিলাম আমি ? মনে বড় কষ্ট দিলে শোভা। আমারবড় আশা ছিল, তোমাকে আমি পাবোই।।

শোভা রাগের সুরে বলিল—আপনি পাটের ব্যবসা করে এসেছেন, অন্য ব্যবসার কথা আপনি কি বোঝেন যে যা-তা বলতে আসেন ? প্রথম আমি তো ইচ্ছে করলেই যেতেপারি নে—এদের স্টুডিওতে আমার এখনো এক-বছরেরকন্ট্রোল রয়েছে। তাছাড়া আমি একটা নিশ্চিত জিনিস ছেড়েঅনিশ্চিতের পেছনে ছুটবো, এত বোকা আমায় ঠাউরেচেন?

—আমার কোম্পানি অনিশ্চিত ?

তা না তো কি ?আপনি ও-কাজ বোঝেন না। পরের হাতে খেলতে হবে আপনাকে। এক ব্যবসায় টাকা রোজগারকরে অন্য এক ব্যবসাতে ঢালচেন—কারো সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। ওতে আমার সাহস হয় না—এক কথায় বললাম।

—আচ্ছা, আমি যদি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতাম, কিপরামর্শ দিতে ?

—সে-কথায় দরকার নেই। কারো কথার মধ্যে আমি কখনো থাকি নে গদাধরবাবু, আমায় মাপ করবেন। বিশেষ করে এর মধ্যে রেখা, সুষমা রয়েছে—ওরা সকলেইআমার বন্ধুলোক, এক স্টুডিওতে কাজ করেচি অনেক দিন।অঘোরবাবুকে আমি কাকাবাবু বলে ডাকি। উনিও আমাদেরশ্রদ্ধার পাত্র। অতএব আমি এ কথার মধ্যে থাকবো না।

—তা হচ্ছে না, আমার কথার উত্তর দাও—তুমি কিপরামর্শ দিতে ?

শোভা ধমকের সুরে বলিল—ফের আবার ওই কথা! ওরউত্তর আমার কাছে নেই। আচ্ছা, আমাকে কেন আপনি এর মধ্যে জড়াতে চান, বলতে পারেন ?আমি কারো কথায় কখনো থাকি নে। তবুও আমি কখনো আপনাকে এ পরামর্শ দিতাম না।

—দিতে না ?

—না, ব্যস, আপনি এখন আসুন। আমি এম্ফুনি উঠবো, অনেক কাজ আছে আমার।

গদাধর কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় লইতে বাধ্যহইলেন।

## ছয়

ইহার দুইদিন পরে ভড়মশায় গদিতে বসিয়া কাজ করিতেছেন, গদাধর বলিলেন—তেরো তারিখে একটা চেক ডিউ আছেভড়মশায়, ছ'হাজার টাকা জমা দিতে হবে ব্যাঙ্কে।

ভড়মশায় মনিবের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়াবলিলেন—ছ'হাজার টাকা এই কদিনের মধ্যে ?টাকা তোমোকামে আটকে আছে—এখন এত টাকা এই ক'দিনের মধ্যেকোথায় পাওয়া যাবে বাবু ?

—তা হবে না। চেষ্টা দেখুন, পথ হাতড়ান।

—অত টাকার চেক কাকে দিলেন বাবু ?

অন্য কর্মচারী হইলে মনিবকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেসাহস করিত না হয়তো—কিন্তু ভড় মশায় পুরাতন বিশ্বস্তকর্মচারী, ঘরের লোকের মতো—তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্রব্যবস্থা, স্বতন্ত্র অধিকার। কথাটা এড়াইবার ভঙ্গিতে গদাধরবলিলেন—ও আছে একটা—ইয়ে—তাহলে কি করবেন বলুনতো ?

ভড়মশায় চিন্তিত মুখে বলিলেন—দেখি, কি করতে পারি ! বুঝতে পারচি নে !

কিন্তু কয়দিন নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথহইয়া ভড়মশায় বারো তারিখে মনিবকে কথাটা জানাইলেন।মোকামে টাকা আবদ্ধ আছে, এ-কদিনের মধ্যে কাঁচামালবেচিয়া টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়। তিনটি মিলের পাটেরমোটা অর্ডার কন্ট্রোল করা আছে, তিন মোকাম হইতে সেইঅর্ডার-মাফিক পাট ক্রয় চলিতেছে—সে টাকা অন্যক্ষেত্রেঘুরাইয়া আনিতে গেলে, মিলে সময়মতো পাট দেওয়া যায় না।

গদাধর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চেক ব্যাঙ্কহইতে ফিরিয়া গেলে লজ্জার সীমা থাকিবে না। অবশ্য অন্যকোনো গদি হইতে টাকাটা ধার করা চলিত—কিন্তু তাহাতেমান থাকে না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া গদাধর সেদিন রাত ন'টার পরে শোভার বাড়ি গেলেন। এদিকে ভড় মশায় চিন্তাকুল মুখে আছেন দেখিয়া খাইবার সময় অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—কিহয়েচে ভড় মশায়?মুখ ভার-ভার কেন ?

—না, কিছু না।

—বলুন না কি হয়েছে—বাড়ির সব ভালো তো ?

—না, সে-সবকিছুনা।একটাব্যাপারঘটেচে—আপনাকেনা বলে থাকাও ঠিক না। বাবু কোথায় আগাম চেক দিয়েছেন মোটা টাকার। ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে নয়, তাহলেআমার অজানা থাকতো না। তাহলে উনি কোথায় এ-টাকাখরচ করছেন ?কথাটা আপনাকে জানানো আমার দরকার।তবে আমি বলেচি, এ-কথা যেন বলবেন না বাবুকে।

অনঙ্গ চিন্তিত-মুখে বলিল—তাই তো ভড়মশায়। আমিকিছু ভাবগতিক তো বুঝচিনে—মেয়েমানুষ কি করবো বলুন ?কিন্তু ওঁর ভাব যে কত বদলেচে সে আপনাকে কি বলি ! বড়ভাবনায় পড়েচি ভড়মশায়। আপনাকে বলব একদিন পরে ! উনি আজকাল রাতে প্রায়ই বাড়ি আসেন না। দোল-পুন্নিমেরদিন দেখলেনই তো !

—হ্যাঁ, সে-কথা বাবুকে জিগ্যেস করেছিলেন ?

—করেছিলাম। বললেন, ব্যবসার কাজ ছিল। আজকালআমার ওপর রাগ-রাগ ভাব—সবসময় কথা বলতে সাহসপাই নে। উনি কেমন যেন বদলে গিয়েছেন—কখনো তোউনি এরকম ছিলেন না ! এখন ভাবছি, আমাদের কলকাতায় নাএলেই ভালো ছিল। বেশ ছিলাম দেশে।কালীঘাটের মা-কালীর কাছে মানত করেচি, জোড়া পাঁটা দিয়ে

পূজো দেবো—গুঁরমতি-গতি যেন ভালো হয়ে ওঠে। বড় ভাবনায় আছি। আর কার কাছে কি বলবো বলুন, এখানে আমার কে আছে এক আপনি ছাড়া !

অনঙ্গ আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিল।

ভড়মশায় চিন্তিত মুখে বলিলেন—তাই তো, আমাকেবললেন মা—ভালো হল। এত কথা তো আমি কিছুই জানতামনা। এখন বুঝতে পারছি নে কি করা যায়। আমারও তো যাবারসময় হল।

অনঙ্গ বলিল—আপনি আমাদের ছেড়েচলে যাবেন নাভড়মশায়। কলকাতায় আপনার যত অসুবিধাই হোক, ওঁকেএ-অবস্থায় ফেলে আপনি যেতে পারবেন না। আমার আর কেউ নেই ভড়মশায়—কে ওঁকে দেখে ! এখানে ওই শতীন ঠাকুরপো হয়েছে গুঁর শনি। আর ওই নির্মল—ওদের সঙ্গে মিশেই এ-রকম হয়েছেন—আমাকে এ-আখান্তরে ফেলেআপনি চলে যাবেন না।

—আচ্ছা বৌ-ঠাকুরগণ, এ-সব কথা আর কারো কাছেআপনি বলবেননা। আমিহায় এখন দেশে নাযাবো—আপনিকাঁদবেন না। চোখের জল মুছে ফেলুন—সতীলক্ষ্মী আপনি, হাতে করে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেচি—মেয়ের মতো দেখি। আপনাদের ফেলে গেলে ধর্মে সইবে না। দেখি কি হয়—অতভাববেন না।

ভড়মশায় বিদায় লইলেন।

গদাধর শোভার বাড়ি গিয়া শুনিলেন, সে এইমাত্র স্টুডিও হইতে ফিরিয়া খাইতে বসিয়াছে। সুতরাং তিনি বাহিরেরঘরে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে শোভা ঢুকিয়া একটা প্লেটে গোটাকয়েক সাজা পান গদাধরের সামনে টী-পয়ে রাখিয়া, তাহা হইতে একটা পান তুলিয়া মুখে দিল। কোনো কথা বলিলনা।

গদাধর বলিলেন—বোসো শোভা, তোমার কাছে একটাকাজে এসেছিলাম।

শোভা নিজের ইজিচেয়ারটাতে বসিয়া বলিল—কাজ কি, তা তো বুঝতে পেরেচি, তার উত্তরও দিয়েচি সেদিন।

—সে কাজ নয় শোভা। বড় বিপদে পড়ে এসেচি তোমার কাছে। একজনকে চেক দিয়েচি ছ’হাজার টাকার—কালব্যাক্কে চেক দাখিল করে ভাঙবার তারিখ—অথচ টাকা নেই ব্যাক্কে। কালই ছ’হাজার টাকা বেলা দশটার সময় জমা দিতে হবে—অথচ আমার হাতে নেই টাকা। সব টাকা মোকামে আবদ্ধ। এখন কি করি—কাল মান যায়, তাই তোমার কাছেএসেচি।

শোভা বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমি কি করবো ?

—টাকাটা এক মাসের জন্য ধার দাও—আমি হ্যান্ডনোট দিচ্ছি—মোকাম থেকে টাকা এলে শোধ করে দেবো। এই উপকারটা কর আমার। বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেচি।

শোভা বলিল—আমি তো হ্যান্ডনোটের ব্যবসা করিনে—মহাজনী কারবারও নেই আমার। আমার কাছে এসেছেন টাকা ধার নিতে, বেশ মজার লোক তো আপনি! আপনারকলকাতায় বাড়ি আছে, মটগেজ রাখলে যে-কোনো জায়গাথেকে ধার পাবেন। ব্যাক্কে থেকেই তো ওভারড্রাফ্ট নিতেপারেন !

গদাধর দুঃখিতভাবে বলিলেন—সে-সব করা তো চলে, কিন্তু তাতে বাজারে ক্রেডিট থাকে না ব্যবসাদারের। ব্যাক্কে ওভারড্রাফ্ট নেওয়া চলবে না—বাড়ি বন্ধক দেওয়াও নয়। আছে অনঙ্গর গহনা, তা কি এখন বিক্রি করতে যাবো ?

শোভা নিস্পৃহ ভাবে বলিল—কিন্তু আমি সেজন্য দায়ী নই। আমার কাছে কেন এসেছেন ?আপনার বোঝা উচিত ছিল আমার কাছে আসবার আগে যে, আমি পোদ্ধর নই, টাকাধারের ব্যবসাও করি নে।

—তা হোক, তুমি দাও, ও-টাকাটা তোমার আছে খুবই। আমার বড় উপকার করা হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উভয়ের কথাবার্তা চলিল। শোভা কিছুতেই টাকা দিবে না, গদাধরও নাছোড়বান্দা। অবশেষে বহু অনুনয়-বিনয়ের পরে শোভা চার হাজার টাকা দিতে নিমরাজিগোছের হইল—বাকি টাকা দিতে সে পারিবেনা, স্পষ্ট বলিল—গদাধর অন্য যেখান হইতে পারেন, সে টাকাজোগাড় করুন—

গদাধর বলিলেন—তবে চেকখানা লিখে ফেল—আমিহ্যানোট লিখি—সুদ কত লিখবো ?

—সাড়ে বারো পার্সেন্ট।

—ওটা সাড়ে-নয় করে নাও। তুমি তো আর সুদখোরমহাজন নও ? উপকার করবার জন্যে তো দিচ্ছো—সুদের লোভে দিচ্ছো না তো !

—টাকা ধার দিচ্ছি যখন, তখন ন্যায্য সুদ নেবো না তো কি ! উপকার করচি, কে আপনাকে বলেচে ? কারো উপকার করার গরজ নেই আমার। সাড়ে বারো পার্সেন্টের কমেপারবো না। ওর চেয়েও বেশি সুদ অপরে নেয়।

গদাধর অগত্যা সেই হিসাবেই হ্যানোট লিখিয়া, চেকলইয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে অনঙ্গ স্বামীকে বলিল, “হ্যাঁগা, একটা কথাবলবো, শুনবে ?

—কি ?

—তোমার টাকার দরকার হয়েচে বলচেন ভড়মশায়, কত টাকার দরকার ?

—কেন ?

—বলো না, কত টাকার ?

—দু’হাজার টাকার—দেবে ?

—আমার গহনা বাঁধা দাওনয় তো বিক্রি করো। নয় তো আর টাকা কোথা থেকে পাবে ? কিন্তু এত টাকা তোমারদরকার হল কিসের ?

—সে-কথা এখন বলবো না। তবে জেনে রেখো যে, ব্যবসার জন্যেই দরকার। ভড়মশায় জানেন না সে-কথা।

—দেখ আমি মেয়েমানুষ—কিই-বা বুঝি ? কিন্তু আমারমনেহয়, ভড়মশায়কেনা জানিয়ে তুমি কোনোব্যবসাতে নেমোনা—অন্তত পরামর্শ করো তাঁর সঙ্গে। পাকা লোক—আরআমাদের বড় হিতৈষী—আমায় না হয় নাই বললে, কিন্তু গুঁকেজানিয়ে।

—এ নতুন ব্যবসা। ভড়মশায় সেকেলে লোক—উনি এর কিছুই বোঝেন না। থাক, এখন কোনো পরামর্শ করবার সময় নেই কারো সঙ্গে—যথাসময়ে জানতে পারবে। তুমি এখনখেতে দেবে, না বকুবক করবে ?

ধমক খাইয়া অনঙ্গ আর কোনো কথা না বলিয়া স্বামীরভাত বাড়িতে গেল। স্বামীর চোখে ভালোবাসার দৃষ্টি সে আরবহুদিন হইতেই দেখে না—আগে আগে রাগের কথা বলিলেও স্বামীর চোখে থাকিত প্রেম ও স্নেহের দৃষ্টি—এখন ভালো কথা বলিবার সময়েও সে দৃষ্টির হৃদিস পাওয়া যায় না। অনঙ্গ যেন স্বামীর মন হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতেছে। কেন এমনহইল, কিছুতেই সে ভাবিয়া পায় না।

পরের মাসে অবস্থা যেন আরো খারাপ হইয়া আসিল। গদাধর প্রায় শেষরাত্রের দিকে বাড়ি ফেরেন, অনঙ্গ সন্দেহকরিতে লাগিল। গদাধর মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায়ফেরেন না ! আসিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়েন,

কারো সঙ্গে কথা বলেন না—বিছানা হইতে উঠিতে দশটা বাজিয়া যায়। গদির কাজও নিয়মমতো দেখাশুনা করেন না। ভড়মশায় ইহা লইয়া দু-একবার বলিয়াও বিশেষ কোনো ফল লাভ করিলেন না।

শ্রাবণ মাসের দিকে হঠাৎ একদিন গদাধর ব্যস্তসমস্তভাবে বাড়ি আসিয়া বলিলেন—আমি একবার বাইরে যাচ্ছি, হয়তো কিছু দেরি হতে পারে ফিরতে—খরচাপত্র গদি থেকে আনিয়া নিয়ো—ভড়মশায়কে বোলো, যদি কখনো দরকার হয়।

অনঙ্গ উৎকর্ষিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলো—কোথায় যাবে ? ক’দিনের জন্যে—এমন হঠাৎ....

—আছে, আছে, দরকার আছে। দরকার না থাকলে কি বলচি !

—তা তো বুঝলাম—কিন্তু বলতে দোষ কি, বলেই যাও না। তুমি আজকাল আমার কাছে কথা লুকোও—এতে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি তোমাকে কখনো বারণ করিনি বা বাধা দিইনি—তবে আমায় বলতে দোষ কি ?

—হবে, সে পরে হবে। মেয়েমানুষের কানে সব কথা তুলতে নেই।

অনঙ্গ স্বামীর মেজাজ বুঝিত। বেশি রাগারাগি করিলে তিনি রাগ করিয়া না খাইয়া বাড়ির বাহির হইয়া যাইবেন। আজকালই যে এমন হইয়াছে তাহা নয়—চিরকাল অনঙ্গ এইরকম দেখিয়া আসিতেছে। তবে পূর্বে অনঙ্গ ইহাতে ততভয় পাইত না—এখন ভরসাহারা হইয়া পড়িয়াছে—স্বামীর উপর সে-জোর যেন সে ক্রমশ হারাইতেছে।।

গদাধর একমাসের মধ্যে বাড়ি আসিলেননা, ভড়মশায়কে ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি দিতেন—তাহা ইহতে জানা গেল, জয়ন্তীপাহাড়ে ভোটান ঘাট নামক স্থানে তিনি আছেন। অনঙ্গ চিঠি দিল খুব শীঘ্র ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিয়া। গদাধর লিখিলেন, এখন তিনি কাজে ব্যস্ত, শেষ না করিয়া যাইতে পারিবেন না। অনঙ্গ কাঁদিয়া-কাটিয়া আকুল হইল।

একদিন পথে হঠাৎ শচীনকে সঙ্গে ভড়মশায়ের দেখা। ভড়মশায় শচীনকে গদাধরের ব্যাপার সব বলিলেন।

শচীন বলিল—তা আপনারা এত ভাবচেন কেন ? সেকোথায় গিয়েছে আমি জানি !

—কোথায় বলুন—বলতেই হবে। আপনার বৌদিদিভেবে আকুল হয়েচেন—জানেন তো বলুন।

—আমার কাছে শুনেচেন, তা বলবেন না। সে তার কোম্পানির সঙ্গে শুটিং-এ গিয়েছে জয়ন্তী পাহাড়ে। পাহাড় ওবনের দৃশ্য তুলতে হবে—ভোটান ঘাটে শুটিং হচ্ছে।

—সে কি, বুঝলাম না তো। শুটিং কি ব্যাপার ?

—আরে, ফিল্ম তৈরি হচ্ছে মশাই—ফিল্ম তৈরি হচ্ছে। গদাধর ফিল্ম কোম্পানি খুলেছে—অনেক টাকা ঢেলেছে—নিজের আছে, আর একজন অংশীদার আছে। তাই ওরা গিয়েছে ওখানে—কিছু ভাববেন না। আমার কাছে শুনেচেন বলবেন না কিন্তু।

ভড়মশায় শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। মনিব পাটের গদির ক্যাশ ভাঙিয়া ছবি তৈরির ব্যবসায় লাগিয়াছেন, এ ভালো লক্ষণ নয়। সে নাকি যত নটা লইয়া কারবার, তাহাতে মানুষের চরিত্র ভালো থাকে না, থাকিতে পারে না কখনো। বৌ-ঠাকরুণ সতী-লক্ষ্মী, এখন দেখা যাইতেছে, তাঁহার আশঙ্কাতবে নিতান্ত অমূলক নয়।

অনঙ্গকে তিনি একথা কিছু জানাইলেন না।

আরো দুই মাস আড়াই মাস কাটিয়া গেল, গদাধর ফিরিলেন না, এদিকে একদিন গদির ঠিকানায় গদাধরের নামে এক পত্র আসিল। মনিবের নামের পত্র ভড়মশায় খুলিতেন—খুলিয়া দেখিলেন, শোভারানি মিত্র বলিয়া কে একটি



মেয়ে তাহার পাওনা চার হাজার টাকার জন্য কড়াতাগাদা দিয়াছে ! ভড়মশায় বড়ই বিপদে পড়িলেন—কে এমেয়েটি—মনিব তাহার নিকট এত টাকা ধার করিতেই-বাগেলেন কেন—এ-সব কথার কোনো মীমাংসাই ভড়মশায় করিতে পারিলেন না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া ঠিক করিলেন, মেয়েটির সঙ্গে নিজেই একবার দেখা করিবেন।

চিঠিতে ঠিকানা লেখা ছিল, ভড়মশায় একদিন ভয়ে-ভয়েগিয়া দরজার কড়া নাড়িলেন। চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়াইবলিল—ও, তুমি আড়তের লোক ?

ভড়মশায় বলিলেন—হ্যাঁ।

—মাইজি ওপরে আছেন, এসো।

ভড়মশায় কিছু বুঝিতে পারিলেন না—এ চাকরটি কিকরিয়া জানিল, তিনি আড়তের লোক ?

উপরে যে ঘরে চাকরটি তাঁহাকে লইয়া গেল, সেঘরে একটি সুন্দরী মেয়ে চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া অন্যএকটি মেয়ের সহিত গল্প করিতেছিল—দেখিয়া ভড়মশায়একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দরজা হইতে সরিয়াযাইতেছিলেন, মেয়েটি বলিল—কে ?

ভড়মশায় বিনয়ে ও সঙ্কেচে গলিয়া বলিলেন—এই—আমি—

চাকর পিছন হইতে বলিল—আড়তের লোক।

মেয়েটি বলিল—ও, আড়তের লোক ! তা তোমাকেডেকেছিলাম কেন জানো—এবার ওরকম চাল দিয়েচো কেন ? ও চাল তুমি ফেরত নিয়ে যাও এবার—আর এক মণ কাটারি ভোগ পাঠিয়ে দিয়ো—এখনি—বুঝলে ?

ভড়মশাই ভয়ে ভয়ে বলিলেন, তিনি চালের আড়তহইতে আসেন নাই, গদাধর বসুর গদি হইতে আসিয়াছেন।

মেয়েটি কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তাই নাকি ! ও, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। কিছু মনেকরবেন না, বসুন আপনি। গদাধরবাবু এখন কোথায়?

—আজ্ঞে, তিনি ভোটান ঘাট...

—ও, শুটিং হচ্ছে শুনেছিলাম বটে ! এখনো ফেরেন নি?

—আজ্ঞেনা।

—আচ্ছা, ঠিকানাটা দিয়ে যান আপনি। একটু চা খাবেন ?

—আজ্ঞে না, মাপ করবেন মা-লক্ষ্মী, আমি চা খাই নে।

—শুনুন, আপনি আমার চিঠিখানা পড়েচেন তাহলে ?নইলে আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন ?আমার পাওনা টাকাটার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেকদিন হল—এক মাসেরজন্যে নিয়ে আজ তিন মাস...

—আজ্ঞে, বাবু এলেই তিনি দিয়ে দেবেন। আপনি আরকিছুদিন সময় দিন দয়া করে।

—আচ্ছা, আপনি ভাববেন না। এলে যেন একবার উনিআসেন এখানে, বলবেন তাঁকে।

ভড়মশায় অনেক কিছু ভাবিতে ভাবিতে গদিতেফিরিলেন। কে এ মেয়েটি ?হয়তো ভালো শ্রেণীর মেয়ে নয়, কিন্তু বেশভদ্র। যাহাই হউক,ইহার নিকটকর্তাটাকা ধার করিতেগেলেন কেন, বৃদ্ধ তাহাও কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। একবার ভাবিলেন, বৌ-ঠাকরুণকে সব খুলিয়া বলিবেন—শেষে ঠিককরিলেন, বৌ-ঠাকরুণকে এখন কোনো কথা না বলাই ভালোহইবে। কি জানি, মনিব যদি শুনিয়া চটিয়া যান ?

ইহার মাসখানেক পরে শোভারানি একদিন হঠাৎ গদাধরকে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

সকালবেলা। শোভারানির প্রাতঃস্নান এখনো সম্পন্ন হয় নাই। আলুথালু চুল, ফিকে নীল রংয়ের সিল্কের শাড়িপরনে, হাতে ভোরের খবরের কাগজ। শোভা কিছু বলিবারপূর্বেই গদাধর বলিলেন—এই যে, ভালো আছো শোভা ? এইট্রেন থেকে নেমেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম, এখনো বাড়ি যাই নি।

—আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উত্তর দিতুম, কিন্তু চলে আসবো কলকাতায়, ভাবলুম আর চিঠি দিয়ে কি হবে, দেখাই তো করবো।

—আমার টাকার কি ব্যবস্থা করলেন ?

—টাকার ব্যবস্থা হয়েই রয়েছে। ছবি তোলা হয়ে গেল—এখন চালু হলেই টাকা হাতে আসবে।

—তার আগে নয় ?

—তার আগে কোথা থেকে হবে বলো ? সবই তো বোঝো। কলকাতার বাড়িও মর্টগেজ দিতে হয়েছে বাকি বারোহাজার টাকা তুলতে। এখন সব সার্থক হয়, যদি ছবি ভালো বিক্রি হয়।

—ওসব আমি কি জানি ? বেশ লোক দেখছি আপনি ? কবে আমার টাকা দেবেন, ঠিক বলে যান !

—আর দুটো মাস অপেক্ষা করো। তোমার এখন তাড়াতাড়ি টাকার দরকার কি ? সুদ আসচে আসুক না। এওতো ব্যবসা।

শোভা ঝকুপিত করিয়া বলিল—বেশ মজার কথা বললেন যে ! আমার সুদের ব্যবসাতে দরকার নেই। টাকা কবে দেবেন বলুন ? তখন তো বলেন নি এত কথা—টাকা নেবার সময় বলেছিলেন এক মাসের জন্যে।

গদাধর মিনতির সুরে বলিলেন—কিছু মনে করো না শোভা। এসময় যে কি সময় আমার, বুঝে দ্যাখো। ক্যাশে টাকানেই গদিতে। মিলের নতুন অর্ডার আর নিই নি—এখন পুঁজিয়া কিছু সব এতে ফেলেচি’।

কত দিনের মধ্যে দেবেন ? দু’মাস দেরি করতে পারবোনা।

—আচ্ছা, একটা মাস ! এই কথা রইলো। এখন তবে আসি। এই কথাটা বলতেই আসা।

—বেশ, আসুন।

দুই মাস ছাড়িয়া তিন মাস হইয়া গেল।

গদাধর বড় বিপদে পড়িয়া গেলেন। ডিস্ট্রিবিউটার ছবিতৈরি করিতে অগ্রিম অনেকগুলি টাকা দিয়াছে, ছবি বিক্রির প্রথম দিকের টাকাটা তাহারাই লইতে লাগিল। ছবি ভাড়া দেওয়া বা বিক্রয় করার ভার তাদের হাতে, টাকা আসিলে আগে তাহারা নিজেদের প্রাপ্য কাটিয়া লয়—গদাধরের হাতে একপয়সাও আসিল না এই তিন মাসের মধ্যে। অথচ পাওনাদাররা দুবেলা তাগাদা শুরু করিল। যে পরিমাণে তাহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় তাহারা প্রদর্শন করিতে লাগিল টাকার তাগিদ দিতে, তাহার অর্ধেক পরিমাণ উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখাইয়া মারকোনি বেতার-বার্তা পাঠাইবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বা প্রখ্যাতি নামা বার্নার্ড পেলিসি এনামেল করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এরূপ অমানুষিক অধ্যবসায় দেখাইয়াও কোনোফল হইল না—গদাধর কাহাকেও টাকা দিতে পারিলেন না!

ছবি বাজারে চলিল না, কাগজে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনাইতে লাগিল—তবুও গোলা-দর্শকরা মাস-দুই ধরিয়া বিভিন্ন মফঃস্বলের শহরে ছবিখানা দেখিল। কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটারের অগ্রিম দেওয়া টাকা শোধ করিতেই সে টাকা ব্যয়

হইল—গদাধরের হাতে যা পড়িল—তাহার অনেক বেশি তিনি ঘরহইতে বাহির করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়াগদাধর পাইলেন সাত হাজার টাকা। তেইশ হাজার টাকালোকসান !

ইতিমধ্যে আরো মুশকিল হইল।

পুনরায় একখানা ছবি তোলা হইবে বলিয়া আর্টিস্টদেরসঙ্গে, যে বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া স্টুডিও খোলা হইয়াছিল—তাহাদের সঙ্গে এবং মেশিন-বিক্রেতাদের সঙ্গে এক বৎসরেরকন্ট্রাক্ট করা হইয়াছিল—ছবি তুলিবার দেরি হইতেছে দেখিয়াতাহারা চুক্তিমত টাকার তাগাদা শুরু করিল। কেহ কেহ অন্যথায়নাশিশ করিবার ভয়ও দেখাইল।

গদাধর যে সাত হাজার টাকা পাইয়াছিলেন—তাহার অনেক টাকাই গেল এই দলের মধ্যে কিছু কিছু করিয়া দিয়াতাহাদিগকে আপাতত শান্ত করিতে। শোভার টাকা শোধদেওয়ার কোনো পন্থাই হইল না। বাজারেও এখন প্রায় পাঁচশহাজার টাকা দেনা।

অঘোরবাবু উপদেশ দিলেন, ইহার একমাত্র প্রতিকারনতুন একখানা ছবি তৈরি করা। আরো টাকা চাই—গদাধরডিস্ট্রিবিউটারদের সঙ্গে কথা চলাইলেন। তাহারা এ ছবিতে বিশেষ লোকসান খায় নাই, নিজেদের টাকা প্রায় সব উঠাইয়া লইয়াছিল—তাহারা বাকি ত্রিশ হাজার টাকা দিতে রাজী হইল—কিন্তু গদাধরকে ত্রিশ হাজার বাহির করিতেই হইবে। ষাট হাজার টাকার কমে ছবি হইবে না।

অঘোরবাবু উৎসাহ দিলেন, ছবি করিতেই হইবে। দু'একখানা ছবি অমন হইয়া থাকে।

## সাত

সামনের হুণ্ডাতেই কাজ আরম্ভ করা দরকার কিছু টাকা চাই।

গদাধর ভড়মশায়কে বলিলেন—ক্যাশেকত টাকা আছে?

—হাজার-পনেরো।

—আর মোকামে ?

—প্রায় সাত হাজার।

—ক্যাশের টাকাটা আমাকে দিতে হবে। আপনিনন্দোবস্ত করুন—দু'চার দিনের মধ্যে দরকার।

ভড়মশায় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ক্যাশের টাকা দিলে মিলের অর্ডারি মাল কিনবো কি দিয়ে বাবু ? ক্যাশের টাকাহাতছাড়া করা উচিত হবে না। মিলওয়ালাদের দু'হাজার গাঁটের অর্ডার নেওয়া হয়েছে—মোকামে অত মাল নেই। নগদেকিনতে হবে। এদিকে মহাজনের ঘরে আর বছরের দেনা শোধহয়নি—তাদেরও কিছু দিতে হবে।

—হাজার-পাঁচেক রেখে, হাজার-দশেক দিন আমায়।

ভড়মশায় আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ক্যাশের টাকা ভাঙিয়া বাবু কি সেই ছবি তোলা ব্যবসায় ফেলিবেন ? এবার যে ছবি তোলা হইল, তাহাতে যদি লাভ হইত, তবে পুনরায় টাকার দরকার হইবে কেন বাবু ? এ কি রকম ব্যবসা ? ভড়মশায় গিয়া অনঙ্গকে সবখুলিয়া বলিলেন।

অনঙ্গ কাঁদিয়া বলিল—কি হবে ভড়মশায় ? তাও যায়যাক—আমরা দেশে ফিরে নুন-ভাত খেয়ে থাকবো, আপনিওঁকে ফেরান।

সেদিন অনঙ্গ স্বামীকে বলিল—দ্যাখো, একটা কথা বলি। আমি কোনো কথা এতদিন বলি নি বা তুমিও আমার কাছে কিছু বলো নি। কিন্তু শুনলুম, তুমি টাকা নিয়ে ছবি তৈরির ব্যবসাকরচো—তাতে লোকসান খেয়েও আবার তাই করতে চাইচো। এ-সব কি ভালো ?

গদাধর বলিলেন—তুমি বুঝতে পারচো না অনঙ্গ। এ-সবকথা তোমায় বলেচে ওই বুড়োটা—না ? ও এ-সবের কি বোঝে যে, এর মধ্যে কথা বলতে যায় ! ছবিতে লোকসান হয়েছে সত্যি কথা—কিন্তু আর-একখানা দিয়ে আগের লোকসান উঠিয়ে আনবো। ব্যবসার এই মজা। ব্যবসাদার যে হবে, তার দিল চাইখুব বড়—সাহস চাই খুব। পুঁটি মাছের প্রাণ নিয়ে ব্যবসায় বড়হওয়া যায় না অনঙ্গ... হারি বা জিতি ! আমার কি বুদ্ধি নেই ভাবচো ? সব বুঝি আমি। এ সবের মধ্যে তুমি মেয়েমানুষ, থাকতে যেয়ো না।

—বোঝো যদি, তবে লোকসান খেলে কেন ?

—হার-জিৎসব কাজেরই আছে, তাতে কি ? বলেচি তো তুমি এ-সব বুঝবে না !

অনঙ্গ চোখের জল ফেলিয়া বলিল—আমাদের মেলাটাকার দরকার নেই—চলো আমরা দেশে ফিরে যাই। বেশছিলাম সেখানে—এখানে এসে অনেক টাকা হয়ে আমাদেরকি হবে ? সারাদিনের মধ্যে তোমার একবার দেখা পাই নে, সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকো—দুটো খেতে আসবার সময় পর্যন্তপাও না ! সেখানে থাকলে তবুও দু'বেলা দেখতে পেতামতোমাকে—আমার মন যে কি হু-হু করে, সে কথা...

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—অত ঘরবোলা হয়ে ছিলুমবলেই সেখানে ব্যবসাতে উন্নতি করতে পারিনি অনঙ্গ। ও ছিল গেরস্ত আড়তদারের ব্যবসা। দিন কেনা, দিন বেচা—লোকসানও নেই, লাভও বেশি নেই। ওতে বড়মানুষ হওয়া যায় না।

বড় মানুষ হয়ে আমাদের দরকার নেই। লক্ষ্মীটি চলো, গাঁয়ে ফিরে যাই। আমরা কি কিছু কম সুখে ছিলাম সেখানে, নাখেতে পাচ্ছিলাম না ?

গদাধর এইবার স্পষ্টই বিরক্ত হইলেন—কিন্তু মুখে কিছুপ্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়—চুপ করিয়া রহিলেন।

অনঙ্গ বলিল—ওগো, আমায় একবার দেশে নিয়ে চলো না—একদিনের জন্যে !

—কেন, গিয়ে কি হবে এখন ?

—দশঘরায় বন-বিবির থানে পূজো মানত ছিল—দিয়ে আসবো।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—অর্থাৎ তোমার পূজো মানত আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে !

—সে জন্যে না, তুমি অমত কোরো না... লক্ষ্মীটি... সামনের মঙ্গলবার চলো দেশে যাই—দুদিন থাকবো মোটে।

—পাগল। এখন আমার সময় নেই, ওসব এখন থাক গে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গদাধর শোভারানির বাড়িগেলেন—ফোন করিয়া পূর্বেই যাইবার কথা বলিয়াছিলেন।

শোভা বলিল—কি খবর ?

—অনেক কথা আছে। খুব বিপদে পড়ে এসেছি তোমার কাছে। তুমি যদি অভয় দাও...

—অত ভগিতে শোনবার সময় নেই আমার। কি হয়েচে বলুন না !

গদাধর নিজেদের অবস্থা সব খুলিয়া বলিলেন। কিছুটাকার দরকার এখনই। কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না?

বলিলেন—একটা-কিছু করতেই হবে শোভা। বড়বিপদে পড়ে গিয়েছি। আর একটা অনুরোধ আমার, এ-ছবিতে তোমাকে নামতে হবে, না নামলে ছবি চলবে না। তোমার টাকা আমি দেবো, আমার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করো—যা তোমার দামদর হবে, তা থেকে কিছু কমাবো না।

শোভা সব শুনিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। কোনো কথা বলিল না।

—কি ? একটা যা হয় বলো আমায় !

—কি বলবো, বলুন ? ছবি মার খেয়ে যাবে আমি আগেই জানতাম।

—সে তো বুঝলুম ! যা হবার হয়েছে—এখন আমায় বাঁচাও।

—আমি কি করতে পারি যে আমার কাছে এসেছেন ?

—আরো কিছু টাকা দাও, আর এ ছবিতে নামো।

—কোনোটাই হবে না আমার দ্বারা। আমায় এত বোকা পেয়েছেন ?

—কেন হবে না শোভা ? আমায় উদ্ধার করো। প্রথম ছবি—তেমন হয়নি হয়তো, সে-ছবি থেকে অনেক কিছু বুঝে নিয়েছি—আর একটি বার...

শোভা এবার রাগ করিল। গলার সুর তাহার কখনোবিশেষ চড়ে না, একটু চড়িলেই বুঝিতে হইবে সে রাগ করিয়াছে। সে চড়া গলায় বলিল—আমার টাকা ফেলে দিন, মিটে গেল—আমি উদ্ধারকরবার কে ? আমার কথা

শুনেছিলেনআপনি ?আমি বলি নি যে ফিল্ম কোম্পানি চালানো আপনারকর্ম নয় ?আপনি যার কিছু বোঝেন না, তার মধ্যে....

গদাধর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁরও গলায় রাগের সুর আসিয়া গেল। হয়তো রাগের সঙ্গে দুঃখ মেশানো ছিল।

বলিলেন—বেশ, তুমি দিয়ো না টাকা। না দিলেই-বা কিকরতে পারি আমি ?তবে আমি ছবি একখানা করবোই। দেখিঅন্য জায়গায় চেষ্টা—আচ্ছা, আসি তাহলে।

গদাধর বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইবেন—শোভাডাকিয়া বলিল—বা রে, চলে গেলেই হল ?শুনে যান—আমারটাকার একটা ব্যবস্থা করুন !

—হবে, হবে, শীগ্গির হবে।

—শুনুন, শুনুন !

—কি ?

—কোম্পানি করবেনই তবে ?আপনার সর্বনাশ হলেওশুনবেন না ?

গদাধর বোধহয় খুব চটিয়া গিয়াছিলেন। সিঁড়ি বাহিয়াতরতর করিয়া নামিতে নামিতে বলিলেন—না, সে তো বলেচিনেকবার ! কতবার আর বলবো ?ও আমি না বুঝে করতেযাচ্ছি নে। আমায় কারো শেখাতে হবে না।

গদাধর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

শোভা অন্যমনস্ক হইয়া কতক্ষণ সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়ারছিল। সে এমন এক-ধরনের মানুষ দেখিল, যাহা সে সচরাচর দেখে না ! অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরটুকিল।

একটু পরে শচীন একখানা বড় মোটর-ভর্তি বন্ধুবান্ধবলইয়া হাজির হইল। সকলে কোলাহল করিতে করিতেউপরে উঠিয়া আসিল। ইহাদের মধ্যে একজনকে শোভাচেনে—উড়িয়ার কোনো এক দেশীয়-রাজ্যের রাজকুমার,পূর্বে একদিন শোভাদের স্টুডিও দেখিতে গিয়াছিলেন। পৈতৃক অর্থ উড়াইবার তীর্থস্থান কলিকাতা ধামে গত পাঁচ-ছ'মাসেরমধ্যে কুমার-বাহাদুর প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা অন্তরীক্ষেঅদৃশ্য করিয়া দিয়া স্বীয় দরাজ-হাতে রাজোচিত মনের পরিচয়দিয়াছেন।

কুমার-বাহাদুর আগাইয়া আসিয়া পরিষ্কার বাংলায়বলিলেন—নমস্কার, মিস্ মিত্র, কেমন আছেন ?এলাম একবারআপনার সঙ্গে দেখা করতে !

শোভা নিস্পৃহভাবে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালো আছি।

শচীন পিছন হইতে বলল—কুমার-বাহাদুর এসেছিলেনতোমায় নিয়ে যেতে—উনিমস্তবড় পার্টি দিচ্ছেনক্যাসানোভায়আজ সাতটা থেকে। এখন একবার সবাই মিলে ব্যারাকপুরট্রাঙ্ক রোডের...।

শোভা বলিল—আমার শরীর ভালো নয়।

কুমার-বাহাদুর বেশ সুপুরুষ, তরুণবয়স্ক, সাহেবিপোশাকপরা,কেতাকায়দা-দুরস্ত। সাহেবিয়ানাকেযতদূর নকল করা সম্ভব একজন অর্ধশিক্ষিত দেশী লোকের পক্ষে তাহারত্রুটি তিনি রাখেন নাই। অসুখের কথা শোভার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র তিনি তটস্থ হইয়া বলিলেন—আপনার অসুখহয়েছে, মিস্ মিত্র?গাড়িতে করে যেতে পারবেন না ?

শোভা বিরক্তির সুরে বলিল—আজ্ঞে না, মাপ করবেন।

শচীন দলবল লইয়া অগত্যা বিদায় লইল।

দিন-দুই পরে শোভা নিজের স্টুডিওতে হঠাৎ গদাধরও রেখাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। প্রথমে তাহার মনেহইল, তাহারই জন্য উহারা আসিয়াছে। শেষে দেখিল, তাহানয়, অন্য কি-একটা কাজে আসিয়া থাকিবে—অন্য কোনোঅভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাছে। শোভা সেটে দাঁড়াইবার পূর্বে সাজগোজ করিয়াছে, মাথায় মুকুট, হাতে সেকেলে তাড়, বালা, চূড়—বাহুতে নিমফল-ঝোলানো রাংতার গিল্টি-করাবাজু—পৌরাণিক চিত্রের ব্যাপার। তবুও সে একজন ছোকরা চাকরকে বলিল—এই, ওই বাবু আর মাইজিকে ডেকে নিয়েআয় তো !

তাহার বুকের মধ্যে একটি অনুভূতি, যাহা শোভা কখনোঅনুভব করে নাই পূর্বে ! রেখাকে গদাধরের সঙ্গে বেড়াইতেদেখিয়াই কি এরূপ হইল ?সম্ভব নয়। উহারা যাহা খুশি করিতেপারে, তাহার তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তবে লোকটির মধ্যে তেজ আছে, সাহস আছে—বেশির ভাগ পুরুষই তাহার কাছে আসিয়া কেমন যেন হইয়া যায়; মেরুদণ্ডবিহীন মোমেরপুতুলদের দু'দণ্ড নাচানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আনন্দনাই, জয়ের গর্ব সেখানে বড়ই ক্ষণস্থায়ী। শাপিত ছোরারআগার সাহায্যে কচুগাছের ডগা কাটা ! ছোরার অপমান হয় নাতাতে ?

গদাধরবাবুর কাছে গিয়া চাকরটি কি বলিল, গদাধরকেআঙুল দিয়া তাহার দিকে দেখাইল চাকরটা—এ পর্যন্ত শোভা দেখিল। তাহার বুকের মধ্যে ভীষণ টিপ-টিপ শুরুহইল অকস্মাৎ—বুকের রক্ত যেন চল্কাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে, ঠিক সেই সময় ডাক পড়িল—গদাধরের সঙ্গেশোভার আর দেখা হইল না সেদিন।

মাস পাঁচ-ছয় কাটিল। পুনরায় পূজা আসিল, চলিয়াওগেল। কার্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন শচীন কথায়কথায় বলিল—শুনেচো, গদাধর আমাদের বড় বিপদে পড়েছে।

শোভা জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে ?

—ওর সেই ছবি অর্ধেক হয়ে আর হল না—কতকগুলোটাকা নষ্ট হল। এবার একেবারে মারা পড়বে।

—কেন, কি হল ?

—রেখা ঝগড়া করে ছেড়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে নাকিকোনো লেখাপড়া ছিল না এবার। সে সুবিধে পেয়ে গেছেএখন নাকি শুনচি, রেখা বিয়ে করবে কাকে, সব ঠিক হয়েগিয়েছে। যাকে বিয়ে করবে, রেখাকে সে ছবিতে নামতে দেবেনা—নানা গোলমাল। রেখা চলে গেলে তার সঙ্গে সুষমাও চলে আসবে। ডিস্ট্রিবিউটার অনেক টাকা ঢেলেছে—তারা নালিশ করবে গদাধরের নামে, বেচারি এবার একেবারে মারা যাবেতাহলে—বাজারসুদ্ধ দেনা !

শোভা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—গদাধরবাবুএখন কোথায়?

—সেই বাড়িতেই আছে। তবে শুনচি, বাড়ি বন্ধক। বাড়িথাকবে না, যতদূর মনে হচ্ছে !

—ও !

—বড্ড চাল বাড়িয়েছিল, এবার একেবারে ধনে-প্রাণেগেল। মানে, তুই ছিলি বাবু পাটের আড়তদার, করতে গেলি ফিল্মের ব্যবসা, যাকে যা না সাজে—বোকা পেয়ে পাঁচজনেরমাথায় হাত বুলিয়ে—বুঝলে ?

শোভা একটু অন্যমনস্ক হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া ছিল, শচীনের শেষদিকের কথার মধ্যে কতকটা মজা দেখিবারউল্লাসের সুর ধ্বনিত হওয়ায় সে হঠাৎ বাঁঝিয়া উঠিয়া তীব্রবিরক্তির সুরে বলিল—আ-আঃ, কেন মিছিমিছি বাজে বকচেনএকজনের নামে ?আপনার গাঁয়ের লোক, আত্মীয় না ?এতআমোদ কিসের তবে ?

শচীনের কণ্ঠ হইতে আমোদের সুর এক মুহূর্তে উবিয়াগেল, সে শোভার দিকে চাহিয়া বলিল—না, তাই বলচি,—লোকটার মধ্যে যে কেবল নিছক বেকুবি...

—আবার ওই সব কথা। লোকটার মধ্যে যাই থাকুক, সে-সব আলোচনা এখানে করবার কোনো দরকার নেই।

শোভার গলার সুরে রাগ বেশ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

ইহার পর শচীন এ-সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতে আরসাহসকরিলনা—কিন্তু সে আশ্চর্য হইলমনেমনে। সে জানিত, শোভা একগাদা টাকা ধার দিয়াছে গদাধরকে, সে-ধারের একটাপয়সা এখনো সে পায় নাই... !

তাহাদের স্টুডিওর সঙ্গে টেক্সা দিয়া গদাধর ছবি তুলিতেগিয়া বিপন্ন হইয়াছে—বিশেষত রেখার পূর্ব ইতিহাস যাহাইহউক, এখন যে অভিনয়ক্ষেত্রে সে শোভার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া উঠিতেছে দিন দিন—এ-সব বিবেচনা করিয়া দেখিলেগদাধরের দুর্দশা তো পরম উপভোগ্য বস্তুনিতান্ত মুখরোচকগল্পের উপকরণ।

কি জানি, মেয়েমানুষের মেজাজ যে কখন কি, শচীনঅনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা আজও বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আরো ভীষণ অবাক হইয়া গেল সে, দিনকতক পরে একটি কথা শুনিয়া।

একদিন তাহাদের স্টুডিওর একটি মেয়ে, শোভার বিশেষবন্ধু, শচীনকে ডাকিয়া বলিল—শুনুন, আপনাকে একটা কথাবলি।

—এই যে অলকা দেবী—ভালো তো ?কি কথা ?

—কথাটা খুব গোপনে রাখবেন কিন্তু। আপনি শোভাকে জানেন অনেকদিন থেকে, তাই আপনার কাছে বলচি, যদিআপনার দ্বারা কিছু কাজ হয়।

শচীন বিস্ময়ের সুরে বলিল—শোভার সম্বন্ধে কথা!আমায় দিয়ে কি উপকার—বুঝতে পারচি নে !

—শোভা এ স্টুডিও ছেড়ে ভারতী ফিল্ম কোম্পানিতেটোকবার চেষ্টা করছে—জানেন না। সেখানে চিঠি লিখেচে।

শচীন মূঢ়ের মতো দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া অবিশ্বাসের সুরে বলিল—‘ভারতী ফিল্ম কোম্পানি’?সে তোআমাদের গদাধরের।

—সে—সব জানি নে মশাই, ওই যে যাদের ‘ওলট-পালট’ বলে ছবিটি একেবারে মার খেয়ে গেল।

—বুঝেচি, জানি—তারপর ?সেখানে যেতে চাইছেশোভা?

—যেতে চাইচে মানে, চিঠি লিখেচে..দরখাস্তকরেচে...যাকে বলে মশাই—যাওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে।

—তার মানে ?

—আমি কিছু বুঝতে পারচি নে। সেইজন্যেই আপনারকাছে বলা।

—এখানে ডিরেকটরের সঙ্গে ঝগড়া হল নাকি ?

—সে-সব না। ওর সঙ্গে আবার ঝগড়া হবে কার ?আমি কিছু বুঝচি নে। ভারতী ফিল্ম কোম্পানি একটা ফিল্মবার করে যা নাম কিনেচে—তাতে ওদের ছবি বাজারে চলবে। যতদূর আমি জানি, ওদের পয়সা-কড়িরও তেমন জোরনেই—ওখানে শোভা কেন যেতে চাইচে, এ আমার মাথায়আসে না কিছুতেই।

—আপনি বুঝিয়ে বলে দেখুন না, অলকা দেবী ?

—আমি কি না বুঝিয়েচি ?অনেক বারণ করেচি—ওর ব্যাপার জানেন তো, যখন যা গোঁ ধরবে, তা না করে ছাড়বে না। খেয়ালী-মেজাজের মেয়ে—এখানে ওর কন্ট্রাক্ট রয়েছেএক বছরের। এরা নালিশ করে দেবে, তখন কি হবে ?



—সে তো জানি।

—আবার বুঝে-সুঝে চলতেও ওর জোড়া নেই ! যেখানে যখন বুঝতে চাইবে সেখানে অঙ্ক কষবে—অথচ কেন অবুঝ হল এমন যে...

—হঁ !

—আপনি একবার বুঝিয়ে বলুন না শচীনবাবু। আমারমনে হয়...

—আচ্ছা দেখি, কতদূর কি হয়।

শচীন মুখে বলিল বটে, কিন্তু সে সাহস করিয়া শোভার কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিল না—আজ কাল করিয়া প্রায় দিনপনেরো কাটিল। শোভা কিন্তু স্টুডিও ছাড়িয়া কোথাওগেল না। দিনের পর দিন রীতিমত চাকুরি করিয়া যাইতেলাগিল। তবে শচীন লক্ষ্য করিল, শোভার মুখ ভার-ভার, সে কোনোখানেই তেমন মেলামেশা করে না লোকের সঙ্গে, তবু আগে যাহাও একটু-আধটু করিত, এখন একেবারেই তা করে না। নিজের গাড়িতে স্টুডিওতে ঢোকে, কাজ শেষ করিয়াগাড়িতেই বাহির হইয়া যায়।

সেদিন তাহার সঙ্গে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য কথাবলিবার সুযোগ ঘটিল অলকার।

গাড়িতে উঠিতে যাইবে শোভা, সামনে অলকাকে দেখিয়া সে একটু অপেক্ষা করিল।

অলকা বলিল—কি, আজকাল যে বড় ব্যস্ত, কেমনআছে শোভা ?

—ভালোই আছি। তুই যাস নে কেন আমার ওখানে ?

একটু ব্যস্ত ছিলাম ভাই—যাবো শীগগির একদিন। যাক্, আর কদিন আছে আমাদের এখানে ?

শোভা হাসিয়া বলিল—বরাবর আছি। ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেছে।

অলকা খুশি হইয়া বলিল—নেমেচে ? সত্যি নেমেচেভাই?

—নেমেচে। আচ্ছা, চলি তবে।

শচীন অলকার মুখে সংবাদটা শুনিয়া নিতান্তই খুশি হইয়া উঠিল। সেইদিনই সে শোভার ওখানে গেল। মনের উল্লাসচাপিতে না পারিয়া কথায়-কথায় বলিল—তারপর, একটা কথা আজ অলকা গুপ্তার মুখে শুনে বড় আনন্দ হল শোভা।

—কি কথা ? কার সম্বন্ধে ?

—তোমার সম্বন্ধেই।

শোভা বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমার সম্বন্ধে? কি কথা, শুনি ?

—যদিও আমি জানি যে তুমি ঝাঁক ধরেছিলে ভারতীফিল্মে যাবার জন্যে—তবুও শুনে খুশি ছিলাম যে, সে ভূততোমার ঘাড় থেকে নেমে গিয়েচে !

শোভা গম্ভীর মুখে বলিল—ভূত নামে নি নামিয়েদিয়েছে—জানেন?

শচীন বুঝিতে না পারার ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিল—মানে?

—মানে, এই দেখুন চিঠি !

শোভা শচীনের হাতে যে চিঠিখানা দিল, সেখানা অত্যন্তসংক্ষিপ্ত—টাইপ করা ইংরেজি চিঠি। তাতে ‘ভারতী ফিল্মস্টুডিও’র কর্তৃপক্ষ দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছেন যে শোভারানিমিত্রকে বর্তমানে তাহাদের স্টুডিওতে লওয়া সম্ভব হইবে না।

শচীন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ফিল্মগগনের অতুজ্জ্বল ঝকঝকে তারকা মিস্ শোভারানি মিত্রদীনভাবে চিঠি লিখিয়া চাকুরি প্রার্থনা করিতে গিয়াছিল ভারতীফিল্ম কোম্পানির মতো তৃতীয় শ্রেণীর চিত্র প্রতিষ্ঠানে, আরতাহারা কিনা...

ব্যাপারটা শচীন ধারণা করিতেই পারিল না। শোভারানিরমুখের দিকে চাহিয়া সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসকরিল না। তাহার মনে হইল, শোভা এ-সম্বন্ধে কোনোআলোচনা করিতে অনিচ্ছুক। তবুও এ এমনই একটা অবিশ্বাস্যব্যাপার, যাহা মন হইতে যাইতে চায় না।

শচীন বাসায় ফিরিবার পথে কতবার জিনিসটা মনেরমধ্যে নাড়াচাড়া করিল। শোভার মতো তেজী মেয়ে, সচ্ছল অবস্থার অভিনেত্রী রূপসী তরুণী—কি বুঝিয়া কিসের জন্য এহাস্যকর ঘটনার অবতারণা করিতে গেল ?কোনো মানে হয় ইহার ?যার পায়ের ধূলা পাইলে ভারতী স্টুডিওর মতো কতশত ছবি-তোলা-কোম্পানি কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইত—তাহাকে কিনা চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দিল, এখানে তোমাকে চাকুরি দেওয়াসম্ভব হইবে না।

সাহস করিয়া স্টুডিওর বন্ধুবান্ধবের কাছেও এমন মজারকথাটা শচীন বলিতে সাহস করিল না। শোভার কানে উঠিলে সে চটিবে।

ভড়মশায় পাটের কাজ ভালো ভাবেই চালাইতেছিলেন। আড়তের ক্যাশ হইতে মাসে মাসে টাকা যদি তুলিয়া না লইয়া যাইত, তবে ভড়মশায়ের সুনিপুণ পরিচালনায় আড়তেরকোনোই ক্ষতি হইত না। কিন্তু গদাধর বারবার টাকা তুলিয়া আড়তের খাতা শুধু হাওলাতী হিসাবে ভর্তি করিয়া ফেলিলেন। কাজে মন্দা দেখা দিল।

কার্তিক মাসের প্রথম। নতুন পাট কিনিবার মরসুমে পাঁচ-ছ’হাজার টাকা বিভিন্ন মোকামে ছড়ানো ছিল—এইবারসেখান হইতে মাল আনিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এইসময় ভড়মশায় একটা মোটা অর্ডার পাইলেন মিল হইতে—মাল যোগান দিতে পারিলে দু’পয়সা লাভ হইবে—কিন্তু টাকা নাই। ভড়মশায় নানাদিকে বহু চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়া শেষেঅনঙ্গর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। গত চার-পাঁচ মাস তিনিঅনঙ্গকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়াকোনো কাজ করেন না। অনঙ্গ যে এত ভালো ব্যবসা বোঝে, ভড়মশায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বৌ-ঠাকরুণের প্রতিতাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে। অনঙ্গ শুনিয়া বলিল—ব্যাক্থেকে কিছু নেওয়া চলবে না ?

—তা হবে না বৌ-ঠাকরুণ, অনেক নেওয়া আছে, আরদেবে না।

—মোকাম থেকে পাট আনিয়া নিন, আর আমার গহনা যা আছে বিক্রি করুন।

—তোমার যা গহনা আছে, বৌ-ঠাকরুণ, তাতে আরআমি হাত দিতে চাই নে। পাটের ব্যবসা—জুয়ো খেলা, হেরেগেলে তোমার গহনাগুলো যাবে !

কিন্তু অনঙ্গ শুনিল না। সেও নিতান্ত ভীতু-ধরনের মেয়েনয়, এখন তাহার পিতৃবংশের যদিও কেহই নাই—কেবল এক বখাটে ভাই ছাড়া—একসময়ে তাহার বাবাও বড় ব্যবসায়ী ছিলেন—ব্যবসাদারের দিল আছে তাহার মধ্যে। সে জোরকরিয়া গহনা বিক্রয় করাইয়া সেই টাকায় মালের যোগান দিল। কিছু টাকাও লাভ হইল।

যেদিন মিলের চেক ব্যাঙ্কে ভাঙানো হইবে, সেদিন গদাধর আসিয়া এক হাজার টাকা চাহিয়া বসিলেন। তিনি আজকাল বাড়িতে বড়-একটা আসেন না। কোথায় রাত কাটান, কিভাবে থাকেন, ভড়মশায় বা অনঙ্গ জিজ্ঞাসা

করিতে সাহস করে নাই। এবার কিন্তু ভড়মশায় শক্ত হইয়া বলিলেন—বাবু, এ টাকাবৌ-ঠাকরুণের গহনা-বেচা টাকা ! এ থেকে আপনাকে দিতেগেলে, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে—তাঁর হুকুম ভিন্ন দিতেপারি নে !

গদাধর ভ্র কুণ্ঠিত করিয়া বলিলেন—আড়তে আমারনামে, আপনার বৌ-ঠাকরুণের নামে নয়। আমার আড়তে অপরের টাকা খাটে কোন্ হিসেবে ?

—সে কথাটা বাবু আপনি গিয়ে তাঁকে বলুন—আমি এরজবাব দিতে পারবো না।।

—আপনি টাকা দিয়ে দিন, আমার বড্ড দরকার, পাওনাদারে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমি এখন যাই, কাল সকালে আবার আসবো।

ভড়মশায় অনঙ্গকে গিয়া কথাটা জানাইলেন। অনঙ্গ টাকা দিতে রাজী হইল না। তাহার ও তাহার ছেলেদের দশাকি হইবে, সে-কথা স্বামী কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন ?ওই দেড় হাজার টাকা ভরসা ! বাড়িভাড়া দিতে হয় না—তাইএক-রকমে সংসার চলিবে কিছুদিন ওই টাকায়।

পরদিন অনঙ্গ দুপুরে কলতলায় মাছ ধুইতেছে, হঠাৎ স্বামীকে বাড়ি ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। গদাধর কাছেআসিয়া বলিলেন—কেমন আছো ?

অনঙ্গ একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। অনেকদিন দেখে নাই—প্রায় পনেরো-ষোলো দিন। স্বামীর স্বাস্থ্য ভালো হইয়াছে, চেহারায় গঁয়ো-ভাবটা অনেকদিন হইতেই দূর হইয়াছিল—বেশ চমৎকার চেহারা ফুটিয়াছে।

তবুও অভিমানের নীরসতা কণ্ঠে আনিয়া সে বলিল—ভালো থাকি আর না থাকি, তোমার তাতে কি ?দেখতে এসেছিলে একদিন, মরে গিয়েছে বাড়িসুদ্ধ না বেঁচেআছে?

—তুমি আজকাল বড় রাগ করো। আমি কাজ নিয়ে বড়ব্যস্ত আছি, স্টুডিওতে খাই, স্টুডিওতে শুই, তাই সময় পাইনে—কিন্তু ভড়মশায়ের কাছে খবর পাচ্ছি ফোনে—রোজফোন করি গদিতে।

—বেশ করো ! না করলেই-বা কি ক্ষতি ?

—কার কথা বলছো—তোমার না আমার?

—দুজনেরই। যাক, এখন কি মনে ক'রে অসময়ে ?খাওয়া হয় নি, তা মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। ঘরে গিয়ে বসো, আমি মাছ কটা ধুয়ে আসছি।

একটু পরে অনঙ্গ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্বামী ছেলেদেরলইয়া গল্প করিতেছেন। অনঙ্গ বলিল—চা খাবে নাকি ?এখনোরান্নার দেরি আছে কিন্তু।

গদাধর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আমার দেরি করলেচলবে না। চা বরং একটু করে দাও—আর আমি এসেছিলাম যে জন্যে...

অনঙ্গ বলিল—সে আমি শুনেচি, সে হবে না।

—টাকা তুমি দেবে না অনঙ্গ ?লক্ষ্মীটি, বড্ড বিপদেপড়েছি। একটা মেশিনের কিস্তির টাকা কাল দিতে হবে, নইলেতারা মেশিন উঠিয়ে নিয়ে—যাবে—স্টুডিওর কাজ বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে। লক্ষ্মীটি, অমত কোরো না। বড় আশা করে এসেচি।

গদাধরের চোখে মিনতির দৃষ্টি ! অনঙ্গর মন এতটুকুদমিত না টলিত না, যদি স্বামী তস্বি-হস্বি করিত বা রাগঝালদেখাইত। কিন্তু স্বামীর অসহায় মিনতির দৃষ্টি তাহার মতিভ্রমঘটাইল। সে নিজেকে দৃঢ় রাখিতে পারিল না।

গদাধর টাকা আদায় করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই টাকা দেওয়ার মুহূর্তের দুর্বলতার জন্য অনঙ্গকে পরে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

মাসখানেক পরে আদালতের বেলিফ আসিয়া বাড়ি শিলকরিয়া গেল। বন্ধকী বাড়ি, পাছে বেনামী হস্তান্তর হয়, তাইমহাজন ডিক্রীর আগেই কোর্ট হইতে আটক রাখিবার ব্যবস্থাকরিয়াছে।

গদাধরের অবস্থা যে কত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, ভড়মশায় তাহা ইদানীং বেশ ভালো করিয়াই জানিতেপারিয়াছিলেন। আড়তের ঠিকানায় বহু পাওনাদার আসিয়াজুটিতে লাগিল। ভড়মশায় পাকা লোক—তাহাদের ভাগাইয়া দিলেন। এ ফার্মের সঙ্গে ও-সব দেনার সম্বন্ধ কি?অনেকেশাসাইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু যেদিন খবর পাওয়া গেল যে, আদালতের বেলিফবাড়ি শিল করিবে, সেদিন ভড়মশায় অনঙ্গকে গিয়া সব খুলিয়াবলিলেন। অনঙ্গ বলিল—আমাদের কি উপায় হবে?

একটা ভাড়াটে-বাড়ি আজ রাত্রের মধ্যেই দেখি, কালসেখানে উঠে যাওয়া যাক।

—তার চেয়ে চলুন, দেশে ফিরে যাই ভড়মশায়। সেখানেগেলে আমার মন ভালো থাকবে।

—এই অবস্থায় সেখানে যাবেন বৌ-ঠাকরুণ ?লোকে হাসবে না ?

—হাসুক ভড়মশায়। আমার স্বামীর, আমার শ্বশুরেরভিটেতে আমি না খেয়ে একবেলা পড়ে থাকলেও কোনো অপমান নেই। সেখানে সজনে-শাক সেদ্ধ করে খেয়েও একটাদিন চলে যাবে, এখানে তা হবে না। আপনি চলুন দেশে।

—আমারও তাই মত বৌ-ঠাকরুণ। আপনার যদি তাতেমন না দমে, আজই চলুন না কেন ?

## আট

অনেকদিন পরে অনঙ্গ আবার দেশের বাড়িতে ফিরিল।

গত চার বছরের বর্ষার জল পাইয়া দু'খানা ছাদ বসিয়াগিয়াছে, উঠানে ভাঁটশেওড়ার বন, পাঁচিলে ও কার্নিসে বনমূলাও চিচ্চিড়ের ঝাড়, রোয়াকে ও দেওয়ালের গায়ে প্রতিবেশীরা খুঁটে দিয়াছে। দু'একজোড়া জানালার কবাট কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে বেওয়ারিশ মাল বিবেচনায়। বাড়ির অবস্থা দেখিয়া অনঙ্গ চোখের জল রাখিতে পারিল না।

একটা কুলুঙ্গিতে অনঙ্গর শাশুড়ি লক্ষ্মীর বাটা রাখিতেন, শাশুড়ির নিজের হাতের সিঁদুরের কৌটার পুতুল এখনো কুলুঙ্গির ভিতরে আঁকা। যে খাটে অনঙ্গ নববধূরূপে ফুলশয্যার রাত্রি যাপন করিয়াছিল, পশ্চিমের ঘরে সে প্রকাণ্ড সেকেলেকাঠাল কাঠের তক্তপোশখানা উইয়ে-খাওয়া অবস্থায় এখনো বর্তমান।

বাড়ি আসিয়া নামিবার কিছু পরে, পাশের বাড়িরবড়-তরফের কত্রী-ঠাকরুণ এ-বাড়ি দেখিতে আসিলেন। অনঙ্গ তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ভালো আছো দিদি ?বট্টাকুর ভালো, ছেলেপিলে সব...

হ্যাঁ তা সব এক-রকম—কিন্তু বড্ড রোগা হয়ে গেছিসছোটবৌ ! আহা, শচীনের (ইনিশচীনের মা) কাছে সব শুনলাম। তা ঠাকুরপো যে কলকাতায় গিয়ে এ-রকম করে উচ্ছল্নে যাবে, তা কে জানতো ! শুনলাম নাকি এক মাগী নাচওয়ালী নাকি ওইবলে আজকাল—তাকে নিয়ে কি ঢলাঢলি, কি কাণ্ড! একেবারেপথে বসিয়ে দিলে তোদের ছোটবৌ, কিছু নেই, বাড়িখানাপর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল ! আহা-হা...

অনঙ্গর চিত্ত জ্বলিয়া গেল বড়বৌয়ের কথার ধরনে।সহানুভূতি দেখাইবার ছুতায় আসিয়া এ একপ্রকার গায়ের ঝালঝাড়া আর কি ! বড়-তরফ যখন যে গরিব সেই গরিবই থাকিল, ছোট-তরফের তখন অত বাড় বাড়িয়া কলকাতায় বাড়ি কেনা, আড়ত ও ছবি তুলিবার কোম্পানি খোলা—এসব কেন ?কথায়বলে, অত বাড় বেড়োনাকো ঝড়ে ভেঙে যাবে'—এখনকেমন ?

অনঙ্গ ঝগড়াটে স্বভাবের মেয়ে কোনোদিনই নয়। ভগবান যখন পাঁচজনকে দেখিতে দিয়াছেন—দেখুক।

কলিকাতার বাড়ির জন্য ডবল পালঙ্ক, কয়েকখানাসোফা ও একটা বড় কাঁচ-বসানো আলমারি অনঙ্গ শখকরিয়া কিনিয়াছিল—এত কষ্টের মধ্যেও সেগুলি সে বেচিয়াবা ফেলিয়া আসিতে পারে নাই—সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। গত সুখের দিনের স্মৃতিচিহ্ন এগুলি—অনঙ্গ এখানকারঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বড়বৌ সেগুলি দেখিয়া বলিলেন—এসবআর এখন কি হবে ছোটবৌ, বিক্রি করে দিয়ে এলে তবুওদু-দিন চলতো সেই টাকায়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ! বলিস তো খাট-আলমারির খদ্দের দেখি,—ওই মুখুজ্যেদের গিল্মি বলছিলএকখানা খাট ওর দরকার !

অনঙ্গ বলিল—আচ্ছা দিদি, আমি তোমায় জানাবোদরকার বুঝে। এনেছি যখন, এখন থাকুক—জায়গার তোঅভাব নেই রাখবার, কারো ঘাড়ে চেপে নেই।

দিন যাহা হউক একপ্রকার কাটিতে লাগিল। অনঙ্গর মনে কিন্তু বড় দুঃখ, স্বামী তাহার পর হইয়া গেল। এত কষ্টের ও পরের টিটকারির মধ্যেও যদি স্বামীকে সে কাছে পাইত, এসবদুঃখ-কষ্টকে সেআমল দিত না।পুরানো বাড়ির কার্নিসের ফাঁকেগোলা-পায়রার ঝাঁক আর পুরানো দিনের মতো ডানা ঝটপট করে না, সুখের পায়রা অন্য কোনো সুখী গৃহস্থের বাড়ি চলিয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্তে বাড়ির কানাচে রাত্রিবেলা পেঁচারকর্কশ সুর শোনা যায় রাত দুপুরে, আমড়া গাছের মাথায় চাঁদওঠে, একা-একা ছেলে দুটি লইয়া এই শতস্মৃতিভরা বাড়িতেথাকিতে তাহার বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, প্রতিদিন কলিকাতাহইতে আনা সেই পালঙ্কে শুইবার সময়।

রাত্রি নির্জন বাড়িটা ফাঁকা—কেহ কোথাও নাই আজ। দিনের বেলায় তবু কাজ লইয়া ভুলিয়া থাকা যায়, রাতেরনির্জনতা যখন বুক চাপিয়া বসে—তাহার বুক হু-হু করে, শত্রু হাসাইবার ভয়ে যে কান্নার বেগ দিনমানো চাপিয়া রাখিতে হয়—রাতে তাহা আর বাধা মানে না।

হাতে বিশেষ পয়সা আর নাই—ভড়মশায়ের সাহায্যে সে ছোটখাটো খুচরা ব্যবসা চালাইতে লাগিল। মূলধন নাই, হাটবারে রাস্তার ধারে পাটের ফেটি কিনিয়া কোনোদিন একমণ, কোনোদিন-বা কিছু বেশি মাল কৃষ্ণ দাঁয়ের আড়তে বিক্রি করিয়া নগদ আট আনা কি বারো আনা লাভ হয়, হাত-খরচটাইকরূপে চলিয়া যায় তাহা হইতে।

মূলধনের অভাবে বেশি পরিমাণে খরিদ-বিক্রি করাচলিল না, দুর্দিনের বন্ধু ভড়মশায় অনেক চেষ্টা করিয়াওকোথাও বেশি পুঁজি জুটাইতে পারিলেন না।

একদিন নির্মল দেখা করিতে আসিল।

অনঙ্গ সন্তুষ্ট ছিল না নির্মলের উপর—তবুও জিজ্ঞাসাকরিল—ওঁর খবর জানো ঠাকুরপোর।

কলকাতাতেই আছে, শচীনের কাছে শুনেচি।

—তুমি জানো ঠিকানা ঠাকুরপো ?বাড়িতে একবারআসতে বলো না ওঁকে। যা হবার হয়েছে, তা ভেবে আর কিহবে ! বাড়িতে এসে বসুন, আমি চালাবো, ওঁকে কিছু করতেহবে না।

—পাগল হয়েছে বৌদি। গদাধরদাকে চেনো না ?বলে, মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার ! সে এসে বসে তোমার ওইপাটের ফেটির ব্যবসা করবে ?তা ছাড়া তার এখনো রাজ্যেরদেনা, কলকাতা ছেড়ে আসবার জো নেই।

—কতটাকা দেনা ঠাকুরপো ?

—তা অনেক। নালিশ হয়েছে তিন-চারটে—জেলেযেতে না হয়।

অনঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বলল কি ঠাকুরপো ?এতদেনা হল কি করে ?ছবি চললো না ?

—সে নানা গোলমাল। যে মেয়েটির ওপর ভরসা করে ছবি তৈরি করা হচ্ছিলো, তার হয়ে গেল বিয়ে। সে আর ছবিতেনামলো না, অন্য একটি মেয়েকে দিয়ে সে পাট করানো হতে লাগলো—ছবি একরকম করে হয়ে গেল। কিন্তু সকলেই জেনেগিয়েছিল যে রেখা দেবী—মানে সে মেয়েটি এ-ছবিতে শেষপর্যন্ত নেই—ছবি তেমন জোরে চললো না। গদাধর বড্ড ভুল করলে—একটি খুব নামজাদা অভিনেত্রী ইচ্ছে করে ছবিতেনামতে চেয়েছিল, গদাধর তাকে নেয় নি—শচীনের মুখেশুনলাম !

—কেন ?

—তা কি করে বলবো ?বোধ হয় মন-কষাকষি ছিল !

—আগে থেকে জানা ছিল নাকি তার সঙ্গে ?

নির্মল হাসিয়া বলিল—খু-ব ! কেন, তুমি কিছু জাননাবৌ-ঠাকুরপো ?তার কাছে তো গদাধর অনেক টাকা ধারকরেছিল, সেও তো একজন বড় পাওনাদার। তার নাম শোভারানি। আমি শচীনের কাছে শুনেচি, ভড়মশায় একবার সে দেনার সম্পর্কে মেয়েটির বাড়ি গিয়েছিল।

—তারপর কি হল ?

—টাকা কি কেউ ছাড়ে ?সেও নালিশ করেছে শুনেচি।তারও তো রাগ আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনঙ্গ বলিল—এত কথাআমি জানিনে তো ঠাকুরপো! আমাকে কেউ বলেওনি। আমি না হয় গহনা বেচে তার দেনা শোধ করতাম।

নির্মল হাসিয়া বলিল—সে অনেক টাকা দেনা বৌ-ঠাকুরপো ! তোমার গহনা ইদানীং যা ছিল, তা বেচে অত টাকা হবে কোথা থেকে ?সে শুনেচি, হাজার চার-পাঁচ টাকা।

অনঙ্গ আকুল কণ্ঠে বলিল—হোক্গে যত টাকা, তুমি একটা কাজ করো ঠাকুরপো—তুমি তাকে যে করে পারো একবার এখানে এনে দাও। দেখিনি কতদিন—আমার মন যেকি হয়েছে, সে শুধু তুমি বলেই বলচি। এই উপকারটা করো তুমি। দেনা আমি যে করে হোক্, জমি-জায়গা বেচে হোক্, শোধ করে দেবো—আমি নিজে এখন ব্যবসা বুঝি করচিও তো।

নির্মল হাসিয়া বলিল—তুমি জানো না বৌদি, তোমারধারণা নেই। তুমি যা ভাবচো, তা নয়। দেনা বিশ হাজারের কম নয়—সে তুমি তোমার ওই সামান্য ব্যবসা করেও শোধ করতেপারবে না, জায়গা-জমি বেচেও পারবে না।

—তাহলে কি হবে ঠাকুরপো ?

—কি হবে, কিছুই বুঝতে পারচি নে। আর কিছুদিন নাগেলে...

নির্মল চলিয়া গেল। অনঙ্গ বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিল। সেদিন আর তাহার মুখে ভাত উঠিল না। ভড়মশায়কে ডাকাইয়াপরামর্শ করিতে বসিল। ভড়মশায় পাকা বিষয়ী লোক, সবশুনিয়া বলিলেন—এর তো কোনো কুলকিনেরা পাচ্চি নেবৌ-ঠাকুরপো !

অনঙ্গ চিন্তিতমুখে বলিল—আপনার হাতে এখন কতটাকা আছে ?

অনঙ্গর মুখের দিকে চাহিয়া ভড়মশায় হাসিয়া বলিলেন— আন্দাজ শ'দুই-আড়াই। কি করতে চান্ বৌ-ঠাকুরপো, ওতেবাবুর দেনা শোধ করা যাবে না।

—আপনি একবার কলকাতায় যান ভড়মশায়, নির্মলঠাকুরপো বলছিল তাঁর নাকি দেনার দায়ে জেল হবে, একবারআপনি নিজের চোখে দেখে আসুন ভড়মশায়—আমি স্থির থাকতে পারচি নে যে একেবারে, এ-কথা শুনে কি আমারমুখে ভাতের দলা ওঠে ?আপনি আজ কি কাল সকালেই যানএকবার !

—আজ হবে না বৌ-ঠাকুরপো, আজ হাটবার। টাকা-পঞ্চাশেক হাতে আছে, ও টাকাটায় ওবেলা পাট কিনতে হবে। যা হয় দুপয়সা তো ওই থেকেই আসছে।

পরদিন সকালে অনঙ্গ একপ্রকার জোর করিয়াভড়মশায়কে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল। সঙ্গে দিল একখানা লম্বা চিঠি আর একশোটা টাকা। ভড়মশায় টাকা দিতে বারণকরিয়াছিলেন, ইহা শুধু সংসারখরচের টাকা নয়, এই যে সামান্যব্যবসায়ের উপর কষ্টেসৃষ্টেও যা হোক একরকম চলিতেছে, এ টাকা সেই ব্যবসার মূলধনের একটা অংশও বটে। অনঙ্গ শুনিলনা। তিনি বিপদের মধ্যে আছেন, যদি তাঁর কোনো দরকারেলাগে !

## নয়

ভড়মশায় সটান গিয়া শোভারানির বাড়ি উঠিলেন। চাকরের নিকট সন্ধান লইয়া জানিলেন, গদাধরবাবু বহুদিন যাবৎ এখানে আসেন না।...মাইজী ?না, মাইজী এখন স্টুডিওতে। এসময়তিনি বাড়ি থাকেন না কোনোদিন।

শচীনের কাছে সন্ধানমিলিল। দক্ষিণ-কলিকাতার একটামেসের বাড়ির ক্ষুদ্র ঘরে কেওড়া-কাঠের তক্তপোশে বসিয়া মনিব বিড়ি খাইতেছেন,এ অবস্থায় ভড়মশায় গিয়া পৌঁছিলেন।

গদাধর আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—কি খবর, ভড়মশায় যে ! আমার ঠিকানা পেলেন কোথায় ?

—প্রণাম হই বাবু।

বলিয়াই ভড়মশায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।।

—আরে আরে, বসুন বসুন, কি হয়েছে—ছিঃ ! আপনিনিতান্ত...

চোখের জল মুছিতে মুছিতে ভড়মশায় বলিলেন—বাবু, আপনি বাড়ি চলুন।

—বাড়ি যাবার জো নেই এখন ভড়মশায়। সে-সব অনেক কথা। সকল কথা শুনেও দরকার নেই,—আমার এখনবাড়ি যাওয়া হয় না।

—বৌ-ঠাকরুন কেঁদে-কেটে...

—কি করবো বলুন, এখন আমার যাবার উপায় নেই— বসুন। ঠাণ্ডা হোন। খাওয়া-দাওয়া করুন এখানে এবেলা।

ভড়মশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাবু, একটা কথাবলবো ?

—কি বলুন ?

—আপনাকে সংসারের ভার নিতে হবে না। আমি ফেটিপাটের কেনাবেচা করে একরকম যা হয় চালাচ্ছি— আপনি গিয়ে শুধু বাড়িতে বসে থাকবেন।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ভড়মশায়, আমি এখন গায়ে গেলে যদি চলতো, আমি যেতুম। আমার সঙ্গে সঙ্গে সমনজারিকরতে পেয়াদা ছুটেবে দেশের বাড়িতে, আর বড়-তরফেরওরা হাসাহাসি করবে। সে-সব হবে না—তাছাড়া আমি আবারএকটা কিছু করবার চেষ্টায় আছি।

ভড়মশায় বলিলেন—আপনার জন্যে বৌ-ঠাকরুন কিছুপাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার কাছে আছে।

ভড়মশায় দেখিয়া একটু আশ্চর্য হইলেন যে, মনিবটাকার কথা শুনিয়া বিশেষ-কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না !নিষ্পৃহভাবে বলিলেন—কত ?

—আজ্ঞে, পঞ্চাশ টাকা।

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—ওতে কি হবে ভড়মশায় ?আমায় হাজার-তিনেক টাকা কোনোরকমে তুলে দিতে পারেনএখন ?তাহলে খানিকটা অন্তত মীমাংসা হয়।

—না বাবু, সে সম্ভব হবে না। ফেটি পাট কিনি ফি হাতে ষাট-সত্তর...বড় জোর একশো টাকার। তাই গণেশ কুণ্ডুরআড়তে বিক্রি করে কোনো হাতে পাঁচ, কোনো হাতে চার—এইলাভ। এতেই বৌ-ঠাকরুনকে সংসার চালাতে



হচ্ছে। তাঁরইপুঁজি—তিনি যে এই পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন তাঁর সেই পুঁজিভেঙে। আমায় বললেন, বাবুর কষ্ট হচ্ছে ভড়মশায়, আপনি গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসুন। অমন লক্ষ্মীমেয়ে...।

গদাধর অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন—আচ্ছা থাক। আপনিও টাকাটা দিয়েই যান আমায়। অন্তত যে কাদিন জেলের বাইরে থাকি, মেসখরচটা চলে যাবে।

জেলের কথা শুনিয়া ভড়মশায় রীতিমতো ভয় পাইয়াগেলেন। মনিব জেলে যাইবার পথে উঠিয়াছেন—সে কেমন কথা? এ-কথা শুনিলে বৌ-ঠাকরুণ কি স্থির থাকিতে পারিবেন? এই মেসেই ছুটিয়া আসিবেন দেখা করিতে হয়তো। সুতরাং এ-কথা সেখানে গিয়া উত্থাপন না করাই ভালো। তিনহাজার টাকার যোগাড় করিতে না পারিলে যদি জেলে যাওয়ার মীমাংসা না হয়, তবে চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ সে টাকা কোনোরকমেই এখন সংগ্রহ করা যাইতে পারেনা।

পঞ্চাশটি টাকা গুনিয়া মনিবের হাতে দিয়াভড়মশায় বিদায়লইলেন। দেশে পৌঁছিতে পরদিন সকাল হইয়া গেল। অনঙ্গছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি, কি রকম দেখলেন ভড়মশায়? দেখা হল? ওরশরীর ভালো আছে? কবে বাড়ি ফিরবেন বললেন?

—বলচি বৌ-ঠাকরুণ—আগে আমায় একটু চা করেযদি...

—হ্যাঁ, তা এফুনি দিচ্ছি। বলুন আগে—উনি কেমনআছেন? দেখা হয়েছে?

—সব হয়েছে। ভালো আছেন।

—আছেন কোথায়? টাকা দিয়েছেন?

—আছেন একটা কোন্ মেসের বাড়িতে। দিব্যি আলাদাএকটা ঘর! আমায় যেতেই খুব খাতির...বেশ চেহারা হয়েছে।

এই পর্যন্ত শুনিয়াই অনঙ্গ খুশিতে গলিয়া গিয়া বলিল—আচ্ছা বসুন, আমি এসে সব শুনচি, আগে চা করে আনিআপনার জন্যে।

ভড়মশায় ডাকিয়া বলিলেন—হ্যাঁবৌমা..এই কিছুবিস্কুট আর লেবেধুৎস খোকাদের জন্যে...এটা রাখো।

কিছুক্ষণ পরে অনঙ্গ চাআনিয়া রাখিল, তার সঙ্গে একবাটিমুড়ি। সে হঠাৎ বন্য হরিণীর ন্যায় চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়াউঠিয়াছে—হাতে-পায়ে বল ও মনে নতুন উৎসাহ পাইয়াছে। ভড়মশায় সব বুঝিলেন, বুঝিয়া একমনে চা ও মুড়ি চালাইতেলাগিলেন।

—হ্যাঁ, তারপর বলুন ভড়মশায়।

—হ্যাঁ, তারপর তো সেই মেসের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

—মেসের বাড়িতে উঠলেন কেন? চেহারার কথাবলছিলেন—মানে শরীরটা...

—সুন্দর চেহারা হয়েছে। কলকাতায় থাকা...তার ওপরআজকাল একটু অবস্থা ফিরতির দিকে যাচ্ছে..আমায়বললেন—মানে একটু স্ফূর্তি দেখা দিয়েছে কিনা!

—টাকা দিয়ে এলেন তো?

ভড়মশায় লংকুথের আধময়লা কোটের সুবহৎ ঝোলা-সদৃশ পকেট হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিলেন—হ্যাঁভালো কথা—টাকা সব নিলেন না। পঞ্চাশটি নিয়ে বললেন, এখন আর দরকার নেই, বাড়িতে তো টানাটানি যাচ্ছে...তা—এই সেই বাকি টাকাটা একটা খামের মধ্যে—সামনের হাতেএতে...

কথাটা শুনিয়া অনঙ্গ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। স্বামী যখনটাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন—তখন নিশ্চয়ই তাঁর অবস্থা ভালোরদিকে যাইতেছে। বাঁচা গেল, লোকে কত কি বলে, তাহা শুনিয়াতাহার যেন পেটের মধ্যে হাত-পা ঢুকিয়া যায়। মা সিদ্ধেশ্বরীমুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন এতদিন পরে।

সে একটু সলজ্জ কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা আমাদের—আমার কথা-টথা কিছু—মানে, কেমন আছিটাছি...

ভড়মশায় তাহার মুখের কথা যেন লুফিয়া লইয়াবলিলেন—ঐ দ্যাখো, বুড়োমানুষ বলতে ভুলে গিয়েছি। সেকত কথা...অনেকক্ষণ ধরে বললেন তোমাদের কথা বৌ-ঠাকরণ।তোমার সম্বন্ধেও...।

—ও ! কি বললেন ?এই কেমন আছি, মানে...

নিজের অঞ্জতসারে তাহার কণ্ঠেওৎসুক্য ও কৌতূহলেরসুর আসিয়া গেল।

ভড়মশায় মৃদু মৃদু হাসিমুখে বলিলেন—এই সববললেন—একা ওখানে থেকে মনে শান্তি নেই তাঁর। অথচএ-সময়টা দেশে আসতে গেলে কাজের ক্ষতি হয়ে যায় কিনা !তোমার কথা কতক্ষণ ধরে বললেন। আসবার সময় ঐ বিস্কুটলেবেধুস তো তিনিই কিনে দিলেন !

—আপনাকে শেয়ালদ' ইস্টিশানে উঠিয়ে দিয়ে গেলেনবুঝি ?

—হ্যাঁ, তাই তো। উঠিয়েই তো দিয়ে গেলেন—সেখানেওতোমার কথা...

অনঙ্গ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখের জল গোপনকরিল।

ভড়মশায় চলিয়া আসিলেন। এভাবে বেশিক্ষণচালানো সম্ভব নয়, হয়তো বা কোথায় ধরা পড়িয়াযাইবেন। বৌ-ঠাকরণের বুদ্ধির উপর তাঁর শ্রদ্ধা আছে। তবে স্বামীর ব্যাপার লইয়া কথাবার্তা উঠিলে বৌঠাকরণ সহজেই ভুলিয়া যান—এই রক্ষা।

ভড়মশায় কি সাধে মনিবকে বাকি পঞ্চাশটি টাকা দেননাই?

বৌ-ঠাকরণ বা ছেলেদের কথা তো একবারও লোকেজিজ্ঞাসা করে—এতদিন পরে যখন ?অমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী, ছেলেরা বাড়িতে—তাহাদের সম্বন্ধে একটা কথা নয়। সেখানেভড়মশায় দিতে যাইবেন টাকা ?তা তিনি কখনো দিবেন না।

শরৎকাল চলিয়া গেল। আবার হেমন্ত আসিল।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনঙ্গ প্রতিদিনই আশাকরিয়াছে—স্বামী হঠাৎ আজ হয়তো আসিয়া পড়িবেন। কিন্তু তার সে আশাপূর্ণ হয় নাই !

ভড়মশায় আসিয়া বলেন—বৌ-ঠাকরণ, টাকা দিতেহবে।

—কত ?

—ছত্রিশ টাকা দাও আজ, পাট আর আসচে না হাটে।ওতেই কাজ চলে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা লাভের দু'তিন টাকাসুদ্ধ টাকাটা আবারফিরাইয়া দিয়া যান। একদিন শশী বাগদিনী অনঙ্গকে পরামর্শদিল—হলুদের গুঁড়ার ব্যবসা করিতে। উহাতে খুব লাভ, আস্তহলুদ বাজার হইতে কিনিয়া বাগদি-পাড়ায় দিলে, তাহাদেরটেকেতে তাহারাই কুটিয়া দিবে—মজুরী বাদেও যাহা থাকে, তাহা অনঙ্গ হিসাব করিয়া দেখিল নিতান্ত মন্দ নয়। আজকাল সে ব্যবসা বুঝিতে পারে, ব্যবসা-বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছে।

ভড়মশায়কে কথাটা বলিতে তিনি হাসিয়া উড়াইয়াদিলেন।

—হুঁ ! —ফুঃ ! গুঁড়ো হলদির আবার ব্যবসা ?

অনঙ্গ বলিল—না ভড়মশায়, আমি হিসেব করেদেখেচি—আপনি আমায় হলুদ কিনে দিন দিকি, আমি বাগদি-পাড়া থেকে কুটিয়ে আনি।

দু’তিনবার হলুদের গুঁড়ো কেনাবেচা করিয়া দেখা গেল, পাটের খুচরো কেনাবেচার চেয়েও ইহাতে লাভের অঙ্ক বেশি।

আর একটা সুবিধা, এ ব্যবসা বারোমাস চলবে। বৌ-ঠাকরুণের বুদ্ধির উপর ভড়মশায়ের শ্রদ্ধা জন্মাইল। টাকাবসিয়া থাকে না, অনঙ্গ নানা বুদ্ধি করিয়া এটা-ওটার ব্যবসায় খাটাইয়া যতই সামান্য হউক, তবুও কিছু কিছু আয় করে। কিন্তু বর্ষার শেষে ম্যালেরিয়া নিজমূর্তি ধরিয়াকে।

অনঙ্গ একদিন জ্বরে পড়িল। জ্বর লইয়াই গৃহকর্ম করিয়া রাত্রের দিকে জ্বর বেশ বাড়িল। আগাগোড়া লেপমুড়ি দিয়াশুইয়া পড়িল বিছানায়—উঠিবার শক্তি নাই। অতবড় বাড়ি, কেহ কোথাও নাই—কেবল এই ঘরখানিতে সে আর তাহারদুটি ছেলে-মেয়ে।

বড় খোকা আট বছরে পড়িয়াছে। সে বলিল—মাআমাদের এবেলা ভাত দেবে কে ?

অনঙ্গ জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল—সেপ্রথমটা কোনো উত্তর দিল না। পরে বিরক্ত হইয়া ছেলেকেবকিয়া উঠিল। খোকা কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গ আরো বকিয়াবলিল—কানের কাছে গ্যান্-গ্যান্ করিস নে বলচি খোকা—খাবি কি তা আমি কি বলবো ? আপদগুলো মরেও না যে আমার হাড় জুড়োয়। তোদের মানুষ করচে কে, জিগ্যেসকরি ? কে ঝঙ্কি পোয়ায় ? যা, বাসিভাত হাঁড়িতে আছে, বেড়েনে।

পরদিন ভড়মশায় আসিয়া দেখিলেন, ছেলে দুটিরান্নাঘরের সামনে ভাতের হাড়ি বাহির করিয়া একটা খালায়তাহা হইতে একরাশ পান্তাভাত ঢালিয়া এঁটো হাতে সমস্তমাখামাখি করিয়া ভাত খাইতেছে। অনঙ্গ আবার একটু শুচিবাইগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে আজকাল—তাহার বাড়িতে এ কিকাণ্ড ! ছেলে দুটো এঁটো-হাতে রান্নার হাড়ি লইয়া ভাত তুলিয়াখাইতেছে কি রকম ?

আশ্চর্য হইয়া ভড়মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কিখোকা ? ও কি হছে ? মা কোথায় ?

খোকা ভড়মশায়কে দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাতেরদলা তুলিতে গিয়া হাত গুটাইয়াছিল। মুখের দু’পাশের ভাতক্ষপ্রহস্তে ফেলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—মা’র জ্বর। আমরাকাল রাত্রে কিছু খাই নি, তাই পলুকে ভাত বেড়ে দিচ্ছি। মাকাল বলেছিল, হাড়ি থেকে নিয়ে খেতে।

সে এমন ভাব দেখাইল যে, শুধু ছোট ভায়ের ক্ষুন্নিবৃত্তিরজন্য তাহার এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা। তাহার খাওয়ার উপর বিশেষকোনো স্পৃহা নাই।

—বলো কি খোকা ! জ্বর তোমার মা’র ? কোথায় তিনি?

খোকা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—বিছানায় শুয়ে। কথা বলচে না কিছু—এত করে বললাম, আমি নুন পাড়তে পারি নে, পলুকে কি দেবো, তা মা...

ভড়মশায় ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া উঁকি মারিলেন। অনঙ্গ জ্বরের ঘোরে অভিভূত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার কোনো সাড়া-সংজ্ঞা নাই—লেপখানা গা হইতে খুলিয়াএকদিকে বিছানার বাহিরে অর্ধেক ঝুলিতেছে !

ভড়মশায় ডাকিলেন—ও বৌ-ঠাকরুণ ! বৌ-ঠাকরুণ ! অনঙ্গ কোনো সাড়া দিল না।

—কী সর্বনাশ। এমন কাণ্ড হয়েছে তা কি জানি ? ওবৌ-ঠাকরুণ !

দু'তিনবার ডাকাডাকি করার পরে অনঙ্গ জ্বরের ঘোরে 'অ্যাঁ' করিয়া সাড়া দিল। সে সাড়ার কোনো অর্থ নাই। তাহা অচেতন মনের বহুদিনব্যাপী অভ্যাসের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাহারপিছনে বুদ্ধি নাই...চেতন্য নাই।

ভড়মশায় ছুটিয়া গিয়া গিরীশ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার দেখিয়া বলিল—কোনো চিন্তা নাই, সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর, তবে একটু সাবধানে রাখা দরকার। ভড়মশায়ের নিজের স্ত্রী বহুদিন পরলোকগত—এক বিধবাভাইঝি থাকে বাড়িতে, তাকে আনাইয়া সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন—প্রতিবেশীরা বিশেষ কেহ উঁকি মারিল না।

চৌদ্দ-পনেরো দিন পরে অনঙ্গ সারিয়া উঠিয়া রোগজীর্ণ-মুখে পথ্য করিল। কিন্তু তখন সে অত্যন্ত দুর্বল—উঠিয়াদাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই।

ভড়মশায় এতদিন জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পান নাই, আজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌ-ঠাকুরগণ, টাকা কোথায় ?  
—টাকা সিন্দুকে আছে।

—চাবিটা দাও, দেখি।

এদিক-ওদিক খুঁজিয়া চাবি পাওয়া গেল না। বালিশেরতলায় তো থাকিত, কোথায় আর যাইবে, এখানে কোথাও আছে ! সব জায়গা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, ছেলেদেরজিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, অবশেষে কামার ডাকাইয়া তালা ভাঙিয়া দেখা গেল, সিন্দুকে কিছুই নাই। টাকা তো নাই-ই, উপরন্তু অনঙ্গর হাতের দু'গাছা সোনা-বাঁধানো হাতের দাঁতেরচুড়ি ছিল, তাহাও উবিয়া গিয়াছে। আর গিয়াছে গদাধরের পিতামহের আমলের সোনার তৈরি ক্ষুদ্র একটি শীতল-মূর্তি। ক্ষুদ্র হইলেও প্রায় ছ'সাত ভরি ওজনের সোনা ছিল মূর্তিটাতে।

বহুকষ্টে অর্জিত অর্থের সঙ্গে শীতলা-মূর্তির অন্তর্ধানে, নানা অমঙ্গল আশঙ্কায় অনঙ্গ মাথা ঠুকিতে লাগিল।

ভড়মশায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আজ এক বৎসরের বহু কষ্টে সঞ্চয় করা যৎসামান্য পুঁজি যাহা ছিল, কোনোরকমে তাহাতে হাত-ফেরতা খুচরো ব্যবসা চলাইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ হইতেছিল।

অবলম্বনহীন, সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় এখন ইহাদের কি উপায় দাঁড়াইবে ?

ভড়মশায় জিজ্ঞাসাকরিলেন—বাড়িতে কে কে আসতো?

অনঙ্গ বিশেষ কিছু জানে না ! তাহার মনে নাই। জ্বরের ঘোরে সে রোগের প্রথমদিকে অচেতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত—কে আসিয়াছে গিয়াছে তাহার খেয়াল ছিল না। প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে আসিত—শচীনের মা একদিন না দুদিন আসিয়াছিলেন, স্বর্ণ গোয়ালিনী একদিন আসিয়াছিল মনে আছে—আর আসিয়াছিলেন মুখুয়ে-গিল্লি। তবে ইহাদের বেশির ভাগই অশুচি হইবার ভয়ে রোগীর ঘরের মধ্যে ঢোকেন নাই, দোরে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া, ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া উঠান পার হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার একটি ন্যায্যকারণ যে না ছিল তাহা নয়। বাড়ির ছেলে দুটি মায়ের শাসনদৃষ্টি শিথিল হওয়ায় মনের আনন্দে যেখানে-সেখানে ভাত ছড়াইয়াছে, এঁটো খালাবাসন রাখিয়াছে, যাহা খুশি তাহাই করিয়াছে—সেখানে কোনো জাতিজন্মবিশিষ্ট হিন্দুঘরের মেয়েকি করিয়া নির্বিকার মনে বিচরণ করিতে পারে, ইহাও ভাবিয়াদেখিবার বিষয়। শুধু লোকের নিন্দা করিয়া লাভ নাই।

চুরির কোনো হদিস মিলিল না। উপরন্তু অনঙ্গ বলিল— ভড়মশায়, আমার যা গিয়েচে গিয়েচে—আপনি আর কাউকেবলবেন না চুরির কথা। শত্রু হাসবে, সে বড় খারাপ হবে। উনি শত্রু হাসবার ভয়ে আজ পর্যন্ত গাঁয়ে ফিরলেন না—আর আমি সামান্য টাকার জন্যে শত্রু হাসাবো ? তিনি এত ক্ষতি সহ্যকরতে পারলেন—আর আমি এইটুকু পারবো না ভড়মশায়?

সুতরাং ব্যাপার মিটিয়া গেল।

ভড়মশায় কলিকাতার মেসের ঠিকানায় দু'তিনখানা চিঠি দিয়া কোনো উত্তর পাইলেন না। অবশেষে সব কথা খুলিয়া লিখিয়া একখানি রেজিস্ট্রি চিঠি দিলেন—চিঠি ফেরত আসিল, তাহার উপর কৈফিয়ত লেখা—‘মালিক এ ঠিকানায় নাই’।

অনঙ্গর হাতে দু'গাছা সোনা-বাঁধানো শাখা ছিল। খুলিয়াতাহাই সেবিক্রয়করিতে দিল। সেই যৎসামান্য পুঁজিতেহলুদেরগুঁড়ার ব্যবসা করিয়া কোনো হাটে বারো আনা, কোনো হাটে বা কিছু বেশি আসিতে লাগিল। অকূল সমুদ্রে সামান্য একটা ভেলা হয়তো—কিন্তু জাহাজ যেখানে মিলিতেছেনা, সেখানেভেলার মূল্যই কি কিছু কম !

অনঙ্গ এখনো পায়ে বল পায় নাই। কোনোক্রমেরান্নাঘরে বসিয়া দুটি রান্না করে, ছেলে দুটিকে খাওয়াইয়ানিজে খাইয়া রোয়াকের একপ্রান্তে মাদুর পাতিয়া রৌদ্রে শুইয়া থাকে, কোনোদিন বা একটু ঘুমায়। দুবেলা রান্না হয়না, হাঁড়িতে ওবেলার জন্য ভাত-তরকারি থাকে, সন্ধ্যার পরেছেলে-মেয়েরা খায়।

একটু চুপ করিয়া শুইয়া দেখে, ধীরে ধীরে উঠানেরআতাগাছটা লম্বা ছায়া ফেলিতেছে দোরের কাছে, পাঁচিলেরকাছে আমরুল শাকের জঙ্গলে একটি প্রজাপতি ঘুরিতেছে, খোকার বাজনার টিনটা কুয়াতলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, পাশের জমিতে শতীনের শেওড়াতলী আমগাছটার মগড়ালের দিকে রোদ উঠিতেছে ক্রমশ, নাইবার চাতালে গত বর্ষায়বন-বিছুটির গাছ গজাইয়াছে—অনেকদিন আগে গদাধরকুয়াতলায় বসিয়া স্নানের জন্য শখ করিয়া একটি জলচৌকি গড়াইয়াছিলেন—সেখানা একখানা পায় ভাঙা অবস্থায় কাঠরাখিবার চালাঘরের সামনে চিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহারবুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল।

বড় খোকাকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁরে, ও চৌকিখানাওখানে অমন করে ফেলেছে কে রে ?

খোকা এদিকে-ওদিকে চাহিতে চাহিতে জলচৌকিখানা দেখিতে পাইল। বলিল—আমি জানিনে তো মা। আমিফেলিনি।

—যেই ফেলুক, তুই নিয়ে এসে দালানের কোণে রেখে দে। কেউ না ওতে হাত দেয়।

তারপর সে আবার দুর্বলভাবে বালিশে ঢলিয়া পড়ে। মনেও বল নাই, হাত-পায়েও জোর নাই যেন। তাহার ভালো লাগে না, একা একা এ বাড়িতে যে থাকিতে পারে না। জীবনযেন তার বোঝা হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া এই শীতেরসন্ধ্যাবেলা মনের মধ্যে কেমন হু-হু করে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। কেহ নাই যে একটি কথা বলিয়া আদর করে, মুখের দিকেচায়। কত কথা মনে পড়ে—এমনি কত শীতের ঠাণ্ডা রোদশেওড়াতলী আমগাছটার মগড়ালে উঠিয়া গিয়াছে আজ চৌদ্দবছর ধরিয়া, চৌদ্দ বছর আগে এমনি এক শীতের মধ্যাহ্নে সে নববধূরূপে এ-গৃহে প্রথম প্রবেশ করে। ওই অতি পরিচিতঠাণ্ডা রোদ-মাখানো আমগাছটার দিকে চাহিলে কত ভালোদিনের কথা মনে পড়ে, কত আনন্দ-ভরা শীতের সন্ধ্যার স্মৃতিতে হৃদয় ব্যথায় টন্টন্ করিয়া ওঠে।

চিরকাল কি এমনি কাটিবে ?

মা মঙ্গলচণ্ডী কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না ?

ভড়মশায়ের হাটের টাকা লইয়া দরজার কাছে আসিয়া সাড়া দেন—বৌ-ঠাকরুন ?

—হ্যাঁ, আসুন। নেই তো আর যাচ্ছি কোথায় ?

—এগুলো গুনে নিয়ো।

অনঙ্গ গুনিয়া বলিল—সাড়ে তেরো আনা ?আজ য়েবেশি?

—হল্দির দর চড়ে গিয়েচে বাজারে। সামনের হাটেআরো হবে—আর কিছু বেশি টাকা হাতে আসতো, এ-সময়তো একটা থোক লাভ করা যেতো হলুদ থেকে।

—আচ্ছা ভড়মশায় !

অনঙ্গর গলায় সুরের পরিবর্তনে ভড়মশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি ?কি বলো ?

—আচ্ছা, একবার আপনি কলকাতায় যাবেন ?

—কলকাতায় ?তা....।

—তা নয় ভড়মশায়। অনেকদিন কোনো খবর পাইনি, আমার মনটা...আপনি একবার বরং...

স্বামীর কথা বলিতে গেলেই কোথা হইতে কান্না আসিয়া কেন যে গলার স্বর আটকাইয়া লোকের সামনে লজ্জায় ফেলেএমনধারা !

ভড়মশায় চিন্তিত মুখে বলেন—তা—তা—গেলেও হয়।

—তাই কেন, যান না আজই। একবার দেখে আসুন।আজ কত দিন হল, কোনো খবর পাইনি—শরীর-গতিককেমন আছে, কি-রকম কি করচেন, আপনি নিজের চোখেদেখে এলে...

ভড়মশায় কথাটা ভাবিয়া দেখিলেন। যাইতে অবশ্য এমন কি আপত্তি, তা নয়, তবে পয়সা খরচের ব্যাপার। এই নিতান্তটানাটানির সংসারে এমনি পাঁচটা টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে যাতায়াতে। বৌ-ঠাকরুন সে টাকা পাইবেনই বা কোথায় ?

মুখে বলিলেন—আচ্ছা দেখি।

—তাহলে কোন্ গাড়িতে যাবেন আপনি ?

—আজ বা কাল তো হয় না।

হাটবার আসছে সামনে।

—হাটবার লেগেই থাকবে। আমি এক-রকম করেচালিয়ে নেবো এখন, আপনি যান—আমার কাছে তিনটে টাকাআছে। তুলে রেখে দিইচি, তাই নিয়ে যান।

সপ্তাহের শেষে অনঙ্গ আবার জ্বরে পড়িল। তবে এবার জ্বরটা খুব বেশি নয়, সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর, এসময়পাড়াগাঁয়ের ঘরে-ঘরেই এমন জ্বর লাগিয়া আছে, তাহাতে ডাক্তার আসে না, বিশেষ কোনো ঔষধও পড়ে না। তবুওভড়মশায় ডাক্তার ডাকানোর প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অনঙ্গ কথাটা উড়াইয়া দিলা বলিল—হ্যাঁ, আবার ডাক্তার কি হবে?বরং ডাকঘরের কুইনিন এক প্যাকেট কিনে দিন, তাই খেয়েইযাব এখন—ভারি তো জ্বর !

সে জ্বরে তিন-চারদিন ভুগিয়া তখনকার মতো গেল বটে, কিন্তু দুদিন অন্নপথ্য করিতে না করিতে আবার জ্বর দেখাদিল। একেই সে ভালো ভাবে সারিয়া উঠিতে পারে নাই প্রথমঅসুখের পর, এভাবে বার বার ম্যালেরিয়ায় পড়াতে আরোদুর্বল হইয়া পড়িল, রক্তহীনতার দরুন মুখ হলুদে ফ্যাকাসেরং-এর হইয়া আসিল, শরীর রোগা, মাথার সামনের চুল উঠিয়াসিঁথির কাছটা কুশী ধরনের চওড়া হইয়া গেল, ভাতে রুচি নাই, একবার পাতের সামনে বসে মাত্র, মুখে কিছু ভালো লাগে না।

সংসারে বেজায় টানাটানি চলিতেছিল, শীত পড়ারমুখে হলুদের দর একটু চড়াতে হাটে হাটে আগের চেয়ে আয়কিছু বাড়িল। অনঙ্গ আজকাল ব্যবসা বেশ বোঝে, সে নিজেঅসুখ শরীরে শুইয়া শুইয়া একদিনমুখুজ্যে-বাড়ি হইতেশুকনো পিপুল কিনিয়া আনাইল এবং সেগুলি হাটে পাঠাইয়া পাঁচ-ছ'টাকা লাভ করিল।

একদিন সে আবার ভড়মশায়কে ধরিল কলিকাতা যাইবারজন্য।

ভড়মশায় বলিলেন—বেশ।

—বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে যাই-যাই করে, কাজ তো আছেই, আপনি কালই যান ! টাকা সকালে নেবেন, না এখন নেবেন ?

—এখন পাঁচ জায়গায় ঘুরবো নিজের কাজে, কোথায়হারিয়ে যাবে। কাল সকালে বরং...

উৎসাহে অনঙ্গ মাদুর ছাড়িয়া ঠেলিয়া উঠিল বিকালে। পরদিন সকালে ভড়মশায় টাকা নিতে আসিলে অনঙ্গ তাঁহারহাতে একটি বেশ ভারি-গোছের পোঁটলা দিয়া বলিল—এটাওঁকে দেবেন।

কাল সারাদিন ধরিয়া গুছাইয়াছে সে, ভড়মশায় দেখিলেন, তাহার মধ্যে হেন জিনিস নাই যা নাই। গোটাকতক কাঁচা পেঁপে, এমন কি একটা মানকচু পর্যন্ত। তাছাড়া গাছেরবরবটি, আমসত্ত্ব, পুরানো তেঁতুল, পোস্তদানার বড়ি...

ভড়মশায় মনে মনে হাসিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না।

অনঙ্গ আঁচল হইতে খুলিয়া আরো তিনটে টাকা বাহিরকরিয়া বলিল—ভাড়া বাদে একটা টাকা নিয়ে যান, যাবার সময়হরি ময়রার দোকান থেকে নতুনগুড়ের সন্দেশ সের-দুই নিয়েযাবেন।

ভড়মশায় দ্বিরঞ্জিত না করিয়া টাকা কয়টি পকেটে পুরিয়া বলিলেন—চিঠি-টিঠি কিছু দেবে না ?

—না, চিঠি আর দিতে হবে না, মুখেই বলবেন। একবারঅবিশ্যি করে যেন আসেন এরই মধ্যে, বলবেন।

ভড়মশায় দরজার বাইরে পা ভালো করিয়া বাড়ান নাই, এমন সময় অনঙ্গ পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল—  
শুনুন, বাড়িআসবার কথা বলবেন, বুঝলেন তো ?

—আচ্ছা বৌ-ঠাকরুণ, নিশ্চয় বলবো।

—এরই মধ্যে যেন আসেন—বুঝলেন ?

ভড়মশায় ঘাড় হেলাইয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন যে, তিনি বেশ ভালোই বুঝিয়াছেন। কোনো ভুল হইবে না তাঁহার।

—আর যদি সঙ্গে করে আনতে পারেন...

—বেশ বৌ-ঠাকরুণ, সে চেষ্টাও করবো।

## দশ

ভড়মশায় দ্রুতপদে বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই ভড়মশায় মনিবের পুরানো মেসেগেলেন। সংবাদ লইয়া জানিলেন, বহুদিন হইতেই গদাধরবাবুসে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মেসের ম্যানেজার কোনোঠিকানা বা সন্ধান দিতে পারিল না। তাহা হইলে কি জেলহইবে ? তাহাই সম্ভব।

কিন্তু সে কথা তো আর যাকে-তাকে জিজ্ঞাসা করা যায়।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনিশতীনের বাসায় গেলেন। শতীনেরওদেখা পাইলেন না। এখন একমাত্র স্থান আছে, যেখানে মনিবের সন্ধান হয়তো মিলিতেও পারে—সেটি হইল শোভারানির বাড়ি। কিন্তু সেখানে যাইতে ভড়মশায়ের কেমন বাধো-বাধোঠেকিতে লাগিল। অনেকদিন সেখানে যান নাই, হয়তো তাহারাতাঁহাকে চিনিতেই পারিবে না, হয়তো বাড়িতে ঢুকিতেই দিবেনা। তাছাড়া সেখানে যাইতে প্রবৃত্তিও হয় না তাঁহার। তবুওযাইতে হইল। গরজ বড় বালাই।

দরজার কড়া নাড়িতেই যে চাকরটি দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইল, ভড়মশায় তাহাকে চিনিলেন না। চাকর বলিল—  
কাকে দরকার ?

—মাইজী আছেন ?

—হ্যাঁ আছেন।

—একবার দেখা করবো, বলো গিয়ে।

চাকর কিছুমাত্র না ভাবিয়া বলিল—এখন দেখা হবে না।

ভড়মশায় অনুনয়ের সুরে বলিলেন—বড্ড দরকার। একবার বলো গিয়ে।

—কি দরকার ? এখন কোনো দরকার হবে না, ওবেলাএসো।

—আচ্ছা, গদাধরবাবুর কোনো সন্ধান দিতে পারো ? আমি তাঁর দেশের লোক, যশোর জেলার কাঁইপুর গ্রামে বাড়ি, থানা রামনগর...

চাকর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দাঁড়াও, আমিআসচি।

দুরূদুরূ বক্ষে ভড়মশায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিনা-জানি বলে। চাকরটা নিশ্চয় মনিবকে চেনে, অন্তত নামওশুনিয়াছে !

এবার আবার দরজা খুলিল। চাকর মুখ বাড়াইয়াবলিল—আপনার নাম কি ? মাইজী বললেন, জেনে এসো।

আমার নাম মাখনলাল ভড়। আমি বাবুর সেরেস্তার মুহুরি। বলো গিয়ে, যাও।

কিছুক্ষণ পরে চাকর পুনরায় আসিয়া ভড়মশায়কে উপরেলইয়া গেল।

ভড়মশায় উপরে গিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন, এ সে মেয়েটি নয়—সেবার যাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ইহারবয়স বেশি, গায়ের রং তত ফরসা নয়।

মেয়েটি বলিল—আপনি কাকে চান ?



ভড়মশায় অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সম্মুখে কথা বলিতেঅভাস্ত নন, কেমন একটা আড়ষ্টতা ও অস্বস্তি বোধ করেনএসব ক্ষেত্রে। বিনীতভাবে সসঙ্কোচে বলিলেন—আজ্ঞে, গদাধর বসু, নিবাস যশোর জেলায়...

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—বুঝেছি, তা এখানে খোঁজকরচেন কেন ?

—এখানে আগে যিনি থাকতেন, তিনি এখন নেই ?

—কে ?শোভা মিত্তির ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই নাম।

—সে এখন থেকে উঠে গিয়েচে। তাকে কি দরকার?

তাঁর সঙ্গে আমাদের বাবুর জানাশোনা ছিল, একবারতাই এসেছিলাম।

গদাধর বসু, ন্যাশনাল সিনেমা কোম্পানির জি বসু।তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, উনিই আমার বাবু। কিন্তু...

মেয়েটি বলিল—তা আপনি বলছেন গদাধরবাবুর মুহুরিদেশের—কিন্তু আপনি তার কলকাতার ঠিকানা জানেন নাকেন ?

ভড়মশায় পাকা লোক। ইহার কাছে ঘরের কথা বলিয়া মিছামিছি মনিবকে ছোট করিতে যাইবেন কেন ?সুতরাং বলিলেন—আজ্ঞে তাঁর সেরেস্ভায় চাকরি নেই আজ বছরাবধি।তাকে একটু বলতে এসেছিলাম, যদি চাকরিটা আবার হয়, গরিব মানুষ, কাচা-বাচা নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি, তাই....

—আপনি টালিগঞ্জ গিয়ে স্টুডিওতে দেখা করুন, ঠিকানা কাগজে লিখে দিচ্ছি বাড়িতে এখন তার দেখা পাবেননা।

ভড়মশায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, আনন্দে হাত-পায়ে যেন বল পাইলেন। বাঁচা গেল, মনিবের তাহা হইলে জেল হয় নাই ! সেই ছবি-তোলার কাজেই লাগিয়া আছেন, বোধহয় চাকরি লইয়া থাকিবেন।

মেয়েটি একটুকরা কাগজে ঠিকানালিখিয়া তাঁহার হাতেদিয়া বলিল—ট্রাম থেকে নেমে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে খানিকটাগেলেই পাবেন। দেখবেন, লেখা আছে ন্যাশনাল ফিল্ম কোম্পানির নাম, গেটের মাথায় আর দেয়ালের গায়ে।

রাস্তায় পড়িয়া পথ হাঁটিতে হাঁটিতে কিন্তু ভড় মশায়ের মনে আনন্দের ভাবটা আর রহিল না। মনিব জেলে যান নাই—আবার সেই ছবি-তোলার কাজই করিতেছেন, অথচ এই এক বৎসরের মধ্যে একবার স্ত্রীপুত্রের খোঁজখবর করেননাই, এ কেমন কথা ?এস্থলে আনন্দ করিবার মতো কিছু নাই, বরং ইহার মূলে কি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া যাওয়াটা দরকার।ভড় মশায়ের মন বেশ দমিয়া গেল।

দমিয়া গেলেও, সেই মন লইয়াই অগত্যা পথ চলিতে চলিতে একসময় তিনি ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। ট্রাম যথাসময়ে টালিগঞ্জ-ডিপোয় আসিয়া পৌঁছিল। অন্যান্য সহযাত্রীরাএকে একে নামিয়া যাইতেছে দেখিয়া ভড়মশায়ের হুঁশ হইল, তাঁহাকেও এবার নামিতে হইবে। ভড়মশায় ট্রাম হইতে রাস্তায় নামিয়া আবার হাঁটিতে শুরু করিলেন।

মেয়েটির নির্দেশমত বাঁ-দিকের পথ ধরিয়া হাঁটিবার সময় দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট দল যেসব কথাবার্তা কহিতেকহিতে চলিয়াছে ঐ পথে, তাহাদের মৃদুগুঞ্জে বেশ বুঝা যাইতেছে যে তাহারা সকলেই এখন ভড়মশায়ের লক্ষ্যপথেরপথিক। যে কোনো কাজের জন্যই যাক না কেন, তাহারাও চলিয়াছে ঐ স্টুডিওর উদ্দেশে।

কিছু পথ যাইতেই চোখে পড়িল, সামনে অনেকখানি জায়গা করোগেট টিন দিয়া ঘেরা মস্ত বাগান, আর সেই বাগানের কাছে পৌঁছিয়াই তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, তাঁহারঈশ্বর স্থানে আসিয়া গিয়াছেন। ঐ বাগানের ফটক। ফটকেরদুইদিকে থামের মাথায় অর্ধবৃত্তাকারে লোহার ফ্রেমে সোনালীঅক্ষরে জ্বলজ্বল করিতেছে-‘ন্যাশনাল ফিল্ম স্টুডিও’।

মা-কালীকে স্মরণ করিয়া গেটের মধ্যে সবে পা দিয়াছেন, এমন সময় পিছন হইতে কোমরে আঁকশি দিয়া কে যেন টানিয়াধরিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, ইয়া গালপাট্টাওয়ালা পশ্চিমাপহলবানের মতো এক দীর্ঘবপু দরওয়ানজী হাঁকিয়া বলিতেছে,—কাঁহা যাতা ?

ভড়মশায় বলিলেন—যাঁহা আমার বাবু আছেন।

দরওয়ানজী হাঁকিল—গেট-পাশ হ্যায় ?

—হাঁহ্যায়। আমার বাবুর কাছ থেকে এখুনি নিয়ে আতাহ্যায়, এনে তোমায় দিয়ে দেবো।

—পহেলা ল্যাও, লে-আয়কে আন্দরমে ঘুসো।

বেশ, এখুনি দিচ্ছি, তোমারা কোনো চিন্তা নেই হ্যায়।

কথাটা বলিয়া ভড় মশায় অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই আবার পশ্চাৎদিক হইতে শব্দের আকর্ষণ..কেউ, বাত মানে গানেহি ?মত যাও...লৌটকে আও...।

অগত্যা ভড়মশায়কে ফিরিতে হইল। এই বয়সে শেষেকি একজন খোট্টার কাছে অপমানিত হইবেন ?

ওই দেখা যায় একটা সুপারি গাছ—তার পাশেই মস্ত বড়পুকুর। পুকুরের ওপারে টিনের ছাদ-আঁটা মস্ত একটা গুদামেরমতো, সেখানে কত লোক চলিতেছে ফিরিতেছে...সকলেই যেন খুব ব্যস্ত। ভড়মশায় ভিতরে ঢুকিতে না পাইয়া নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিশ্চিত বুঝিলেনযে, ঐখানেই ছবি তোলার কাজ হইতেছে। তারপর দ্বারবানের নিকটে আসিয়া সে কি আকৃতি ! দ্বারবান ভিতরে যাইতেদিবে না, ভড় মশায়কেও যাইতেই হইবে। মিনতি যখন কলহে পরিণত হইবার উপক্রম, এমন সময় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ভড়মশায়কে দেখিয়া লোকটি বলিল—কাকে চান ?ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

—আজ্ঞে, আমি গদাধর বসু মহাশয়কে খুঁজি—নিবাসকাঁইপুর, জেলা...

—বুঝেছি। আপনি ওখানে যাবেন না। ওখানে সেটসাজানো হচ্ছে—ওখানে যেতে দেবে না আপনাকে। মি. বোসের আসবার সময় হয়েছে—এখানে আপনি দাঁড়িয়েথাকুন, মোটর এসে এখানে থামবে।

—আজ্ঞে আপনার নাম ?

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বলিলেন—কোনো দরকার আছে ?শান্তশীল রায়কে খুঁজে নেবেন এর পরে—আমার সময় নেই, যাই—আমাকে এখুনি সেটে যেতে হবে।

ভড়মশায় সেখানে বোধহয় পাঁচ মিনিটও দাঁড়ান নাই, এমন সময় একখানা মাঝারি গোছের লালরঙের মোটর আসিয়া তাঁহার সামনে লাল কাঁকরের রাস্তার উপর দাঁড়াইল।

ভড়মশায় তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলেন, কিন্তু দেখিলেনমোটর হইতে নামিল দুটো মেয়ে, হাতে তাদের ছোট ছোট ব্যাগ—তাহারা নামিয়াই দ্রুতপদে পুকুরের পাড়ে চলিয়া গেল।

আরো কিছুক্ষণ পরে আর-একখানি মোটর আসিয়াদাঁড়াইল। এবার ভড়মশায়ের বিস্মিত ও বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে নামিলেন গদাধর ও তাঁহার সঙ্গে একটি সুবেশা মহিলা ! ভড়মশায় চিনিলেন, মেয়েটি সেই শোভারানি মিত্র।

ড্রাইভারের পাশের আসন হইতে তকমা-পরা এক ভৃত্য নামিয়া তাঁহাদের জন্য গাড়ির দোর খুলিয়া সসম্বন্ধে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে এবার একটা ব্যাগ হাতে তাহাদের অনুসরণ করিল।

ভড়মশায় আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন—বাবু, বাবু....

কিন্তু পিছনের ভৃত্যটি একবার তাঁহার দিকে চাহিয়াদেখিল মাত্র, গদাধর ও মহিলাটি ততক্ষণে দ্রুতপদে পুকুরের পাড়ের রাস্তা ধরিয়াছে, বোধ হয় ভড় মশায়ের ডাক তাঁহাদের কানে পৌঁছিল না।

ভড়মশায় কি করিবেন ভাবিতেছেন—এমন সময়পূর্বের সেই তরুণবয়স্ক ভদ্রলোকটিকে এদিকে আসিতেদেখিতে পাইলেন।

ভড়মশায়কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কাছেআসিয়া বলিলেন—কি, এখনো দাঁড়িয়ে আছেন যে ? দেখাহয়নি ? এই তো গেলেন উনি।

ভড়মশায় নিরীহমুখে বলিলেন—আজ্ঞে, দেখা হয়েছে। ওই মেয়েটি কে বাবু ?

ভদ্রলোক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ভড়মশায়ের দিকে চাহিয়াবলিলেন—চেনেন না ওঁকে ? উনিই শোভারানি—মস্ত বড় ফিল্মস্টার—ওই—মি. বোসের কপাল খুব ভালো। দু'খানা ছবি মার খেয়ে যাবার পরে—আশ্চর্য মশাই, শোভারানিনিজে এসে যোগ দিয়েচে—চমৎকার ছবি হচ্ছে—ডিস্ট্রিবিউটারেরা খরচের সব টাকা দিয়েচে। শোভারানির নামেরগুণ মশাই—মি. বোস এবার বেশ-কিছু হাতে করেছেন, শোভারানির সঙ্গে—ইয়ে—খুব মাখামাখি কিনা ! এক সঙ্গেইআছেন দু'জনে। আপনি কাজ খুঁজছেন বোধ হয়? তা ধরুন না গিয়েম্যানেজারকে—আমি মশাই বড় ব্যস্ত। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি একটা জিনিস আনতে, শোভারানির বাড়িতেই—ভুলে ফেলেএসেছেন—নমস্কার !

ভড়মশায় হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।